প্যারীচরণ সরকার।

(জীবনবৃত্ত।)

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি. এ.

বিরচিত।

সাহিত্য সেবক সমিতি হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২৯ নং বিডনষ্ট্রীট, "এলম্ প্রেসে"

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার সাহা দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের

সুকরকমলে এই গ্রন্থ

সাদরে সমর্পিত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

এক সময়ে সুপ্রথিতনামা সাহিত্যরথী ও অধ্যাপক ৺লালবিহারী দে আগ্রহের সহিত স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন।* আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনও অপরিজ্ঞাত কারণে লালবিহারী বাবুর সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সে আজ সপ্তবিংশতি বর্ষের কথা। তদবধি অনেকেই প্যারীচরণ বাবুর জীবনবৃত্ত লিখিত হইল না বলিয়া অপেক্ষা করিতেন, কিন্তু এতাবৎকাল অপর কোনও ব্যক্তি উক্ত অভাব মোচন করিবার মানসে লেখনী ধারণ করেন নাই। যে সময়ে লালবিহারীবাবু এই জীবনী লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে সময়ে ইহা লিখিত হইলে যেরূপ পূর্ণাবয়ব হইত এক্ষণে তাহার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে প্যারীচরণের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্রয়—বারাসতের মহামনস্বী ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র, চিরস্মরণীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ৺প্রসন্নকুমার গুপ্ত এজগতে বিদ্যমান ছিলেন; প্যারীচরণ বাবুর জীবনের কোনও কথাই তাঁহাদের অবিদিত ছিল না, তাঁহারা প্যারীচরণ বাবুর জীবনচরিত লেখকের পথ বিশিষ্টরূপে সুগম করিতে পারিতেন। তখন প্যারীচরণ বাবুর জননীও জীবিতা ছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে প্যারীচরণ বাবুর বাল্যজীবনের, অপরের অজ্ঞাত, হয়ত অনেক কথা অবগত হওয়া যাইত, সে সকল বৃত্তান্ত জানিবার এখন আর কোনও উপায় নাই। উক্ত কারণ সমূহে প্যারীচরণ বাবুর সুসম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত রচনার আশা করা এক্ষণে সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হয় এবং আর কিছুকাল অপেক্ষা করিলে উহা অসম্ভব কল্পনায় পরিণত হইত। এখনও কয়েকটী ব্যক্তি জীবনমরণের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান আছেন, যাঁহাদের বিদায়োন্মুখ দৃষ্টি ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে প্যারীচরণ বাবুর জীবনের অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ স্মৃতি চিরতরে অতীতের অন্ধকারে মিশিয়া যাইবে।

আমি বর্ষাধিক কাল এই জীবনেতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে নিযুক্ত ছিলাম, এবং সযত্ন অনুসন্ধানে, প্যারীচরণ কালসৈকতে যে সকল সুস্পষ্ট বা বিলীনপ্রায় পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার যে কয়েকটী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি, তাহাই পাঠকের গোচরে আনয়ন করিলাম। চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, কিন্তু তত্রাচ প্যারীচরণ বাবুর জীবনের সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছি

---

* পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য।

এরূপ বলিতে পারি না। অবশ্য যাহা কিছু শুনিয়াছি, বিনা অনুসন্ধানে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করি নাই, যে স্থলে প্রকৃষ্টতর প্রমাণ সম্ভবপর সেস্থলে জনশ্রুতির আশ্রয়গ্রহণ করি নাই।

প্যারীচরণ বাবুর জীবনী আদ্যোপান্ত সুনীতিমূলক, কিন্তু এ পুস্তক ঠিক নীতিগ্রন্থভাবে রচিত হয় নাই, ইহাতে এমন অনেক বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে যে কেবলমাত্র নীতিগ্রন্থ বা চরিত্রসমালোচন ভাবে পাঠ করিলে সেগুলির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে না। এ পুস্তক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য প্যারীচরণ বাবুর জীবনকাহিনীর স্মৃতি রক্ষা।

এই জীবনী সঙ্কলন উপলক্ষে আমি প্যারীচরণ বাবুর আত্মীয় ও বন্ধু, অনুগত ও গুণগ্রাহী, ছাত্র ও কর্ম্মচারী বহুতর ব্যক্তির নিকট অল্প বিস্তর সহায়তা পাইয়াছি, সেজন্য আমি তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। কিন্তু এবিষয়ে আমি নিম্নলিখিত তিনজন ব্যক্তির নিকট প্রধানতঃ ঋণী :— প্যারীচরণ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় প্রবীন ডাক্তার শ্রীযুক্তবাবু ভুবনমোহন সরকার এল্, এম্, এস্, ও শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, বি এল্, এবং প্যারীচরণ বাবুর কনিষ্ঠপুত্র আমার প্রিয়সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম এ। ভুবনবাবুর নিকটেই আমি প্যারীবাবুর পারিবারিক জীবনের অনেক ঘটনা অবগত হইয়াছি এবং তিনি পরিশিষ্টে মুদ্রিত স্বনামে সম্ভাষিত লিপিগুলি ও অপরাপর দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন ; নরেন্দ্রবাবুর বিশদ বাচনিক বর্ণনাতে আমি এই জীবনেতিহাসের একটী প্রাঞ্জল রেখাচিত্র প্রাপ্ত হই ; এবং শৈলেন্দ্রবাবু আমাকে কতকগুলি মূল্যবান কাগজ পত্র বিশেষত এডুকেশন গেজেট সংক্রান্ত পত্রাবলী [illegible] রিক্ত এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধি[illegible]ছেন।

প্যারীচরণ বাবুর মধ্যম জামাতা শ্রীযুক্ত বাবু শিবরাম বসু, বি এল, প্যারীচরণ বাবুর একখানি পুনর্মুদ্রিত ফটো এবং শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ বি এ, কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুশয্যার ফটোখানি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্র প্রস্তুত করণার্থে প্রদান করিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

কলিকাতা।
আশ্বিন, ১৩০৯।

গ্রন্থকার।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

চিত্রের তালিকা।

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার।

প্যারীচরণ সরকার।

পূর্ব্বাভাষ।

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারকে তাঁহার জনৈক ভক্ত * "কর্ম্মবীর" বলিয়া অর্চনা করিয়াছেন,—বস্তুতঃই প্যারীচরণ কর্ম্মবীর ছিলেন। তরুণ বয়সেই সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত হইয়াও, আজীবন পরাধীন-ভাবে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াও, তিনি সমাজের ও পরের মঙ্গলের জন্য এত সদনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়, এবং সেই সদনুষ্ঠানগুলি এরূপ নিঃস্বার্থভাবে ও বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে তাহা ভাবিলে তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে মন স্বতঃই পরিপ্লুত হয়।

পাশ্চাত্যশিক্ষার সুপ্রভাত হইলে প্যারীচরণ আমাদের রুদ্ধ-বাতায়ন গৃহে গৃহে সেই নব অরুণচ্ছটা প্রবেশ করাইবার জন্য কত যে চেষ্টা ও উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,

* পণ্ডিত [illegible] যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, নব্যভারত, চৈত্র, ১৩০৬।
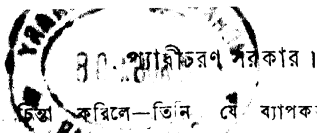
তাহা চিন্তা করিলে—তিনি যে ব্যাপকতম অর্থে 'শিক্ষার-বন্ধু ছিলেন,'*—তৎকালীন হিন্দু পেট্রিয়টের এই উক্তির সার্থকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্যারীচরণ শতবাধা বিঘ্ন এমন কি জীবন ভয় পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া তদীয় অভিন্নহৃদয় ও প্রিয়তম বন্ধু বারাসতের মহর্ষি ৺কালীকৃষ্ণ মিত্রের সহযোগে স্ত্রীশিক্ষার উষাঘোরে বঙ্গদেশে প্রথম গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। তিনি নিতান্ত নিরুৎসাহপ্রদ অবস্থায় গ্রাম্যবালকগণের হিতার্থে এদেশে প্রথম কৃষিবিদ্যা শ্রেণী উন্মুক্ত ও পরিচালন করেন। তিনি প্রবাসী ছাত্রগণের নৈতিক মঙ্গলার্থে এদেশে—মফঃস্বলে এবং রাজধানীতে—ছাত্রাবাস স্থাপনের প্রবর্ত্তক, কলিকাতায় 'ইডেন হিন্দু হোষ্টেল' প্যারীচরণেরই কীর্ত্তিমন্দির। তিনি এদেশীয় বালক বালিকাগণের শিক্ষাসৌকার্য্যার্থে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক রচয়িতাগণের অগ্রণী বলিয়া বরণীয়, এবং ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত যে দুই একটী বঙ্গসন্তান মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে বাঙ্গালা মাসিক সাহিত্যের অবতারণা করেন প্যারীচরণ তাঁহাদের অন্যতম বলিয়া স্মরণীয়। এবং এই মহানগরীতে বালক ও বালিকা উভয়বিধ বিদ্যালয় স্থাপন ও স্বাধীন-ভাবে পরিচালন কার্য্যে যাঁহারা স্বদেশীয়জনগণকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্যারীচরণের নাম প্রকৃষ্টরূপে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাবিস্তারে প্যারীচরণের মত সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গবাসিগণের মধ্যে আর কাহার ছিল তাহা জানি না, এবং দুঃস্থ ছাত্রগণ মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার ব্যতীত প্যারীচরণের ন্যায় বন্ধু এ পর্য্যন্ত আর কাহাকেও

---

* "He (Babu P. C. Sircar) was friend of education in the widest sense of the word."—Hindu Patriot, 4th october, 1875.

পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। এই কীর্ত্তি নিচয়ের, কোনটীর অস্তিত্ব, কোনটীর বা স্মৃতি আছে, কিন্তু কয়টীর সহিত প্যারীচরণের নাম বিজড়িত? প্যারীচরণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, নাম রাখিতে ভ্রমেও চেষ্টা করেন নাই, এইটুকুই তাঁহার কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের বিশেষত্ব!

যখন পাশ্চাত্যশিক্ষার স্ফটিক প্রবাহে সুরাপান—আবিলতা, আতঙ্কপ্রদ আকারে দেখা দিয়াছিল, প্যারীচরণই প্রথমে উহা নিরাকরণের জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন; তিনি এ দেশে মাদক-নিবারিণী সভার স্থাপয়িতা বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই চিরপূজনীয়।

সমাজ সংস্কারে—বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময় প্যারীচরণ তদীয় সোদরপ্রতিম প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি কায়মন ও অর্থে সমাজের কলঙ্ক কালিমা সমূহ অপনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখনী এতদর্থে অবিশ্রান্ত নিযুক্ত থাকিয়া অতি উদার ও উন্মুক্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়া গিয়াছে।

পরহিত সাধনায়—দানে প্যারীচরণ তাঁহার অর্থবলের অনুপাতে অতুলনীয়। তিনি নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ মহান্ পরার্থে নিয়ত বিসর্জ্জিত করিয়া গিয়াছেন। বহু-পরিবার-প্রতিপালক হইয়া, আত্মীয় স্বজন গণের প্রতি সকল কর্ত্তব্য সুচারুরূপে পালন করিয়া, সমাজে নিজ বর্দ্ধিষ্ণু বংশের সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া, এবং সংসারের সহস্র অভাবের মধ্যে বাস করিয়া, স্বোপার্জ্জিত অর্থ হইতে লোকে কি পরিমাণে দান করিতে পারে, তাহার চরম দৃষ্টান্ত প্যারীচরণ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি মাসিক তিন চারি সহস্রাধিক টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার কোনরূপ বিলাসিতা ছিলনা, অর্থের অপব্যবহার কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না,—তাঁহার অবস্থায় অপর লোক লক্ষপতি হইতে পারিত, কিন্তু প্যারীচরণ কখনও অর্থ সঞ্চয়

করিতে পারেন নাই—অকাতরে পরহিতে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। জীবন সন্ধ্যাকালে যখন তিনি ঋণভারে প্রপীড়িত, তখনও নিঃসহায় ছাত্র, অনাথ পরিবার, দুঃখিনী বিধবা এবং অক্ষম ও আতুরগণকে তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী দ্বিশতাধিক টাকা মাসিক নিয়মিত দান সমভাবে চলিতে ছিল,—তখনও তাঁহার নিকট হইতে অনেক দীন হীন ব্যক্তি প্রতি-নিয়ত অন্ন বস্ত্র ও অর্থপ্রাপ্ত হইত, তখনও তাঁহার দ্বারে আসিয়া কোনও কন্যাদায় অথবা মাতৃ বা পিতৃ দায়গ্রস্ত ব্যক্তি রিক্ত হস্তে ফিরিত না, প্রত্যুত অবস্থা বিশেষে কেহ কেহ দুই তিন শত মুদ্রা পর্য্যন্ত সাহায্য প্রাপ্ত হইত। পরদুঃখ দেখিলেই প্যারীচরণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত, তিনি সে দুঃখ মোচনের উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না,—সে সময় আপনার অভাবের কথা বা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার তিনি অবসর পাইতেন না।

প্যারীচরণের দানের সীমা ছিলনা, কিন্তু তিনি নামের জন্য কখনও দান করেন নাই; পরন্তু তাঁহার দান এত গোপনে ও নিঃশব্দে সম্পন্ন হইত, যে বাটীর লোকেরা পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময়ে তাঁহার এই অসামান্য দানের সন্ধান পাইতেন না। প্যারীচরণের দান সম্বন্ধে তাঁহার সমসাময়িক একাধিক ব্যক্তি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমি তাহার পুনরুক্তি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—'প্যারীচরণের দক্ষিণ হস্তের দান বাম হস্ত জানিত না'। ইহা অকাট্য সত্য। উপরোক্ত কীর্ত্তি সমূহের সহিত প্যারীচরণের ব্যক্তি-গত মহিমা, বিজড়িত হইয়া তদীয় চরিত্রকে অপূর্ব্ব সুষমান্বিত করিয়াছে। প্যারীচরণের মত একাধারে গভীর জ্ঞান ও গবেষণা এবং অহংজ্ঞান-মাত্র-শূন্য বিনয় অতি কষ্টে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্বর্গগত বাগ্মীবর কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণকে "The Prince of Indian

Teachers,' "Arnold of the East" প্রভৃতি অভিধায় সম্ভাষণ করেন; অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে প্যারীচরণ অদ্বিতীয় ছিলেন; তাঁহার প্রতিভাভাস্বর জ্ঞানসম্পদ ও অলৌকিক স্মৃতিশক্তিতে য়ুরোপীয় মহাপণ্ডিতগণও চমৎকৃত হইতেন। অথচ পণ্ডিতাভিমানের লেশ মাত্র প্যারীচরণে ছিল না। প্যারীচরণের আত্মোন্নতি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতা কথার কথা নহে, উহা প্রকৃতই মহাশিক্ষা ক্ষেত্র।

প্যারীচরণের স্বভাবগুণে তাঁহার যাবতীয় কীর্ত্তিকলাপ এবং পবিত্র স্মৃতি, জ্যোৎস্নাস্নাত সদ্যবিকশিত বেলমল্লিকা গুচ্ছের ন্যায়, এক স্নিগ্ধ সুবাসে সুরভিত হইয়া আছে। কি মধুময় স্বভাবই তাঁহার ছিল! অতি নীরস এবং কঠোর প্রকৃতি ব্যক্তি—বিশ্বনিন্দুকও প্যারীচরণের সহাস্যবদন-নিঃসৃত অমৃতভাষিতায়, তাঁহার শৈশবসরল অমায়িক ব্যবহারে মোহিত হইয়া যাইত। প্যারীচরণের সহিত যাঁহারা বহুকাল একত্রে অন্তরঙ্গ ভাবে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন 'প্যারীবাবুকে কখনও রাগ করিতে দেখি নাই।' অথচ তিনি তেজস্বী ছিলেন,—তিনি সমাজের শত সহস্র ভ্রুকুটীতেও নিজ কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইতেন না; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা পরিত্যাগের সময়, তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান কত প্রখর ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সাংসারিক লাভালাভ, আত্মীয় স্বজনের অনুরাগ বিরাগ বা রাজার সম্প্রীতি অপ্রীতির অতীত ছিল। প্যারীচরণের সম্পদে বিপদে নিত্য-সহচর স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন * "আমি জীবনে চারজন মানুষ দেখেছি, তার মধ্যে একজন ছিলেন

* ঘটনা স্থলে উপস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার এম্‌. এ, বি এল্‌, মহাশয়ের উক্তি।

প্যারীবাবু।' বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বঙ্গের সেই পুণ্যশ্লোক সুসন্তান প্যারীচরণকে চিনিয়াছিলেন—রত্নই রত্নকে চিনিয়া থাকে।

পরিশেষে প্যারীচরণের চরিত্র গৌরব। প্যারীচরণ অতি নির্ম্মল, অতি পবিত্র, দেবোপম চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সংসারে সকল কর্ম্মে অহরহঃ লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্তের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। অপবাদের অতি সুদূর পরাহত ক্ষীণতম শ্বাস পর্য্যন্তও তাঁহার শুভ্র সুন্দর চরিত্রে কখনও স্পর্শ করে নাই। 'বঙ্গমহিলা' প্যারীচরণের জীবনান্তের পর লিখিয়াছিলেন "লোক মাত্রেই কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাতে কোন দোষ ছিল না—তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন"* এই উক্তি ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ের নিরর্থক স্তুতিবাদ নহে। প্যারীচরণের স্বভাবে সেকাল ও একালের বঙ্গীয় চরিত্রের মহত্তম ভাবগুলি একাধারে প্রতিভাত। সেকালের ধর্ম্মপ্রাণ দয়াদাক্ষিণ্য ও অমায়িক সরলতা এবং একালের অতুল জ্ঞানসম্পদ ও সার্ব্বভৌমিক উদারতা প্রভৃতি সুদুর্লভ গুণরাশির মধুর সম্মিলন, প্যারীবাবুর চরিত্রে যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে দেখা যাইত তাহার তুলনা মিলিয়া পাওয়া অতি সুকঠিন।

সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে প্যারীচরণের জীবনী গৃহস্থ বঙ্গ-সন্তানের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন সৌভাগ্যবান জীবন পথে প্যারীচরণের অনুসরণ করিতে পারেন, তিনি যে চিরধন্য হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

* বঙ্গমহিলা, কার্ত্তিক, ১২৮২।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বংশ পরিচয়ে।

স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার জাতিতে সদ্মৌলিক কায়স্থ ছিলেন, এবং তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া যে বংশকে গৌরবান্বিত করেন সে বংশের আদি নিবাস ছিল—প্রথমে কৃষ্ণনগরে, পরে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী তড়া গ্রামে নিকটস্থ আটপুর গ্রাম অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া তড়াগ্রাম 'তড়া আটপুর' নামে পরিচিত। প্যারীচরণের পূর্ব্বপুরুষ বীরেশ্বর দাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে তড়ায় শ্বশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন। বীরেশ্বর স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি নবাব সরকারে তহশীলদার ছিলেন, এবং তাঁহার শুভঙ্করীবিদ্যায় ও জমিদারী সংক্রান্ত অভিজ্ঞতায় প্রীত হইয়া তৎকালীন বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে "সরকার" উপাধিদানে সম্মানিত করেন। বীরেশ্বরের পৌত্র শিবরাম পুরুষানুক্রমিক পল্লীবাস পরিত্যাগ করিয়া জীবন সায়াহ্নে ৬৯ বর্ষ বয়সের সময়, খ্রীষ্টীয় ১৭৯১ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। শিবরাম

চোরবাগানে যে ভদ্রাসন বাটী সংস্থাপন করেন উহা প্রায় দেড়বিঘা ভূমি ব্যাপৃত ছিল। এখনও মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে ঐ পুরাতন ভবনের অস্তিত্ব আছে, এক্ষণে উহা বিভক্ত হইয়া জোড়াদরজা বাটী নামে অভিহিত। বিধাতা শিবরামের ভাগ্যে ছয় বর্ষমাত্র নবভবন-বাস লিখিয়া ছিলেন। তিনি ইং ১৭৯৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে, দুইটী অপরিণত বয়স্ক পুত্র ও দুইটী কন্যা সন্তান রাখিয়া ইহলীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীচরণের বয়ক্রম তখন একাদশ বর্ষ এবং কনিষ্ঠ ভৈরবচন্দ্র অষ্টমবর্ষীয় বালক মাত্র। ভৈরবচন্দ্র বাল্যকালে মাতামহ আঁটপুরের দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের আলয়ে প্রতিপালিত হয়েন।

তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র সামান্যরূপ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ছিলেন এবং উভয় ভ্রাতাই এই রাজধানীর প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা থ্যাকার্ কোম্পানীর আপিসে শিক্ষানবিস নিযুক্ত হয়েন এবং সত্বর কার্য্যতৎপরতা ও সততাগুণে কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশ্বাস ও স্নেহ-ভাজন হয়েন। অল্পকাল মধ্যে তারিণীচরণ ঐ আপিসের বেনিয়ান পদপ্রাপ্ত হয়েন এবং কনিষ্ঠের সহযোগীতায় থ্যাকার্ কোম্পানীর ব্যবসায় প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। অগ্রজের সহকারী কার্য্য ব্যতীত ভৈরব চন্দ্রের অর্থাগমের আর একটী উপায় ছিল। ভৈরব-চন্দ্র জাহাজের রসদ সরবরাহ করিতেন। উভয়ভ্রাতাই ধার্ম্মিক ও দয়ালু ছিলেন, কিন্তু ভৈরবচন্দ্রের সরলতা এবং দান প্রবৃত্তি কিছু অনন্যসাধারণ ছিল। ভৈরবচন্দ্র জাহাজের যে আহারীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতেন, উহা বিত্তবান সাহেবদিগকে যথোচিত লাভে বিক্রয় করিয়া লভাংশ দীন দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। ভৈরব-চন্দ্র পূজা পার্ব্বণের কোনটী বাদ দিতেন না, এবং ঐ সকল ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে দরিদ্র ভিক্ষুকগণকে উৎকৃষ্ট ভোজন দান, তাঁহার জীবনের

প্রধান ব্রত ছিল। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন সমস্তই ধর্ম্মার্থে ও পরার্থে ব্যয় করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। চোরবাগানের সুপ্রসিদ্ধ গোকুল চন্দ্র বসুর তৃতীয় পুত্র ভৈরবচরণ বসুর একমাত্র দুহিতা ও তদীয় বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ৺ব্রহ্মময়ীর সহিত ভৈরবচন্দ্রের শুভপরিণয় সংঘটন হয়। ভৈরবচন্দ্র পত্নীসুখে পরম সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর রূপ ও গুণের অবধি ছিল না, তিনি আদর্শ গৃহিণী ছিলেন এবং সাংসারিক অনেক চিন্তা ও কর্ত্তব্যভার হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দিয়া সেগুলি নিজেই বহন করিয়াছিলেন। ভৈরবচন্দ্র খ্রীঃ ১৮৩৮ সালে ৪৯ বৎসর বয়সের সময় চারিটী পুত্র, তিন কন্যা, শোকাতুরা পত্নী এবং শতবর্ষাধিক বর্ষীয়সী জননীকে রাখিয়া মর্ত্ত্যলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, এবং তারিণীচরণও বৎসরেক পরেই তিনটী পুত্র রাখিয়া অমরধামে অগ্রজের অনুগমন করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের গর্ভধারিণী ধনমণি প্রায় দশবর্ষ পরে ১১৫ বৎসর বয়সে ৺কাশীলাভ করেন।

প্যারীচরণ, ভৈরবচন্দ্র সরকারের তৃতীয় পুত্র। তিনি বঙ্গীয় ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ, ইংরাজি ১৮২৩ অব্দের ২৩শে জানুয়ারী, কলিকাতায় মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। চোরবাগানে যে বাটী উত্তরকালে প্যারীচরণ সরকারের বাটী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং এক্ষণে যাহা ডাক্তার ভুবনমোহন সরকারের বাটী বলিয়া পরিচিত সেই বাটীতেই প্যারীচরণ ভূমিষ্ঠ হয়েন। ঐ বাটী প্যারীচরণের পৈতৃক ভবনের সন্নিকটেই অবস্থিত এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায়, যে প্যারীচরণের প্রসূতি, প্রসবকালে নিজ জননীর স্নেহদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য, আসন্নপ্রসবা অবস্থায় স্বামীসদন হইতে অতি সন্নিকটবর্ত্তী পিতৃভবনে আগমন করেন। আসিয়া দেখেন তাঁহার মাতা তৎকালে,

কালীঘাটে দেবীদর্শনে গিয়াছেন এবং বাটীতে অপর কেহ নাই। সেইরূপ নিঃসহায় অবস্থায়, মাতামহী বা ধাত্রীর আগমনের পূর্ব্বেই, প্যারীচরণ নিরাপদে ইহলোক দর্শন করেন। প্যারীচরণের শৈশব ও বাল্যকাহিনী অতীত অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে। কেবল ইহাই জানা যায় প্যারীচরণের শৈশব ও বাল্যকাল কলিকাতাতেই অতিবাহিত হয়, একবার মাত্র তিনি, অনুমান একাদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে, বৎসরেকের জন্য ঢাকায় যাইয়া বাস করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺পার্ব্বতীচরণ তখন ঢাকা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন। পার্ব্বতী বাবু প্যারীচরণ অপেক্ষা দ্বাদশবর্ষ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অপর দুই সহোদরের সহিত প্যারীচরণের বয়ঃক্রমের ব্যবধান বড় অধিক ছিল না। প্যারীচরণের মধ্যমাগ্রজ প্রসন্নকুমার, তাঁহার দুইবর্ষ পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তদীয় অনুজ রামচন্দ্র, প্যারীচরণ অপেক্ষা চারি বর্ষের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

প্যারীচরণের বাল্যকালে গৃহে বিদ্যাশিক্ষা পার্ব্বতী বাবুর নিকটেই হয়। পার্ব্বতী বাবু হিন্দুকলেজের সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। প্যারীচরণের গৃহে আর একজন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইনি তাঁহার জননী দ্রবময়ী। দ্রবময়ীর মত সুবুদ্ধিমতী ও সহিষ্ণু রমণী সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন তাঁহার অন্তরও সেইরূপ রমণীসুলভ নিখিল সদ্‌গুণের আধার ছিল। তিনি পুত্রগণকে অতি যত্নে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই আদর্শ জননীর স্নেহবারিপূত সন্তান শিক্ষাও বিফল হয় নাই। প্যারীচরণ এই স্বর্ণলতিকার অমৃত ফল।

পিতার নিকট প্যারীচরণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে মুখ্যভাবে কোনরূপ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ

ভৈরবচন্দ্র নিজে সামান্যরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পিতা যে নিজ স্বভাব ও সুদৃষ্টান্তে পুত্রকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ আমরা দেখিতে পাই পরম দয়ালু ধর্ম্মপ্রাণ ভৈরবচন্দ্র নিজজীবনে যে পরার্থপরতা বা দানশীলতার তরু রোপিত করিয়া ছিলেন, কোন নৈসর্গিক নিয়মে প্যারীচরণের হৃদয়ে ঐ তরুর একটী বীজ উপ্ত হইয়া যায়, এবং কালে উহা অঙ্কুরিত হইয়া, পত্রপল্লবশ্রীশ্যামল, পুষ্পসৌরভ-সমাকুল, ফলবান শোভন বনস্পতিতে পরিণত হয়। অনেক আতপ তাপিত পান্থ, উহার শান্তশীতল ছায়াতলে শ্রান্তি দূর করে, কতশত আর্ত্তজন উহার সরস মধুর ফলসম্ভারে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ছাত্রজীবনে।

প্যারীচরণ বাল্যবয়সে হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজি ১৮১৮ অব্দে মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত স্কুলসোসাইটী কর্ত্তৃক কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে কয়েকটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, উক্ত পাঠশালা তাহাদের অন্যতম। ঐ পাঠশালা, ঝামাপুকুর ও চোরবাগানের সন্ধিস্থলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরিস্থ দেবী সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরের সন্নিকটেই অবস্থিত ছিল, এবং হেয়ার সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে উহা পরিচালিত হইত বলিয়া উহাকে হেয়ার সাহেবের পাঠশালা বলিত। ঐ পাঠশালায় প্যারীচরণের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অনুমান একাদশ বর্ষ বয়সের সময় তিনি ঢাকায় জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্ব্বতীবাবুর নিকট গমন করেন ও তথায় বৎসরেক

David Hare

কাল, পার্ব্বতী বাবু যে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিতেন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, পরে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে * প্রবেশ করেন। এবং ঐ স্কুলে ন্যূনাধিক ৩ বর্ষকাল পাঠ করিয়া ঐ বিদ্যালয়ের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়েন।

প্যারীচরণের বাল্য ও কৈশোর, বর্ষেক কাল ব্যতীত, সমস্তই হেয়ার সাহেবের সংসর্গে অতিবাহিত হয়; ঐ সময়ে গৃহের বাহিরে যাহা কিছু বিদ্যাশিক্ষা তাহা হেয়ার সাহেবের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তিনি প্রাপ্ত হয়েন। হেয়ার সাহেবের নিত্য ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্যে প্যারীচরণের কোমল ও অনুকূল হৃদয়ে উক্ত মহাত্মার অমানুষিক মহত্বের ছায়া পড়িয়া যায়। এক্ষণে লোকে সাধারণতঃ মহাত্মা ডেবিড্ হেয়ারকে এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাত তপন বলিয়া পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা হেয়ার সাহেবের সাক্ষাৎদর্শনে সৌভাগ্যবান ছিলেন, যাঁহারা তাঁহার পাদমূলে শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছিলেন, সে চরিত্র, কি অলোকসামান্য—তাঁহার শিক্ষা কত মহান্। প্যারীচরণ সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন। অধুনাতন কালে জনাকীর্ণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র সমূহের সম্বন্ধ দেখিয়া, হেয়ার সাহেবের সহিত তদীয় ছাত্রবৃন্দের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার ঠিক ধারণা হয় না, বরং উহা সেকালের চতুষ্পাঠীর গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বিদ্যালয়ের বাহিরে, অবকাশ কালে, হেয়ার সাহেবের

* ঐ বিদ্যালয়কে তখন স্কুল সোসাইটীর স্কুল বলিত, পরে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে উহার নাম কলুটোলা ব্রাঞ্চ্ স্কুল হয়, এবং পরিশেষে ইং ১৮৬৭ অব্দে, প্যারীবাবুর চেষ্টাতেই উহার নাম হেয়ার স্কুলে পরিবর্ত্তিত হয়।

সহিত তদীয় ছাত্রগণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইত না। তিনি ছাত্রগণের বাটীতে যাইতেন এবং ছাত্রগণও তাঁহার বাটীতে যাইত। হেয়ার সাহেব ছাত্রগণকে নিজসন্তানের মত ভালবাসিতেন, তাহাদের সদুপদেশ দিতেন, তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, এবং তাহাদের চরিত্রের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাদিগকে বিপথগামী দেখিলে, প্রাণপণে প্রতীকারের চেষ্টা করিতেন। তিনি দুরবস্থ বালকদিগকে পুস্তকাদি বিদ্যার্জ্জনের উপকরণ ও অন্নবস্ত্রের অর্থ, অকাতরে, এমন কি (প্যারী বাবু বলিতেন) কোনও কোনও দিন আপনাকে উদরান্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত দান করিতেন। তিনি বিপন্নছাত্রের সহায় ছিলেন, পীড়িত ছাত্রকে নিজ অর্থে চিকিৎসা করাইতেন, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দিতেন। তিনি দূরদূরান্তর সাগর পার হইতে পরের দেশে আসিয়া, পরের জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সেই আত্মোৎসর্গের জীবন্ত আদর্শ অহরহঃ প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং সেই দেবলাঞ্ছিত গুরুর গরীয়সী শিক্ষা প্যারীচরণের বাল্যহৃদয়ে অনপনেয় রেখায় অঙ্কিত হইয়া যায়। পাঠক বলিতে পারেন আরও কত শত ছাত্র ত হেয়ার সাহেবের ছিল, কিন্তু কয়জন প্যারীচরণ হইয়া ছিলেন,—কয়জন প্যারীচরণের মত সেই দেবচরিত্র গুরুর পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়াছিলেন? অবশ্য সেটুকু প্যারীচরণের চরিত্রের নৈসর্গিক বিশেষত্ব।

হেয়ার সাহেব প্যারীচরণকে কিছু বিশেষ ভাল বাসিতেন। প্যারীচরণ বিদ্যালয়ের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন, কেবল সেইজন্য নহে, তাঁহার সুশান্ত স্বভাব গুণে। হেয়ার সাহেব ছাত্রগণের আচার ব্যবহার ও চরিত্র বিষয়ে নিজে সতর্ক অনুসন্ধান রাখিতেন। তিনি বালকদের হিতকামনায় অলক্ষ্যে সর্ব্বত্র তাহাদের অনুসরণ করিতেন,

এমন কি গণিকালয়ে, বা উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ছাত্রেরা যেথানে যাত্রা করিতেছে, সেথানে অবধি যাইয়া উপস্থিত হইতেন। একদিন প্যারীচরণ হেয়ার সাহেবের বাটীতে গমন করিলে হেয়ার সাহেব বলেন "প্যারী, তুমি এথন যেথানে ইচ্ছা যাইতে পার, যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" এরূপ উক্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হেয়ার সাহেব উত্তর দেন "আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে দুই বৎসর ফিরিয়াছি গোপনে তোমার বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু তোমার চরিত্রে কোনরূপ দোষ লক্ষ্য করি নাই।" সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষার্থী ও শিক্ষিতগণের মধ্যে পান দোষ ও অন্যান্য দুষ্প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল—হেয়ার সাহেব সেই নবোদিত চন্দ্রমা গাত্রের কলঙ্ক লেখা অপনয়নের জন্য প্রাণপণ যত্নে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেব প্যারীচরণকে যত স্নেহ করিতেন প্যারীচরণও তাঁহাকে ততোধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও গুরুশিষ্যের সে স্নেহবন্ধন কিঞ্চিৎমাত্র শিথিল হয় নাই। পথে দেখা হইলেই হেয়ার সাহেব প্যারীবাবুকে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং প্যারীবাবুও গুরুর সহিত কিছুদিন সাক্ষাৎ না হইলেই তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে যাইতেন। হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার বর্ষত্রয় পরে এক দিন প্যারীবাবুর সহিত হেয়ার সাহেবের পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে, হেয়ার সাহেব হঠাৎ প্যারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "Peary, do you remember your old friend Lakshmimanee?" "প্যারী তোমাদের পুরাতন বন্ধু লক্ষ্মীমণিকে তোমার মনে আছে কি?" প্যারীবাবু তাঁহার কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারাতে, হেয়ার সাহেব

হস্তস্থিত একটী ক্ষুদ্র চর্ম্মরজ্জু বিশিষ্ট চাবুকের দ্বারা প্যারীবাবুর পৃষ্ঠে আঘাত করিবা মাত্র প্যারীবাবু বলিলেন "Now I remember" "এক্ষণে আমার মনে পড়িয়াছে।" হেয়ার সাহেব তাঁহার ঐ চাবুক গাছটীকে "লক্ষ্মীমণি" বলিতেন, এবং উহার দ্বারা ছাত্রদের পৃষ্ঠে তাঁহার আদরের প্রহার হইত। পথিমধ্যে প্যারীবাবুকে এই কৌতুক সম্ভাষণই বোধ হয় গুরুশিষ্যের শেষ সম্ভাষণ। এই ঘটনার অল্পদিন পরেই হেয়ার সাহেব ইং ১৮৪২ অব্দে লোকান্তরিত হয়েন, তখনও প্যারীবাবু পঠদ্দশায়, হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন ও সিনিয়ার স্কলারের সর্ব্বোচ্চবৃত্তি পাইতেছেন। প্যারীবাবু আজীবন হেয়ার সাহেবের স্মৃতিপূজা করিতেন, তাঁহার মহামন্ত্রের উপাসনা করিতেন এবং কার্য্যত সেই মহাশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। প্যারীবাবু উত্তরকালে, আত্মীয় বন্ধু, ছাত্র ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে নানারূপ গল্প বলিতেন ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এখনও প্যারীবাবুর বাটীতে, প্যারীবাবু কর্ত্তৃক আনীত, হেয়ার সাহেবের একটী প্যারিস-প্ল্যাষ্টার নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি গুরুশিষ্যের সেই প্রীতিবন্ধনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দে প্যারীচরণ হেয়ার স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া প্যারীবাবু প্রথম হইতেই উৎকৃষ্ট ছাত্রগণের মধ্যে পরিগণিত হয়েন এবং অচিরকাল মধ্যে সহাধ্যায়ীদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। হিন্দুকলেজে তখন মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্রের অভাব ছিল না, প্রত্যুত তখন প্রাচীন হিন্দু-কালেজের সৌভাগ্যলক্ষ্মী অধ্যাপক ও ছাত্র উভয় সম্পদেই সুপ্রসন্না।

হিন্দুকলেজে তখন প্রথিতনামা ফরাসী রীজ্ (V. L. Rees) সাহেব গণিতাধ্যাপক ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় রীজ্ সাহেব বাল্যকালে ফরাসাবীর নেপোলিয়নের অধীনে পতাকাধারী সৈনিকের (Flag-bearer) কর্ম্ম করিতেন, কিন্তু তৎকালে ফরাসী সৈনিক-বিদ্যালয় সমূহে গণিতের বিশেষ আদর ছিল বলিয়াই হউক বা নিজ প্রতিভাগুণে রীজ্ সাহেব উত্তরকালে গণিত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা কহিতে পারিতেন না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় গণিতাধ্যাপক তখন আর কেহ এদেশে ছিল না। সুবিখ্যাত ডি, এল্, রিচার্ডসন (Captain D. L. Richardson) সাহেব, তখন হিন্দুকলেজে ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষা দিতেন। এই রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়র আবৃত্তি শুনিয়াই সুপ্রসিদ্ধ মেকলে (Lord Macaulay) সাহেব প্রশংসাবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন 'আমি ভারতের সকল কথা ভুলিয়া যাইলেও আপনার এই সেক্সপীয়র আবৃত্তির কথা ভুলিব না', এবং এই রিচার্ডসন সাহেবের হামলেট্ নাটকের প্রেতদৃশ্য (Ghost Scene) পাঠ করিতে শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় (তৎকালে তিনি ইংরাজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন) কেবলমাত্র স্বরবৈচিত্র্য ও উচ্চারণ মাহাত্ম্যে স্তম্ভিত ও ত্রাস্ত হইয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে দণ্ডায়মান ছিলেন। রিচার্ডসন সাহেবের ইংরাজি সাহিত্য-জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ বলিতেন রিচার্ডসন সাহেবের মত সেক্সপীয়রবিৎ পণ্ডিত (Shakespearian scholar) এদেশে আর কেহ আসেন নাই।

প্যারীবাবু যে সময়ে হিন্দুকলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়েন সে সময়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ছাত্র তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন, কিন্তু

তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য; ইঁহার নাম গোপালকৃষ্ণ ঘোষ। গোপাল কৃষ্ণ ঘোষের অনন্যসাধারণ ও সর্ব্বতো-মুখী প্রতিভা তদীয় সহপাঠী ও শিক্ষকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। শিক্ষকগণের কোনও বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে গোপালকৃষ্ণের মত গ্রহণ করা হইত, গোপাল সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। একবার বেকনের একটী পদের (passage) অর্থ বোধ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া অধ্যাপকগণ গোপালকৃষ্ণের মত জিজ্ঞাসা করিলে, গোপালকৃষ্ণ বিরাম চিহ্নের (punctuation) ভ্রম প্রদর্শন করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একবার বিলাত হইতে একটী কি কল (machine) আসাতে কেহই তাহার বিচ্ছিন্ন অংশ গুলি স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিয়া কলটী চালাইতে পারেন নাই, গোপালকৃষ্ণ ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই অসাধারণ প্রতিভাবান বালক কৈশোর অবসানেই এ জগৎ হইতে অন্তর্হিত হয়েন। গোপালের অকাল মরণের কথা স্মরণ হইলেই প্যারীচরণ নিরতিশয় সন্তপ্ত হইতেন ও বলিতেন গোপাল জীবিত থাকিলে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন। হিন্দুস্কুলের 'হল' ঘরের দেওয়াল গাত্রে একখানি প্রস্তরফলক গোপালকৃষ্ণের স্মৃতি ছাত্রসমাজে জাগরূক রাখিয়াছে।

হিন্দুকলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রথম হইতে যাঁহারা প্যারীবাবুর সহাধ্যায়ীছিলেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর,—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র, যিনি প্রথম বাঙ্গালী-ব্যারিষ্টার হইয়া এদেশে আসেন ও খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বিলাতেই অবস্থান করেন; গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা, ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য বণিক্; মাধবচন্দ্র

রুদ্র ও ৺যোগেশচন্দ্র ঘোষ উভয়েই উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন এবং শেষাবধি প্যারীবাবুর সহিত একত্রে পাঠ করেন। মাধব বাবু একজন পণ্ডিত বলিয়া উত্তরকালে খ্যাতি লাভ করেন এবং যোগেশ বাবু অঙ্কশাস্ত্রে হিন্দুকলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক বলিয়া পরিগণিত হইয়া ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র, বহুভাষাবিৎ ও সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসু, বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত রাজ নারায়ণ বসু, গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী, ভোলানাথ দত্ত, এবং বিমলাচরণ দের নাম প্যারীচরণের অপর সহপাঠীদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই সকল এবং অপরাপর প্রতিভাবান ছাত্রগণের মধ্যে প্যারীবাবু প্রথম হইতেই একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতেন। তখনকার এডুকেশন কাউন্সিলের বার্ষিক রিপোর্টে, হিন্দু কলেজের ও অপরাপর বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হইত, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের পর্য্যায়ক্রমে নাম, প্রশ্নগুলি, পরীক্ষকের নাম প্রভৃতি বিষয় ত দেওয়া হইতই, তদ্ভিন্ন উৎকৃষ্ট ছাত্রের উত্তর সমূহ ও পারিতোষিক প্রাপ্ত প্রবন্ধ (Prize essay) মুদ্রিত করা হইত, এবং নিম্ন শ্রেণীর অবধি বিবিধ বিষয়ের পরীক্ষার ফল, পরীক্ষকের মতামত প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করা হইত। প্যারীবাবু ইং ১৮৩৯ অব্দের মধ্যভাগে হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হয়েন এবং ৬ মাস মাত্র পাঠ করিয়া ঐ শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা দান করেন; ঐ পরীক্ষা বিবরণে এক স্থলে লেখা আছে যে ছাত্রগণকে ৩টী বীজগণিতের প্রশ্ন (quadratic equations) করা হয়, প্যারীচরণ ব্যতীত আর কেহই ঐ তিনটী প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই জন্য গণিত পরীক্ষার পারিতোষিক প্যারীচরণকে প্রদত্ত

হইল। * ঐ রিপোর্টে আরও অবগত হওয়া যায় যে প্যারীবাবু অপরাপর সকল বিষয়েই পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের সেই প্রভাতসময়ে রাজপ্রতিনিধিদিগেরও হিন্দুকলেজ বা উহার ছাত্রগণের উপর বিশেষ স্নেহদৃষ্টি ছিল। তৎকালে জীবনসংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার কার্য্যকারিতা বা অগণ্য উপাধিধারী ছাত্রের জীবনবৃত্তির উপায় সংস্থানের সমস্যা, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই; তাঁহারা তখন পিতৃযত্নে ঐ নবপ্রসূত শিশুটীর লালন পালন করিতেছিলেন। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, লর্ড অকল্যাণ্ড প্রমুখ বিদ্যোৎসাহী গবর্ণর জেনেরলগণ তখন হিন্দুকলেজ পরিদর্শন করিতে আসিতেন এবং ছাত্রবর্গকে বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহ দিতেন। তখন গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে হিন্দুকলেজের ছাত্রবৃন্দকে ইংরাজি নাটকাবলীর অভিনয় দর্শনার্থে নিমন্ত্রণ করা হইত। প্যারীবাবু বলিতেন যে ঐ নিমন্ত্রণ রক্ষায় তাঁহাদের আমোদ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হইত। তাঁহাদিগকে কলেজে শিক্ষকের নিকটে অভিনয়ের সমালোচনা করিতে হইত। প্যারীবাবুদের সময়ে মেকলে, ক্যামিরণ, মিলেট প্রমুখ বড়লাটের মন্ত্রসভার সদস্যগণ (Hon. Thos. Babington Macaulay, Hon. Ch. Hay Cameron, Hon. Frederic Millet), অ্যাডভোকেট জেনেরাল এডওয়ার্ড লায়াল (J. Edward Lyall), বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী হ্যালিডে সাহেব (F. J.

* "Hindoo College—3rd Class.—In Algebra they were tried on 3 questions in quadratic equations. * * Peary Churn Sircar answered the 3 questions correctly and to him the Mathematical Prize was awarded."

Report of the Council of Education, Bengal, for 1839-40.

Halliday) ভারতীয় আইন কমিশনের সেক্রেটারী সাদার্ল্যাণ্ড (J. C. C. Sutherland), শিক্ষাসভার সম্পাদক মহাপণ্ডিত ডাক্তার মাওয়েট্ সাহেব (F. J. Mouat) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ হিন্দু কলেজের শিক্ষকতার তত্ত্বাবধান করিতেন ও ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন।

প্যারীবাবুর, বাল্যকাল হইতেই স্বভাব ছিল—তিনি একমনে কিয়ৎকাল উপবিষ্ট থাকিলেই নিদ্রাতুর হইতেন। কিন্তু তাঁহার সেই নিদ্রা কিছু অদ্ভুত রকমের সজাগ ছিল। একদিন মেকলে সাহেব প্যারীবাবু যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন সেই শ্রেণী পরিদর্শন করিতে আসিয়া দেখিলেন, যে প্যারীচরণ তন্দ্রাবেশে চক্ষুমুদিত করিয়া ঢুলিতেছেন। মেকলে সাহেব সেদিন ছাত্রগণকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি নিকটস্থ ছাত্রকে একটী প্রশ্ন করিলেন, এবং ঐ বালক প্রশ্নের উত্তর দিতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে একে একে পর্য্যায়ক্রমে অপর বালকগণকে ঐ প্রশ্ন করিয়া যাইতেছিলেন, কেহই ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু next, next বলিয়া যেমন তন্দ্রাগত প্যারীবাবুর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন, অমনি প্যারীবাবু সেই প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিলেন! মেকলে সাহেব প্যারীচরণকে অমনোযোগী ও নিদ্রাতুর ভাবিয়া তাঁহার নিকট ঐ উত্তর প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি বিস্ময়ান্বিত হইয়া শিক্ষককে বলিয়াছিলেন "I see, this boy is like our Manchester weaver!" 'এ বালকটীকে যে আমাদের ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীর মতন দেখ্‌ছি'—এবং ঐ উক্তির টীকার স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়দিগের নিদ্রালস নয়নযুগল নিমীলিত হইয়া আসিলেও হস্ত স্বকার্য্যসাধনে বিরত হয় না,—তাহারা একচক্ষু মুদিয়া নিদ্রা যায়, অপর চক্ষু চাহিয়া কাজ করে।

আর একদিন জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ (কেহ কেহ বলেন সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতি Sir Edward Ryan) হিন্দুকলেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়া প্যারীচরণ যে শ্রেণীতে পাঠ করিতেন তথায় প্রবেশ করিয়া দেখেন অধ্যাপক রীজ্ সাহেব বোর্ডে একটী দুরূহ অঙ্ক বুঝাইয়া দিতেছেন, সকল বালকেরাই আগ্রহের সহিত বোর্ডের দিকে চাহিয়া রীজ্ সাহেবের কথা শুনিতেছেন, কেবল একটী বালক—প্যারীচরণ সুষুপ্তিমগ্ন। অঙ্কটী বুঝান হইলে, সেই উচ্চপদস্থ ইংরাজ প্যারীবাবুকে নির্দ্দেশ করিয়া রীজ্ সাহেবকে বলিলেন 'এই বালকটীত আপনার কথা শুনিল না এবং অঙ্কটী শিখিতেও পারিল না।' ইহাতে রীজ্ সাহেব উত্তর দেন যে ঐ বালকটী তাঁহার ক্লাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র, ও তন্দ্রাবিষ্টের ন্যায় থাকিলেও সে অমনযোগী ছিল না, এবং তাঁহার কথার প্রমাণস্বরূপ প্যারীবাবুকে ঐ অঙ্কটী বোর্ডে প্রতিপন্ন করিতে আদেশ করিলে, প্যারীবাবু তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ না করিয়া বোর্ডে সেই অঙ্কটী বিশুদ্ধ প্রণালীতে সমাধান করিয়া দেন। তাহাতে উক্ত সাহেবও যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হয়েন এবং প্যারীবাবুর গুণপনার প্রশংসা করিয়া যান।

তৎকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই,—জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষা ছিল। প্যারীবাবুদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে হিন্দু কলেজের সিনিয়র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রশংসা পত্র (Certificate of Merit) প্রদান করা হইত মাত্র, কিন্তু তখনও সিনিয়র স্কলার্শিপের স্থাপনা হয় নাই। ইংরাজি ১৮৪০ অব্দে তৎকালীন শিক্ষা-সভা (Council of Education) ছাত্রগণকে অধিকতর উৎসাহ দিবার জন্য বৃত্তিদানে কৃতসংকল্প হইয়া সর্ব্বপ্রথম সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (Senior Scholarship Examination) সৃষ্টি করিলেন। ঐ

পরীক্ষার নিয়মাবলী শিক্ষা-সভার ১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী পরীক্ষা প্রথমে ইং ১৮৪১ সালে—বর্ষশেষে গৃহীত হয়। ঐ পরীক্ষায় প্যারীবাবু হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ঐ বৎসর হিন্দুকলেজ হইতে যে চতুর্দ্দশজন ছাত্র উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠিত ও দেশীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের প্রদত্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, ও পর বৎসর ইং ১৮৪২ সালে উহা উপভোগ করেন, তাঁহাদের নাম পরীক্ষার ফলানুযায়ী যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১ম প্যারীচরণ সরকার—	সিনিয়র স্কলার্শিপ,	১ম শ্রেণী, ৪০৲ টাকা।
২য় যোগেশচন্দ্র ঘোষ—	ঐ	ঐ
৩য় মাধবচন্দ্র রুদ্র—	ঐ	ঐ
৪র্থ আনন্দকৃষ্ণ বসু	ঐ	ঐ
৫ম জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর—	বর্দ্ধমান রাজার বৃত্তি	ঐ
৬ষ্ঠ শ্রীনাথ বসু	সিনিয়র স্কলার্শিপ	২য় শ্রেণী, ৩০৲ টাকা।
৭ম জয়গোপাল শেঠ—	ঐ	ঐ
৮ম রাজনারায়ণ বসু—	ঐ	ঐ
৯ম দীনবন্ধু দে—	ঐ	ঐ
১০ম কালিদাস দত্ত—	বর্দ্ধমান রাজবংশীয় বৃত্তি	২৮৲ টাকা।
১১ম দ্বারকানাথ শীল—	প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৃত্তি	২২৲ টাকা।
১২শ চণ্ডীনাথ মিত্র—	গোপীমোহন দেবের বৃত্তি	১৮৲ টাকা।
১৩শ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত—	গঙ্গানারায়ণ দাসের বৃত্তি	১২৲ টাকা।
১৪শ গিরীশচন্দ্র দেব—	জয়কৃষ্ণ সিংহের বৃত্তি	১২৲ টাকা।

এই পরীক্ষার ফল হইতে হিন্দুকলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া

প্যারীবাবুর খ্যাতি বদ্ধমূল হইল ; এবং শিক্ষা-সভার ক্রমান্বয়ে তিন বর্ষের রিপোর্টে কোনবার তাঁহার প্রশ্নোত্তর পত্র, কোনবার বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহার সম্মান উত্তোরত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পর বৎসর ইং ১৮৪২ অব্দে বর্ষশেষে পুনরায় প্যারীবাবু ঐ পরীক্ষা প্রদান করিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও পুনরায় মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। সেই বৎসরের নূতন পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও অমর কবি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ যোগ্য। ভূদেব বাবু প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া ঐ পরীক্ষা দেন এবং ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঠাকুর বিলাত গমন করাতে তাঁহার প্রাপ্য বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে কেবল ইংরাজি সাহিত্যে ঐ পরীক্ষা দেন এবং ঐ বিষয়ে ৫০ নম্বরের মধ্যে ৩০ নম্বর প্রাপ্ত হয়েন ; প্যারীবাবু উহাতে ৪৭ নম্বর পাইয়াছিলেন।

ঐ বৎসরে হিন্দুকলেজ হইতে সিনিয়র পরীক্ষার বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম পরীক্ষার ফলের পর্য্যায়ক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহারা ইং ১৮৪৩ সালে ঐ বৃত্তি উপভোগ করেন।

১ম প্যারীচরণ সরকার	সিনিয়র স্কলার্শিপ প্রথম শ্রেণী	৪০৲ টাকা।
২য় যোগেশচন্দ্র ঘোষ	ঐ	
৩য় মাধবচন্দ্র রুদ্র	ঐ	
৪র্থ আনন্দ কৃষ্ণ বসু	ঐ	
৫ম ভূদেব মুখোপাধ্যায়	ঐ (বিলাত প্রবাসী জ্ঞানেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের স্থানে।)	
৬ষ্ঠ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	সিনিয়র স্কলার্শিপ দ্বিতীয় শ্রেণী	৩০৲ টাকা।
৭ম কালিদাস দত্ত	ঐ ঐ	৩০৲ টাকা।

৮ম রাজনারায়ণ বসু	সিনিয়র স্কলার্শিপ দ্বিতীয় শ্রেণী	৩০৲ টাকা।
৯ম দীনবন্ধু দে	ঐ ঐ	
১০ম চণ্ডীচরণ সেন	... ...	২৮৲ টাকা।
১১শ গোপাল লাল রায়	... ...	২২৲ টাকা।
১২শ চণ্ডীনাথ মিত্র	... ...	১৮৲ টাকা।
১৩শ বনমালী মিত্র	... ...	১২৲ টাকা।
১৪শ নবীনচন্দ্র ঘোষ	... ...	১২৲ টাকা।

পর বৎসরেও, ইংরাজি ১৮৪৩ সালের সিনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষাতে, প্যারীবাবু পুনরায় পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়েন। এইরূপে ৩ বর্ষ ক্রমান্বয়ে প্যারী বাবু মেধাবী ও অধ্যয়ন-পটু সহাধ্যায়ী ও নব নব প্রতিভাবান প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে আপনার উচ্চ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সময়ে তিনি আর একটী পরীক্ষা দিয়া তৎকালীন হিন্দুকালেজের সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে বৎসর সিনিয়র স্কলার্শিপের সৃষ্টি হয়, সেই ১৮৪০ অব্দেই শিক্ষা সভা দেশীয় প্রতিভাবান ছাত্রগণের উচ্চবিদ্যা শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য লাইব্রেরী পদক পরীক্ষার (Library Medal Examination) * প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ-পুস্তকাগারের গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া যে ছাত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিত, তাহাকে এই পারিতোষিক প্রদত্ত

* Extract from the letter of the General Committee of Public Instruction, Bengal, No. 1035 dated the 30th October 1840. (Published in the Annual Education Report) "39th Para We propose to award to the most deserving student who has made the greatest advancement in general knowledge during the year, from the use of the Library books, a Gold Medal to each College and a Silver Medal to each Preparatory School at the Annual Examination."

হইত। ঐ পরীক্ষার কোন নির্দ্দিষ্ট পুস্তক বা বিষয় ধার্য্য ছিল না, সেই জন্য পরীক্ষার্থিগণকে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিতে হইত। এই পরীক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য প্যারীবাবু তিন বর্ষকাল অবিরত অভিনিবেশের সহিত পাঠে রত থাকিয়া এবং আপনার অসাধারণ স্মৃতি ও ধীশক্তি গুণে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সভাপতি এবং বড়লাটের কাউন্সিলের ব্যবহার-সদস্য ক্যামিরণ সাহেব তাঁহার একজন গুণগ্রাহী ও ভবিষ্যতের বিশেষ সহায় হয়েন।

প্যারীবাবু কলেজ হইতে বাটীতে আসিলে, সেখানেও তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনে উদ্দীপনার অভাব ছিল না। জুনিয়র পরীক্ষার পর হইতে ঘটনা চক্রে তাঁহাকে মাতুলালয়ে চোরবাগানস্থ গোকুলচন্দ্র বসুর বাটীতে বাস করিতে হয়। ঐ বাটী তৎকালে সরস্বতীর পীঠ স্থান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ঐ বাটী হইতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্ব্বতীচরণ, ও ঝামাপুকুরের তারকনাথ ঘোষ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া প্রাচীন হিন্দু কলেজের রত্নবিশেষ বলিয়া সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর সমকালে ঐ বাটীর আর একটী যুবক—তাঁহার সম্পর্কে মাতুলপুত্র—কৈলাশচন্দ্র বসু একজন সুপণ্ডিত বলিয়া সুধীসমাজে সমাদর পাইয়া ছিলেন। তিনি যুবাবয়সে "Christianity what it is" 'খ্রীষ্টধর্ম্ম কি?' এই বিষয়ে একটী অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া, ইংলণ্ডের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রসিদ্ধ "Sussex Prize" লাভ করিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় হইতে তাঁহার হৃদয়ে খ্রীষ্টধর্ম্মের উপর অনুরাগ এরূপ প্রাবল্য লাভ করে যে, তিনি উত্তরকালে ঐ

ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কৈলাস বাবু ও প্যারী বাবু সতত একত্র থাকাতে, পরস্পরের বিদ্যানুশীলনে আগ্রহ বশতঃ, উভয়েরই জ্ঞানলিপ্সা বলবতী হয়।

এইরূপ গভীর ও ঐকান্তিক বিদ্যালোচনার পর, হিন্দুকলেজের সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক পাইয়া, ইংরাজি ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে, যখন সাংসারিক দুর্ব্বিপাক নিবন্ধন প্যারীবাবু কলেজ ত্যাগ করিলেন, তখন তিনি হিন্দুকলেজের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় জ্ঞানবান ছাত্র বলিয়া সমসাময়িকগণের নিকট অর্চ্চনা পাইয়াছিলেন। যে বৎসর তিনি কলেজ ত্যাগ করেন সেই বর্ষে তিনি "ভারতও ইউরোপের মধ্যে বাষ্পীয়পোত গমনাগমনের ফল" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন, এবং দুই বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার রচিত "চিন্তায় কিম্বা কার্য্যে মুখ্যভাবে অতিবাহিত জীবনের উপকারিতা বা অনুপকারিতা' বিষয়ক আর একটী রচনা পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। উভয় প্রবন্ধই তৎকালীন শিক্ষাসমিতির বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়া সম্মান প্রাপ্ত হয়। এই পারিতোষিক প্রাপ্ত প্রবন্ধ (Prize Essay) গুলির বিষয় পরীক্ষার্থীদিগকে পূর্ব্বে বলিয়া দেওয়া হইত না, এবং, অবশ্য, তাহাদিগকে কোনরূপ পুস্তকাদির সাহায্য লইতে দেওয়া হইত না। ঐ রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইত এবং কলেজের উৎকৃষ্ট ছাত্রেরা সকলেই ঐ পারিতোষিকের জন্য প্রতিযোগী হইত। প্যারীবাবুর ছাত্রবয়সের অচিন্তিতপূর্ব্ব ইংরাজি রচনার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে ঐ দুইটী প্রবন্ধই ইং ১৮৪১-৪২ ও ১৮৪৩-৪৪ অব্দের বার্ষিক এডুকেশন রিপোর্ট হইতে, পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। শুনিতে পাওয়া যায় যে উক্ত 'চিন্তা ও কার্য্য' বিষয়ক রচনাটীর বিষয় গবর্ণর জেনেরেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড সাহেব স্থির করিয়া

দেন এবং ঐ উভয় প্রবন্ধই তৎকালে বিদ্বজ্জন সমাজে যথেষ্ট প্রশংসা উদ্রিক্ত করিয়াছিল।

হিন্দুকলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ কালে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ, অধ্যাপক এবং শিক্ষাসভার সদস্যগণ, প্যারীবাবুকে প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র স্কলার্শিপ প্রাপ্তির জন্য যে সার্টিফিকেট পত্র * প্রদান করেন, উহাতে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অতি প্রশংসনীয় উন্নতি এবং ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ

Hindu College.

* "These are to certify that Peary Churn Sircar, has studied in this college for a period of four years and six months that at the time of quitting College he was in the First Class, that he has made *highly creditable progress* in Mathematics, and acquired *remarkable* proficiency in the English language and literature and in the elements of Generel Knowledge, and that his conduct has been *very satisfactory.* At the time of leaving College he held a Senior Scholarship of the First Grade."

CALCUTTA, *The 1st February, 1844.* — (sd) J. Kerr M. A. *Principal.*
" G. Lewis *Head Master.*

(sd) C. H. Cameron.
" F. Millet.
" Ram Comul Sen.
" Fred. J. Mouat.
" Russomoy Dutt *Secretary.*
} Managing Committee.

(sd) C. H. Cameron.
" F. Millet.
" Fred. Jas. Halliday.
" Charles C. Egerton.
" Raja Radhakunt Bahadoor.
" Russomoy Dutt.
" Fred. J. Mouat M. D. *Secretary.*
} Members of the Council of Education.

করিয়াছেন এই কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন। এবং ঐ কলেজের অধ্যাপকগণ প্যারীবাবুকে যে কয়খানি প্রশংসা পত্র দেন তাহাতে জানা যায় যে কি অঙ্কশাস্ত্র, কি সাহিত্য সকল বিষয়েই প্যারীচরণ যত্ন অধ্যবসায় ও প্রতিভা গুণে, সুউচ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার আদর্শ ছাত্রজীবনের অভিনন্দন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব বলেন * 'তিনি ছাত্রজনোচিত সদাচরণ, পাঠে অভিনিবেশ ও সুউচ্চ প্রতিভার জন্য সর্ব্বদাই সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার ইংরাজি সাহিত্যে জ্ঞান, একটী উচ্চ প্রশংসার কথা।' গণিতাধ্যাপক ভি, এল, রীজ্ সাহেব বলেন, †

* "Babu Peary Churn Sircar has been about 3 years in the First Class. He has obtained the first scholarship. He has always distinguished himself by the propriety of his general conduct, by his attention to his studies, and by the superiority of his talents. His knowledge of English literature is highly creditable to him, and I have no doubt he would fill any situation to which a native is eligible with honour to himself and satisfaction to his employers."

HINDOO COLLEGE } (sd) D. L. Richardson.
The 11th April 1843. } *Principal.*

Hindu College, 9th January, 1844.

† "The mathematical acquirements of Babu Peary Churn Sircar, a pupil of the class, are of the highest order; few only are his equals.

The differential and integral calculus, the calculations of solar and lunar Eclipses for any future period are familiar to him. His behaviour has always been such that I could not wish any other pupils to surpass him."

(sd.) V. L. Rees.
Professor Mathematics, Hindu College.

'তিনি অঙ্কশাস্ত্রে অতি উচ্চদরের ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন, ডিফ্যারেণ্সিয়াল্ ও ইন্‌টিগ্রাল ক্যাল্‌কুলাস্, এবং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণের গণনা যে কোন্ ভবিষ্যৎ কালের জন্যই হউক না কেন তাঁহার সুবিদিত ছিল।' রিচার্ডসন সাহেবের পরবর্ত্তী হিন্দুকলেজের প্রিন্সি-প্যাল্ জে কার্ সাহেব (J. Kerr M. A.) প্যারীবাবুকে যে প্রশংসা ও আশিস্ জ্ঞাপক প্রীতিলিপি * প্রেরণ করেন, তাহার সারাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

---

* "To Babu Peary Churn Sircar,

Calcutta, 28th. March 1844,

"My Dear Peary,

Though I had hoped you would not have pressed me to give you a certificate, a valuable one attested by the Managers of the College being already in your possession, I have now much pleasure in complying with your urgent request, and in bearing testimony, which I can do in the most decided manner to your exemplary conduct and constant endeavour to improve your mind while a student at the Hindu College.

Your success in gaining the highest prize which the college bestows, and in maintaining your position for several successive years against a number of zealous and worthy competitors is the best proof which can be afforded of your laborious application to study, and of the high degree of proficiency to which it at length conducted you. Now that you hold the responsible office of a Teacher it is my heartfelt wish that you may inspire many others with the same zeal for mental improvement by which you yourself were distinguished, and that those honorable notions and principles by which you were actuated when under my eye may continue with you in your present situation and through life."

Yours Sincerely
(sd) J. Kerr.
Principal, Hindu College.

'তুমি বিদ্যালোচনায় কত শ্রমশীল ও নিবিষ্টচিত্ত ছিলে এবং তদ্দ্বারা পরিশেষে তুমি জ্ঞানের কত উচ্চ স্তরে উপনীত হইয়াছিলে, তাহা, তোমার এই কলেজের সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক অর্জ্জন এবং কয়েক বর্ষ ক্রমান্বয়ে বহুতর আগ্রহশালী ও উপযুক্ত প্রতিযোগী সহাধ্যায়িগণের বিরুদ্ধে সেই উচ্চ সম্মান অপ্রতিহত রাখিবার পারিদর্শিতাই প্রকৃষ্ট রূপে প্রমাণ করে। এক্ষণে তোমাকে দায়িত্বপূর্ণ শিক্ষকতা কর্ম্মে ব্রতী দেখিয়া আমি আন্তরিক কামনা করি যে, মানসিক উন্নতির যে আগ্রহের জন্য তুমি নিজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলে, সেই আগ্রহে তুমি অপর বহুতর ব্যক্তিকে উদ্দীপিত কর, এবং সেই সদভিলাষ ও সুনীতিনিচয় যাহা দ্বারা তুমি আমার চক্ষু সমক্ষে চালিত হইতে, যেন তোমাকে বর্ত্তমান কর্ম্মস্থলে ও চিরজীবন পরিচালিত করে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারে।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমের সময় প্যারীচরণের পিতৃবিয়োগ হয়। বদান্য ভৈরবচন্দ্র পৈত্রিক ও স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র কন্যাগণের জন্য বিশেষ অপর কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রত্যুত ভৈরবচন্দ্রের শেষ দশায় উপার্জনস্পৃহাও সম্ভবতঃ হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। কারণ পিতৃহীন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক বৎসর প্যারীচরণ যে সাংসারিক সচ্ছলতার মধ্যে অধ্যয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন এরূপ বোধ হয় না। শুনিতে পাওয়া যায় হেয়ারস্কুলে তাঁহার সহাধ্যায়ী ধনীপুত্রগণ যে সকল হংসপুচ্ছলেখনী কার্য্যের বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া পরিত্যাগ করিতেন, তিনি সেই গুলিকে সংগ্রহ করিয়া ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইতেন এবং তাহাতেই লিখন কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি উড়ানীকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ মাত্র ব্যবহার করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ ব্যয়কুণ্ঠিত হইয়া প্যারীচরণকে অধিক

দিন অতিবাহিত করিতে হয় নাই। কেহ কেহ বলেন তৎকালেও তাঁহার অত অভাব স্বীকার করিবার বিশেষ কোনও কারণ ছিল না, তিনি স্বভাবতঃ আত্মত্যাগী ও মিতব্যয়ীছিলেন বলিয়াই ওরূপ করিতেন। যাহা হউক অচিরে অগ্রজ পার্ব্বতীবাবুর বেতন বৃদ্ধি হওয়াতে, প্যারীবাবুর ও তদীয় পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সাংসারিক অবস্থা উন্নতি প্রাপ্ত হয়। এবং যে বৎসর তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয় সেই বৎসর প্যারীচরণ জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন, এবং সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় হইতে তিনি সিনিয়র পরীক্ষায় মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাওয়াতে তাঁহাকে আর নিজের পাঠের ব্যয় সম্পন্ন করিবার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই।

পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই প্যারীচরণ ও তদীয় ভ্রাতাগণ সাংসারিক বিষয়ে এক অভাবনীয় বিপদে পতিত হইলেন—জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র কর্ত্তৃক তাঁহারা 'বাস্তুভিটা ছাড়া' হইলেন। প্যারীচরণের পিতামহ শিবরাম কলিকাতায় যে ভদ্রাসন বাটী স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং তারিণীচরণ ও ভৈরবচন্দ্র একান্নে বসবাস করিয়া ঠন্‌ঠনিয়া ও কলিকাতার অপরাপর স্থানে যে সকল ভূসম্পত্তি ও অর্থ রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন, তারিণীচরণের একপুত্র সেই সমস্ত বিষয়সম্পত্তি হইতে খুল্লতাতপুত্রগণকে বঞ্চিত করিতে মানস করিলেন। পার্ব্বতী-বাবু তখন হুগলিতে কর্ম্মস্থানে থাকিতেন, সুতরাং তরুণবয়স্ক প্যারীচরণ ও প্রসন্নকুমার এবং বালক রামচন্দ্র তখন কলিকাতার অভিভাবক হন। প্যারীচরণই তখন কলিকাতায়, সংসার পরিচালন-পথে জননীর প্রধান অবলম্বন ছিলেন। একদিন প্যারীবাবু তদীয় সহোদরগণের সহিত বাটীর সন্নিকটস্থ একটী পুষ্করিণী হইতে

স্নান করিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহাদের উক্ত বয়োজ্যেষ্ঠ জ্যেষ্ঠতাতপুত্র এক লগুড় হস্তে বাটীর দ্বারদেশে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। তিনি প্যারীচরণকে বলিলেন—বাটী প্রবেশের চেষ্টা করিলেই তিনি লগুড়াঘাতে তাঁহার মস্তক বিচূর্ণ করিবেন। তারিণীবাবুর ঐ পুত্রটী অতি দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বলিয়া লোকখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং প্যারীচরণ জানিতেন যে তিনি বৃথা ভীতি প্রদর্শন করিবার লোক নহেন; অধিকন্তু আশৈশব নিরীহপ্রকৃতি প্যারীচরণের, বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়ের সহিত বিবাদ করিয়া, চিকিৎসালয়ে বাস বা ফৌজদারী আদালতে গতায়াতেরও অভিলাষ ছিল না। সুতরাং প্যারীচরণ সেই বাল্য-শৈশবের সুখদুঃখমাখা শতস্মৃতিবিজড়িত পিতা পিতামহের আবাস ভবনের দ্বারদেশ হইতে সাশ্রুনয়নে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং একবসনে গাত্রমার্জ্জনীমাত্র সম্বল করিয়া নিকটস্থ মাতুলালয়ে আশ্রয় লইলেন। তদবধি প্যারীচরণ, জননী ও ভ্রাতাভগ্নিগণের সহিত সেই মাতামহী সদনেই বাস করিতে লাগিলেন। এই মাতামহীভবনে বাস প্যারীচরণের পক্ষে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কারণই হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি চোরবাগানের এই গোকুলচন্দ্র বসুর বাটীর উপর বাগ্দেবীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল এবং ঐ বাটীর সুদৃষ্টান্ত প্যারীচরণকে বিদ্যাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। উত্তরকালে এই সুদীর্ঘ পরিসর আবাস ভবনের এক তৃতীয়াংশ মাতামহীর উত্তরাধিকারী স্বরূপ প্যারীচরণ ও তদীয় সহোদরগণ প্রাপ্ত হয়েন এবং ঐ বাটী প্যারীচরণের স্মরণীয় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পৈত্রিকভবন হইতে বিতাড়িত হইয়া প্যারীচরণ অগ্রজের নিকট এই বিপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পার্ব্বতী বাবু তদীয় বন্ধু ও ব্যবহার-জীব প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করিতে

প্যারীচরণকে আদেশ করিলেন। প্যারীচরণ সেই পরামর্শ অনুযায়ী পৈত্রিক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির আশায় সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে সুপ্রিমকোর্টে স্থাবর সম্পত্তির মকর্দ্দমা বিলাতে Chancery suitএর মত যুগযুগান্তরেও নিষ্পত্তি হইত না, সেইজন্য প্যারীবাবু সহোদরগণের স্বপক্ষে কেবলমাত্র পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন। এই মকর্দ্দমায় প্যারীচরণ পরিণামে জয়লাভ করেন, কিন্তু ইহাতে তিনি ও তদীয় ভ্রাতাগণ যৎসামান্য অর্থলাভ করিয়াছিলেন। পৈত্রিক ভূসম্পত্তি জ্যেষ্ঠতাত পুত্রগণের কবলেই রহিয়া যায়।

১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে উনবিংশতিবর্ষ বয়ক্রম কালে প্যারীচরণের পরিণয় সংঘটন হয়। পাত্রী হাটখোলার সুপ্রথিত নামা রাজা মাণিক বসুর বংশীয় শিবনারায়ণ বসুর চতুর্থা কন্যা। শিবনারায়ণ বাবু একজন পারস্যভাষাবিৎ সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। তিনি প্যারীচরণের বিদ্যার্জ্জনে পারদর্শিতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করেন। বিবাহসময়ে প্যারীচরণ সিনিয়র স্কলারের সর্ব্বোচ্চবৃত্তি পাইতেছিলেন।

প্যারীচরণের বিবাহের বৎসরেক পরে এক নিদারুণ শোকাবহ ঘটনা তদীয় পরিবারবর্গকে অভিভূত করিল। ইং ১৮৪৩ অব্দের ১১ই নবেম্বর প্যারীচরণের তরুণ জীবনের একটী ভয়ানক দিন। ঐ দিবস সহসা হুগলী হইতে সংবাদ আসিল, যে পার্ব্বতীবাবু বিসূচিকা রোগে মুমূর্ষুপ্রায়। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র প্যারীচরণ মাতাকে লইয়া নৌকাযোগে হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হায়! তখন পার্ব্বতীচরণের নশ্বরদেহ শ্মশানভস্মে পরিণত হইয়াছে। প্যারীবাবুর জননীর হৃদয়বলের অতি সুকঠিন পরীক্ষা এই সময় হইতে আরম্ভ হইল। তিনি অশীতিপরা বৃদ্ধা হইয়া জীবিতা ছিলেন, এবং তাঁহার নন্দনসমক্ষে

উপযুক্ত চারিপুত্র ও কন্যাত্রয়ের মধ্যে একটী মাত্র বিধবা কন্যা ব্যতীত অপর সকলগুলিকেই বিধাতা একে একে নিজক্রোড়ে পুনঃগ্রহণ করেন। তিনি মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতার ন্যায় এই শোকরাশির গুরুভার নীরবে বহন করেন, এবং নিজ দুরদৃষ্টের জন্য জগদীশ্বরের ন্যায়-পরায়ণতায় সন্দিহান বা সংসারে বীতরাগ হইয়া গৃহিণীর কর্ত্তব্যদায় হইতে অসময়ে অবসর গ্রহণ করেন নাই; তিনি শেষ অবধি সদা-শান্ত বিনম্র ব্যবহার, সুবুদ্ধি, সদুপদেশ ও স্নেহমমতা বারিতে পরিবার-বর্গকে অভিসিঞ্চিত রাখিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে পার্ব্বতীবাবুর বয়ঃক্রম তেত্রিশবৎসর মাত্র। তাঁহার অকাল মরণে, সাহেব বাঙ্গালী পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অতি প্রফুল্লচিত্ত অমায়িক ও সামাজিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। পার্ব্বতীবাবু সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং নিজে সেতার বাজাইতে পারিতেন, এবং তাঁহার সরল স্বভাব ও সুমার্জ্জিত ব্যবহারের এমন একটু আকর্ষণী শক্তি ছিল যে দুইদণ্ড আলাপেই তিনি সখ্যতা সংস্থাপন করিতেন; এই কারণে তাঁহার বান্ধব সংখ্যা অগণ্য ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ পার্ব্বতীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পার্ব্বতীবাবু সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং শিক্ষাবিভাগে তাঁহার সম্মানের শেষ ছিল না। তৎকালীন শিক্ষা সভা, পার্ব্বতীবাবুকে হারাইয়া শিক্ষা বিভাগ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, এই মর্ম্মে এক মন্তব্য * প্রকাশ করেন। কিন্তু এই শোকঘটনায়

* "Before the usual report of progress under this Department is entered on, it is our painful duty to record the melancholy event of the death of Babu Parbutty Churn Sircar, which occured on the 11th. November last. He was for upwards of six years at the

সকল ক্ষতি অপেক্ষা পার্ব্বতীবাবুর পরিবারবর্গের ক্ষতি বড়ই গুরুতর হইয়াছিল। তদীয় পরিবারের মধ্যে তখন তিনিই একমাত্র উপার্জ্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন—মৃত্যুকালে পার্ব্বতীবাবু দুই শত টাকা মাসিক বেতন পাইতেন।

বিপদ একক আসে না, এই প্রচলিত বাক্যটীর সার্থকতা উপলব্ধি করিবার কারণও ঐ পরিবার সত্বর অনুভব করিলেন। পার্ব্বতীবাবুর পরলোক গমনে তদীয় বিরহবিধুরা পত্নী তাঁহার সহিত অমরধামে অচিরমিলন কামনায়, অনশনে, বিনিদ্রনয়নে এবং এরূপ ব্যাকুলচিত্তে আশাপথ চাহিয়া রহিলেন, যে বিধাতা মাসত্রয় পরেই সেই সতীস্ত্রীর বাসনা সত্যসত্যই পূর্ণ করিলেন। এই পুণ্যবতী চারিটী অপোগণ্ড শিশুপুত্র মর্ত্ত্যলোকে রাখিয়া যান। সে গুলির লালন পালনের ভার এই সময় হইতে প্যারীবাবুর উপরই ন্যস্ত হয়। তিনি কত যত্নে ও আন্তরিকতার সহিত সেই কর্ত্তব্যভার বহন করিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা প্যারীবাবুর আত্মীয় বন্ধুগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এখনও মুক্তকণ্ঠে পরিকীর্ত্তন করেন। পরলোকগত দম্পতী তাঁহাদের দুইটী পুত্রকে শৈশবেই অমরধামে আহ্বান করিয়া লয়েন; অপর দুইটী পুত্র গোপালচন্দ্র ও ভুবনমোহন বাবুকে প্যারীচরণ পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন।

---

head of this school, (Hooghly Branch School) and discharged the duties of his situation with ability and indefatigable zeal. By his death the Education Service has lost a valuable Instructor. The Council expressed their great regret for the sad occurence and their high sense of the Baboo's services in a letter the contents of which were communicated by their desire to his widow and relatives."

Bengal Education Report 1843—*44, p. 80.*

অগ্রজের মৃত্যুতে প্যারীচরণকে অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সচেষ্ট হইতে হইল। দৈবানুগ্রহে তখন তাঁহার বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। প্যারীবাবু তাঁহার ভ্রাতার শূন্য পদে—হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে, অধিষ্ঠিত হইবার জন্য শিক্ষাবিভাগে আবেদন করিলেন।

প্যারীচরণের প্রথম কর্ম্মপ্রাপ্তির একটু ইতিহাস আছে। এই উপলক্ষে তাঁহার স্বভাবের দুইটী বিশেষত্ব পরিস্ফুট হইয়াছিল। একটী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্য, চলিত কথায় যাহাকে আমরা 'একগুয়েম' বলি, অপরটী তাঁহার উদার নিস্পৃহতা। গবর্ণর জেনেরেলের মন্ত্রণা সভার ব্যবহার-সদস্য (Law Member) এবং শিক্ষা সভার সভাপতি (President of the Council of Education) ক্যামিরণ সাহেব প্যারীচরণের একজন গুণগ্রাহী ও 'মুরুব্বী' ছিলেন একথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে প্যারীবাবুকে একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করিবেন স্বীকৃত হইয়াছিলেন। প্যারীবাবু শিক্ষকের পদপ্রার্থী হইলে শিক্ষাসভার তৎকালীন সম্পাদক মাওএট্ সাহেব তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষা দিতে বলিলেন,—তৎকালে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা গৃহীত হইত। কিন্তু এই প্রস্তাবে প্যারীবাবু আত্মসম্মানে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন; পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে তিনি তৎকালীন হিন্দুকলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র—সিনিয়র পরীক্ষায় উপর্য্যুপরি তিনবার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন—পরন্তু তিনি 'লাইব্রেরী পরীক্ষা', দিয়াছিলেন এবং এই শেষোক্ত পরীক্ষা হইতে উচ্চতর বা কঠিনতর পরীক্ষা আর কিছু ছিল না। প্যারীবাবু চাকুরীর জন্য হিন্দুকলেজের এই সকল পরীক্ষার সম্মানের লঘুত্ব স্বীকার করা অনুচিত বোধ

করিলেন। এবং ক্যামিরণ সাহেবকে তাঁহার সদয় প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া একটী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রার্থনা করিলেন।

ক্যামিরণ সাহেব আনুপূর্ব্ব ঘটনা অবগত হইয়া প্যারীবাবুকে শিক্ষা বিভাগেই কর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। তখন ডেপুটী-বিভাগ অপেক্ষা শিক্ষাবিভাগে বেতন উচ্চতর ছিল। এবং তিনি প্যারীবাবুকে বুঝাইয়া বলিলেন যে শিক্ষা বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিলে, শিক্ষাবিভাগেরও মঙ্গল এবং তাঁহার নিজেরও ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে মঙ্গল। প্যারীবাবু ঐ প্রস্তাবে বিনীতভাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে, ক্যামিরণ সাহেব বলিলেন, যে তিনি মাওএট্ সাহেবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিবেন, যাহাতে প্যারীবাবুকে কর্ম্মগ্রহণের জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। তথাপি প্যারীচরণের মত পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া, ক্যামিরণ সাহেব তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টা চিন্তা করিয়া আসিতে বলিলেন। প্যারীবাবু নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ক্যামিরণ সাহেবের নিকট পূর্ব্ব অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। ক্যামিরণ সাহেব বলিলেন যে তিনি প্যারীচরণের জন্য একটী ডেপুটীর কর্ম্ম ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু প্যারীবাবু যে নিজের মঙ্গল বুঝিতেছেন না একথা তিনি পুনরায় তাঁহাকে সস্নেহ-বাক্যে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন এবং আত্মীয়গণের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিতে আর একদিন সময় দিলেন। প্যারীচরণের আত্মীয় বন্ধুগণ সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে ক্যামিরণ সাহেবের মত সদাশয় ও পরম হিতৈষী সহায়ের অমতে কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন, তথাপি প্যারীবাবুর মত ফিরিল না। কিন্তু ক্যামিরণ সাহেব প্যারীবাবুকে বড়ই ভাল বাসিতেন, তিনি পুনরায় তাঁহাকে শেষবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার জন্য আর একদিন সময় দিলেন এবং এই তৃতীয়

দিবসে প্যারীচরণের সুবুদ্ধি ফিরিল, তিনি ক্যামিরণ সাহেবের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এইরূপ নির্ব্বন্ধ কেবল প্যারীচরণের নিজের ছিল এরূপ নহে, এটী তাঁহার বংশের স্বধর্ম্ম। ব্যক্তিবিশেষে ঐরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় দোষাবহ হইলেও প্যারী-চরণের চরিত্রে যে উহা কল্যাণকর হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্যারীচরণের একজন আবাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন "প্যারীবাবু যে কাজে হাত দিতেন, তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না।" বলা বাহুল্য প্যারীচরণের চরিত্রের এই উচ্চ অঙ্গের ভিত্তি ঐ বংশানুক্রমিক নির্ব্বন্ধের উপর স্থাপিত।

প্যারীচরণ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদপ্রাপ্তির জন্য প্রথমে আবেদন করিয়াছিলেন; ঐ পদের মাসিক বেতন ২০০৲ টাকা ছিল। প্যারীচরণ অপেক্ষা ঐপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ ছিলেন না এবং তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তিও ঐ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েন নাই, সুতরাং ঐ পদপ্রাপ্তির পথে প্যারীচরণের কোন বাধা ছিল না। কিন্তু প্যারীবাবু অবগত হইলেন যে তিনি ঐ পদের প্রার্থী না হইলে, তাঁহার বাল্যবন্ধু এবং পার্ব্বতীবাবুর স্নেহাস্পদ, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, যিনি তৎকালে হুগলী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই ঐ পদে উন্নীত হইবেন। প্যারীবাবু বন্ধুর উন্নতির পথে অন্তরায় হইবার লোক ছিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ ২০০৲ শত টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষকের পদের পরিবর্ত্তে ৮০৲ টাকা বেতনের দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্মের জন্য আবেদন করিলেন এবং ঐ পদ প্রাপ্ত হইলেন।

প্যারীচরণ ইং ১৮৪৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর এই প্রথম চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি যখন হুগলী ব্রাঞ্চস্কুলে এই শিক্ষকতা কর্ম্মে

নিযুক্ত, তৎকালে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রেণী-ভুক্ত ছিলেন। ১ম ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২য় প্যারীচরণ সরকার, ৩য় শ্রীনাথ বন্দোপাধ্যায়, ৪র্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৫ম প্রসন্নকুমার সরকার। উক্ত পঞ্চম শিক্ষক প্যারীবাবুর মধ্যমাগ্রজ, তিনি প্যারীবাবুর কর্ম্মপ্রাপ্তির অল্পদিন পূর্ব্বে ঐ বিদ্যালয়ের এই কর্ম্মটী প্রাপ্ত হয়েন। হুগলী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল্ জেমস্ সাদারল্যাণ্ড্ সাহেব প্যারীবাবুকে তদীয় কর্ম্মগ্রহণের ছয়মাস পরেই যে সার্টিফিকেট্ * প্রদান করেন, তাহাতে জানা যায় যে প্যারীবাবু কার্য্যদক্ষতা গুণে তদীয় শিক্ষকজীবনের প্রারম্ভ কাল হইতেই কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্রাচ প্যারীচরণকে উক্ত অল্পবেতনে হুগলীস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে দুইবর্ষ অবস্থান করিতে হইয়াছিল। পরে ১৮৪৫ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর দেড়শত টাকা বেতনে তিনি বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের হেড্-মাষ্টারের পদাভিষিক্ত হইয়া ঐ স্থানে গমন করেন।

* "This is to certify that Baboo Peary Churn Sircar has been 2nd teacher in the Hooghly Branch School since December last, that during all that time he has been very attentive to his duties, and conducted himself in a highly satisfactory manner."

College of Hadgi M. D. Mohsin, Hooghly. *The 17th July 1844.* } (sd) Jas. Sutherland *Principal.*

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বারাসতে—বিবিধ সদনুষ্ঠানে।

বারাসতের একটু পুরাবৃত্ত আছে। ঐ স্থানে এক সময়ে ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ যাতায়াত করিতেন, তাঁহার গন্তব্যস্থান—ভ্যান্সিটার্ট ভিলা এখনও বিদ্যমান আছে। বারাসতের কারাগৃহ অতি সুবৃহৎ; শিক্ষানবিশ সৈন্যদিগের আবাসের জন্য ঐ বাটী প্রথমে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল; এখনও বারাসতে কয়েকটী সৈনিক কর্ম্মচারীর সমাধিস্তম্ভ সেই প্রাচীন কাহিনীর স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। প্যারীবাবু যখন বারাসতে গমন করেন, তখন বারাসত স্বনামখ্যাত জিলার সদর ছিল, এবং কৃষ্ণনগর ঐ জিলার অধীন ছিল বলিয়া কৃষ্ণনগরের রাজাগণকে বারাসতে গমন করিতে হইত। বারাসতে তখন শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ইংরাজ সিবিলিয়ানগণ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইতেন এবং তৎকালে বারাসতে ভদ্র অধিবাসীর সংখ্যাও অনেক ছিল—ব্রাহ্মণ গৃহস্থই দুইশত পরিবারের অধিক হইবে। এরূপ সমৃদ্ধ স্থানে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। বারাসত

নিবাসী কতিপয় সমাজহিতৈষী ভদ্রলোক উক্ত মর্ম্মে তৎসাময়িক শিক্ষাসভার নিকট আবেদন করেন; এবং স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মা চার্লস্ বেণী ট্রেবর্ (C. B. Trevor) সাহেব ঐ আবেদনের আগ্রহের সহিত পৃষ্ঠপোষণ করাতে, খ্রীষ্টীয় ১৮৪৬ অব্দের ১লা জানুয়ারী বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং পরবর্ত্তী ১লা এপ্রিল হইতে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট হইতে মাসিক ১৲ টাকা বেতন গ্রহণ করা ধার্য্য হয়। প্যারীচরণই উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম হেড্‌মাষ্টার, তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমেই ঐ বিদ্যালয় স্থায়িত্ব লাভ করে এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালেই ঐ বিদ্যালয়ের শ্রীসৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়। *

প্যারীবাবু যখন বারাসত স্কুলের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন, তখন ঐ বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বাটী নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, স্থানীয় জেলবাটীর কয়েকটী গৃহেই উহার অধিবেশন হইত। স্থানটী বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী ও অপ্রীতিকর ছিল। বর্ষাকালে কয়েদীগণকে যখন বাটীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হইত, তখন তাহাদের সংসর্গে বালকদের অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া প্যারীবাবু বিদ্যালয় বন্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যাও তখন অধিক ছিল না, প্রথম বর্ষের শেষে ৮৩ জন মাত্র হইয়াছিল। কারণ তখন বারাসতে ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেবর

---

* "Baraset School—This school was opened on the 1st January 1846 and soon attained a high position among the schools in Bengal. This early success was due to the warm interest taken in the school by Mr. C. B. Trevor, then the Magistrate of Baraset and to the able and persevering labors of Babu Peary Churn Sircar, the Head Master."

Report on Public Instruction, Bengal, for 1860-61—page 65.

সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত আর একটী বিদ্যালয় ছিল, তাঁহাতে ছাত্রদিগের নিকট হইতে মাসিক চারি আনা মাত্র বেতন লওয়া হইত এবং দুরবস্থাপন্ন বালকগণকে বিনাবেতনে শিক্ষা দেওয়া হইত, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট স্কুলে একটাকা বেতন দিতে কেহ সহজে স্বীকৃত হইত না। প্যারীবাবু বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তৎকালীন শিক্ষা সভায় বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণের এবং নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের বেতন কমাইবার, আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া আবেদন করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়, প্রথমে ট্রবর সাহেব, পরে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ জ্যাক্‌সন্ (E. Jackson) সাহেব প্যারীবাবুর আবেদনের আন্তরিক পোষকতা করেন। গবর্ণমেণ্ট প্যারীবাবুর দ্বিতীয় আবেদনটী গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু বিদ্যালয়ের নূতন বাটী নির্ম্মাণের আংশিক ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। তিন বৎসর পরে স্থানীয় জমীদার ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে দুই সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতিশ্রুত অর্থ (প্রথমে এক সহস্র মুদ্রা) প্রদান করেন। ঐ অর্থে প্যারীবাবুর তত্ত্বাবধানে বারাসত বিদ্যালয় নির্ম্মিত হয়, এবং খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দের ১১ই নবেম্বর ঐ নূতন বাটীতে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়।

প্রথম বৎসরেই প্যারীবাবুর শিক্ষকতা, পরিদর্শন, যত্ন এবং চেষ্টা গুণে ঐ বিদ্যালয়ের এরূপ উন্নতি সাধিত হয়, যে ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেবর সাহেব ঐ বৎসরের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছাত্রগণের আশাতীত উন্নতি দর্শনে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক প্রীতিপত্র প্রেরণ করেন। ঐ লিপি প্রাপ্ত হইয়া তৎকালীন ডেপুটী গবর্ণর প্যারীবাবু প্রমুখ বারাসত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের প্রতি পরম সন্তোষ ও প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। দ্বিতীয় বর্ষশেষে ট্রেবর সাহেব বিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নতি

জ্ঞাপন করিয়া আর একটী রিপোর্ট প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি বারাসত বিদ্যালয় স্থানীয়জনগণের অতি উচ্চ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে এইকথা গবর্ণমেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন এবং প্যারীবাবুর ও দ্বিতীয় শিক্ষকের বিবিধ সদ্‌গুণের সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন *। তৃতীয় বৎসরেও কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রশংসমান নয়নে প্যারীবাবুর পালনগুণে এই বিদ্যালয়ের শৈশবকালীন পরিপুষ্টি লক্ষ্য করেন †।

তৎকালে ইউনিভার্সিটীর সৃষ্টি হয় নাই, বারাসত স্কুলের ছাত্রগণকে

* "93 Boys are at present studying in the School which is held in high estimation by the natives; the exertions of the two Senior Masters have conduced greatly to this state of things; by their attention, temper and tact in instructing the boys, they have won their respect and I may add, by the same good qualities, have gained my entire approbation. I beg to recommend both Baboo Peary Churn Sircar and Juggeshur Ghose to the notice of Government for promotion to a higher grade of salary than what they at present enjoy; the two Junior Masters have also performed their duties very efficiently.'

Sd. C. B. TREVOR.

Extract from the Report of the Local Committee of Public Instruction, Baraset at the close of 1847."

† The school has realized the expectations created regarding it last year, under the unremitting interest exhibited in its behalf by Mr. Trevor the Joint Magistrate and the attention to the duties displayed by the masters. The head master Peary Churn Sircar is very well spoken of by Mr. Trevor in the report. At the annual examination Junior Scholarships were awarded to Rajkissen Mittra, Dinonath Ghosal and Khettra Mohan Mukerji tenable at Krishnaghur College."

Report on Public Institution Bengal 1847-48—page 153.

জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষার উপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ বিদ্যালয়ে পাঁচটী শ্রেণী ছিল। বিদ্যালয় সংস্থাপনের পর চতুর্থ বর্ষের জুলাই মাসে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের সুদক্ষ ইনস্পেক্টর লজ্ (E. Lodge) সাহেব বারাসত স্কুল পরিদর্শন ও ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে গমন করেন। তখনও বিদ্যালয় নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয় নাই, ছাত্র সংখ্যা সমভাবেই ছিল, ৯২ জন মাত্র। তখনও প্যারীবাবুকে উজান ঠেলিয়া যাইতে হইতেছিল। ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির পথে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইতেছিল লজ্ সাহেব সে সমস্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং এই নানারূপ প্রতিকূল অবস্থাপন্ন বিদ্যালয়ের ত্রুটীগুলি লক্ষ্য করিলেও তিনি প্যারীবাবুর বিচক্ষণ কার্য্যদক্ষতা ও চেষ্টার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন ও সেই মর্ম্মে শিক্ষাসভার নিকট এক মন্তব্য * প্রেরণ করেন। ঐ বর্ষেই বারাসতের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এলফিন্‌ষ্টোন জ্যাক্‌সন্ সাহেব শিক্ষা সভার নিকট বারাসত স্কুলের যে বাৎসরিক রিপোর্ট † প্রেরণ

* "I have not yet had sufficient opportunity of forming any decided opinion regarding the Junior Teachers, but of the Head Master, I must speak in terms of commendation. He is a very sensible native equal to his duties and performing them well, whilst the general conduct of the school in its difficult and trying position does him great credit."

(Sd.) E. LODGE.

Report on Public Instruction, Bengal, 1849, page 168.

† "I have every reason to express my unqualified satisfaction with the conduct of the Junior Masters Babu Juggessur Ghose, Babu Prosonno Coomar Sircar and Babu Kedar Nath Mukerjee during the past year. I must however bring to the particular notice of the Council the unremitted exertion of the Head Master Babu Peary Chnrn Sircar, to promote the welfare of the school.

করেন তাহাতে প্যারীবাবুর বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যের যেরূপ প্রশংসা করেন, তদপেক্ষা মহত্তর সুখ্যাতি কোন শিক্ষকের হইতে পারে না। ঐ প্রশংসাবাদের মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

'বিগত বৎসরে নিম্নতন শিক্ষকদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি সর্ব্বতোভাবে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকারের বিদ্যালয়ের মঙ্গল সাধনার্থে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কথা আমি বিশেষ ভাবে শিক্ষাসভার গোচরে আনিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার সমস্ত হৃদয়ই এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য নিয়োজিত। বিদ্যালয় গৃহে বালকগণের অন্তরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করাইবার জন্য তাঁহার অবিরাম উদ্যমের সহিত, বিদ্যালয়ের বাহিরে বালকগণের প্রতি তাঁহার অতি সদয় ব্যবহারেরেই কেবল তুলনা হয়। ছাত্রগণ তাঁহাকে কেবল শিক্ষকের ন্যায় নহে, বন্ধুর মত দেখে। সম্প্রতি কয়েকটী ঘটনায় আমি অবগত হইয়াছি যে কয়েকজন বালক বিসূচিকা ও জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইলে তিনি আত্মীয় ব্যক্তির মত তাহাদের তত্ত্বাবধান ও শুশ্রূষা করেন।'

প্যারীবাবুর এইরূপ কায়িক ও মানসিক অবিরত ও অকাতর

His whole attention is turned to its improvement. His unceasing endeavours to instil knowledge into the boys in school, is only equalled by his great kindness to them out of school. The pupils look on him as a friend as well as instructor. In some cases lately brought to my notice, when some of the pupils were suffering from cholera and fever, he watched and attended them as a relative."

(Sd.) E. JACKSON,
Joint Magistrate.

Report on Public Instruction, Bengal, 1848-49, page 208.

যত্ন ও পরিশ্রমে অচিরকাল মধ্যে বারাসত বিদ্যালয় বঙ্গদেশীয় স্কুল সমূহের প্রধান স্থান অধিকার করে। প্রতি বৎসরই ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইত। তৎকালে এইরূপ সৌভাগ্য অপর কোন মফস্বলস্থ স্কুলের ঘটিত না। জনৈক সুপণ্ডিত ও বহুদর্শী ইংরাজ ধর্ম্মযাজক ঐ সময়ে বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে পরীক্ষা করিয়া বলেন * যে তিনি ভারতের অপর কোন বিদ্যালয়ের বালকগণকে পরীক্ষা করিয়া এত সন্তোষ লাভ করেন নাই। সে সময়ে যে কোন বিদ্যোৎসাহী ইংরাজ বারাসত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন, তিনিই ছাত্রগণের সুশিক্ষা এবং প্যারীবাবুর সুনাম ঘোষণা করেন †।

তৎকালে বারাসত বিদ্যালয়ের দর্শনশ্রীরও সীমা ছিল না। এক

* "I have just paid a short visit to the Government School at Baraset and have much pleasure in expressing my satisfaction at the appearance of the school generally and the progress made by the classes which I examined. They seem to know Arithmetic and the elements of Geometry very well. They read well and understand what they read. Altogether I have seldom been more pleased with the performance of the boys in any school that I have visited in India."

Baraset
The 5th March, 1849. } (Sd. Revd. Smith.

† "I visited the Baraset English School this day, and spent some time in hearing the boys of some of the classes read prose and poetry, explaining the sense of the words and passages when required. I had previously heard a very good account of the School, and I have much pleasure in stating that I find every reason to think the high character the School has attained under its present able Head Master, Baboo Peary Churn Sircar, well deserved."

Dated February 28, 1854. (Sd.) W. Dunber.

জন প্রত্যক্ষ দর্শক (আর্য্যদর্শন পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, মহাশয়) বলেন—

"সে সময়ে বারাসাত স্কুলের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ শ্রীবৃদ্ধি তাহার আর কখন হয় নাই। ইহা তৎকালে যেন একটী প্রকাণ্ড কালেজে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবস্মৃতি আমার প্রবল রহিয়াছে। আমি আজও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি যেন প্যারীবাবু সেই নন্দনকাননস্থিত সেই রমণীয় পাঠমন্দিরে ছাত্রবর্গ ও শিক্ষক মণ্ডলীকে অমৃতভাষিত দ্বারা বিমুগ্ধ করিতেছেন। সেই উদ্যানের কোন স্থানে সুগন্ধি পুষ্পনিচয় ফুটিয়া সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে দর্শক মণ্ডলীর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে—কোন স্থানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ কর্ষিত ক্ষেত্রে বিবিধ বর্ণের শাক সবুজা উৎপন্ন হইয়া চিত্ত বিমোহন করিতেছে—কোন স্থানে বা দিবসে পদ্মিনীশিরে পদ্ম ও রজনীতে কুমুদিনীশিরে কুমুদ ফুল ফুটিয়া সরোবরের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে। একদিকে যেমন প্রকৃতির শোভা, অন্য দিকে সেইরূপ মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ। প্যারীবাবু যেন তথায় রাজর্ষি জনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র গৌরবে বারাসাত যেন তৎকালে তপোবনে পরিণত হইয়াছিল। অথবা তাঁহার অধিষ্ঠান কালে বারাসাত স্কুলের উদ্যান বাটিকা যেন ঋষির আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা কল্পনা নহে।" *

বারাসতে অবস্থানকালে প্যারীবাবু কেবলমাত্র নিজ বিদ্যালয়ের

I visited the Baraset Govt. School this morning, and was much pleased with what I saw. The pronunciation was better than that of any other English Provincial School which I have visited, and I have no doubt the progress of the Scholars in other departments is equally satisfactory. I have heard highly of the Head Master, and believe his high character to be fully deserved.

Dated March 6th 1854.

(Sd.) A. C. Bidwell.

* নব্যভারত, ১৩০৬, চৈত্র।

ছাত্রবর্গের মনোবৃত্তির পরিণতি সাধনে বা বিদ্যালয়ভবনের সৌন্দর্য্য সম্বর্দ্ধনে কালক্ষেপ করেন নাই, তিনি স্থানীয় সকল শ্রেণীর জনগণের মঙ্গল কামনায় নানাবিধ সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তিনি বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম কৃষিবিদ্যালয়, প্রয়োজনীয়-শিল্প বিদ্যালয়, ও ছাত্রাবাস সংস্থাপন করেন। তাঁহার শিক্ষা সম্প্রসারণের উদ্যোগ ও আগ্রহে উদ্বোধিত হইয়াই বারাসতে, বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। এই সকল মহৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তনের সময় তিনি বারাসতে দুইজন পরমবন্ধুর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বারাসতের চিরগৌরব স্থানীয় মহাপণ্ডিত কালীকৃষ্ণ মিত্র, অপর তদীয় অগ্রজ প্রথিতনামা ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ মিত্র। এই ভ্রাতৃযুগল প্যারীবাবুর সহিত একাত্মা হইয়া বারাসতের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতে সদাই উন্মুখ ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পূর্ব্বোক্ত ট্রেবর সাহেব বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট পদাভিষিক্ত ছিলেন। ট্রেবর সাহেবের মত সদাশয়, লোকহিতৈষী ও প্রজারঞ্জক শাসনকর্ত্তা, এদেশে বড় অধিক আসেন নাই। তিনি শিক্ষার একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, এবং বিদ্যার্থী বালকগণকে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বারাসত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিতেন, ছাত্রগণের ক্রীড়ায় যোগদান করিতেন এবং তাহাদিগকে নানাবিধ উপঢৌকন ও পুরস্কার দানে বিদ্যালাভে উৎসাহিত করিতেন। ক্রমে ঘনিষ্ঠ আলাপে তিনি প্যারীবাবুর গুণগ্রামে এরূপ আকৃষ্ট হয়েন যে প্যারীবাবুকে তিনি সমকক্ষ ব্যক্তির ন্যায় দেখিতেন এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত সমাদর করিতেন। ট্রেবর সাহেব নবীনবয়সসুলভ আবেগে এবং পর হিত কামনাপূর্ণ হৃদয়ে, প্যারীবাবুকে যাবতীয় হিতসংকল্পে উৎসাহিত

করিতেন ও বারাসত নিবাসিগণের সামাজিক নৈতিক ও মানসিক উন্নতিকর সকল কার্য্যেই তাঁহাকে সহায়তা করিতেন। একজন প্রত্যক্ষ দর্শক বলেন, তৎকালে ম্যাজিষ্ট্রেট ও হেডমাষ্টারই বারাসতের শ্রীসম্পদ বিধাতা ছিলেন, এবং এই উভয় ব্যক্তির ও লোকহিতৈষী স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র ও নবীনকৃষ্ণ মিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সমবেত উদ্যমে অচিরে বারাসত একটী আদর্শ সহরে পরিণত হয়। *

প্যারীবাবু বারাসতে যে সকল কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন সে গুলির এক একটী করিয়া এ স্থলে সংক্ষেপে পরিচয় দিব।

কৃষি বিদ্যালয়।—প্যারীবাবু বারাসত বিদ্যালয়ের বালকগণের অবসর কালে শিক্ষার্থ, প্রথমে একটী কৃষিশিক্ষা শ্রেণী (Agricultural Class) সংস্থাপন করেন। ইহাই এদেশে কৃষি বিদ্যালয়ের অগ্রণী। এক্ষণে এদেশীয় জনগণের মধ্যে অনেকে বুঝিয়াছেন যে এই মসী-জীবি প্লাবিত বঙ্গদেশে কৃষিবৃত্তিকে "চাষার কর্ম্ম" বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নহে, প্রত্যুত কৃষিকার্য্য অনুশীলন জীবনসংগ্রামের

---

* "In those days the Magistrate and the Head Master were the two principal magnates who governed the town, and in their endeavour to improve the social, moral and intellectual condition of the people under their charge they were happily associated with two village Hampdens, Kally Kissen & Nobin Kissen Mitter, by whose combined efforts Baraset became a model town in a short time."

Extract from a correspondence headed "The Late Mr. C. B. Trevor of the Bengal Civil Service and the People of Baraset." Signed "A Sexagenarian."

Indian Mirror, 23 January 1900.

প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ বলিয়া ভদ্রসন্তানের নিকটে সমাদৃত হওয়া মঙ্গলকর। এক্ষণে কেহ কেহ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রগণকে কৃষিবিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য বিলাতে সাইরেনসেষ্টার কলেজে প্রেরণ করিতেছেন, এবং গবর্ণমেণ্টও এক্ষণে কৃষিবিদ্যায় শিক্ষাদানের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া, ঐ শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যখন প্যারীবাবুর মনে ঐ সত্য প্রতিভাত হয়, তখন এ দেশীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার মত ও চেষ্টায় সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। তথাচ তিনি বারাসতবাসিগণের সহানুভূতির অভাবে ভগ্নমনোরথ হয়েন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পল্লীবাসি দুরবস্থ বালকগণের মধ্যে সকলের ভাগ্যে কৃতবিদ্য হওয়া সম্ভবপর নহে, অনেককেই জমীদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া বা চাষবাস করিয়া জীবনধারণ করিতে হইবে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় কৃষিকার্য্যের আবশ্যকীয় উন্নতিপ্রদ বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন। এবং এই কৃষিশিক্ষা স্বাধীনভাবে জীবনধারণের একটী সুপথ উন্মুক্ত করিয়া ভবিষ্যতে দেশের হিতসাধন করিবে, পরন্তু এই কার্য্যে বালকগণের শারীরিক শ্রম ও মনের স্ফূর্ত্তি বিধান করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য সাধন করিবে।

প্রথমে বাচনিক উপদেশে ও নিজ সুদৃষ্টান্তে, প্যারীবাবু বারাসতবাসিগণের মনে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিরাগ অপনয়ন করাইবার চেষ্টা করেন। বারাসতের সংস্রব ত্যাগ করিবার পরেও হিতসাধক, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি পত্র সমূহে তিনি উক্ত অভিমত পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তৎকালে পল্লীবাসি ভদ্রবংশীয়গণ প্রথম প্রথম প্যারীবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে তৎপরতা প্রদর্শন করেন নাই। এই প্রতিকূল অবস্থায় প্যারীবাবু বারাসতে কৃষিশ্রেণী

স্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের সন্নিকটে একখণ্ড জমিতে নিজের দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্র (গোপাল ও ভুবন বাবু—উভয়েই বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্র) ও অপর কয়েকটী বশতাপন্ন বালককে লইয়া ঐ শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার বন্ধু কালীকৃষ্ণ বাবু প্রথম হইতেই এই অনুষ্ঠানে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ও আনুপূর্ব্ব তাঁহাকে উৎসাহ দান করেন। বারাসতবাসিগণ যখন দেখিলেন যে হেডমাষ্টার নিজেই কোদালি ও নিড়ানী ধারণ করিয়া ভূমিকর্ষণ ও বীজবপনাদি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং বিদ্যালয়ে পাঠের অবসর কালে—প্রত্যুষে এই কার্য্য হইতেছে, তখন তাঁহাদের এই অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ অনুরাগ আকৃষ্ট হইল, প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে ছাত্রগণের লজ্জা ভঙ্গ হওয়াতে ক্রমে অনেকেই ঐ শ্রেণীতে যোগদান করিল।

এইরূপে নিজ চেষ্টায় বারাসত বিদ্যালয়ে কৃষিশ্রেণী স্থাপিত করিবার আরম্ভকালীন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্যারীবাবু গবর্ণমেণ্টকে ঐ শ্রেণীর একটী বিবরণ প্রেরণ করিলেন ও তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষা বিভাগের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর ঐ সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া যখন তিনি ঐ শ্রেণীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন ও নূতন স্কুলবাটীর সংলগ্ন প্রশস্ত ভূমিতে নিয়মিতরূপে কৃষিশিক্ষা দান কার্য্য আরম্ভ করিবার উদ্যোগ সম্পন্ন করিলেন, তখন তিনি বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে তৎকালীন শিক্ষাসভার সম্পাদককে ঐ কৃষি বিদ্যালয়ের প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যারম্ভের কথা জ্ঞাপন করিলেন। *

* "The plans and preparation for the working of the Agricultural school to be attached to the Institution having been completed

ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য প্যারীবাবু কৃষি ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যা বিষয়ক বিবিধ পুস্তক ও পত্রাদি আনয়ন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কৃষি ও উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞান শিক্ষার উপর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং তিনি হিন্দুকলেজে পাঠের সময় কয়েকবর্ষ মেডিকেল কলেজে রসায়ন-শাস্ত্র ও উদ্ভিজ্জবিদ্যা অভিনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে উক্ত বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে, ও স্থানীয় কৃষকগণের সহিত ঐ বিষয়ের আলোচনায় ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে তিনি ঐ বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে ঐ সকল বিষয়ে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং কালীকৃষ্ণ বাবু প্রভৃতি স্থানীয় অপরাপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে শিক্ষাদান কার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে প্যারীবাবু সরল উদ্ভিজ্জ বিদ্যা (Elementary Botany), ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যাদির পর্য্যবেক্ষণ, সার প্রস্তুত করণ, জল সেচন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্তে শিক্ষা দিতেন। স্থানীয় সব অ্যাসিটাণ্ট সার্জ্জন দীননাথ ধর মহাশয়ের নিকট ছাত্রগণ কৃষিরসায়ন (Agricultural Chemistry) বিষয়ে শিক্ষা পাইত। প্যারীবাবু প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক খণ্ড জমি বিভাগ করিয়া দিতেন এবং ঐ সকল জমির উৎকর্ষ ও শস্যের উন্নতি অনুযায়ী ছাত্রগণকে পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগের আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত করিতেন।

---

and approved by the Council, operations will be commenced on the reassembling of the school.

The pupils will be instructed in most obvious and necessary principles and specially in the practice of agriculture and horticulture."

Report on Public Instruction, Bengal, 1851-52, page 148.

বারাসতের কৃষি বিদ্যালয় অচিরে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। স্থানীয় শিক্ষা সমিতির সদস্যরূপে কালীকৃষ্ণ বাবু ঐ কৃষিবিদ্যালয়ের উন্নতি জ্ঞাপন করিয়া যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে প্যারীবাবুর কৃষি ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা, শিক্ষকতায় পারদর্শিতা প্রভৃতির প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলেন, যে ঐ কৃষিবিদ্যালয়ের উন্নতি প্যারীবাবুরই গুণপনার ফল এবং তাঁহারই যত্ন ও পরিশ্রমের নিদর্শন। এবং প্যারীবাবু যাহাতে বারাসত স্কুলে আরও কয়েক বৎসর থাকিয়া ঐ কৃষিবিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিধান করেন, তজ্জন্য কালীকৃষ্ণ বাবু তৎকালীন শিক্ষা সভাকে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি বা স্বতন্ত্র ভাবে পুরস্কৃত করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। * কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে কৃষি ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় একজন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন।

বারাসত কৃষিবিদ্যালয়ের উক্ত উন্নতির প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বিদ্যালয়ের আদর্শ কৃষিভাণ্ডার (Model Farm) হইতে প্রেরিত বৃহদাকার সুপরিপুষ্ট ও উৎকৃষ্ট ইক্ষু, কপি, আলু, বার্ত্তাকু প্রভৃতি নানাবিধ ফলমূল শস্যাদি গবর্ণমেণ্টের কৃষিসমিতির (Agri-

* Extract from the Report of the Agricultural Class attached to the Baraset school.

"In conclusion I would remark that the present flourishing state of the Institution and progress made are owing entirely to the ability, industry, and indefatigable zeal of the Head Master. None of our educated youth has received the education of an agriculturist ; but Baboo Peary Charn Sircar—from his having attended for years the chemical lectures in the Medical College—from his having studied some of the approved authors on the science, from his almost adily intercourse with the labouring class of the place with whom

and Horticultural society) নিকট বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ঐ সকল ফলমূলাদি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়াও সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। উক্তরূপ শস্যাদি ব্যতীত বারাসত বিদ্যালয়ে প্রচুর ও উৎকৃষ্ট এরারুট উৎপন্ন হইত। বটানিক্যাল গার্ডেন হইতে অভিজ্ঞ লোক আনয়ন করাইয়া প্যারীবাবু ছাত্রগণকে এরারুট প্রস্তুতের প্রক্রিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ঐ এরারুটও বিক্রীত হইত। ঐ বিক্রয় লব্ধ অর্থ ছাত্রগণের পুরস্কার বিতরণে ও কৃষি বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে ব্যয় করা হইত।

উপরোক্ত উপায়ে বিবিধ শস্য উৎপাদন ব্যতীত প্যারীবাবু পরম যত্নে বারাসত বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ সুপরিসর ভূমিতে পুষ্করিণী সমন্বিত নানাবিধ ফলপুষ্প তরুরাজি পরিশোভিত একটী মনোরম উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। এই উদ্যানে বহুবিধ দেশীয় ও বিদেশীয় ফলপুষ্প বৃক্ষ, এবং অনেক দুষ্প্রাপ্য সুশোভন তরুলতা সুচারু শৃঙ্খলায় রোপিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্যামল শ্রী ধারণ করিয়াছিল। সেই উপবন শোভা দর্শকগণের

---

he is familiar both to his and their advantage and from experience gained from personal observation,—is the best teacher that can be had, and the ulterior success of the Institution would greatly depend on his continuing in his present post for some years. His management of the school and his efficiency as a teacher no doubt entitle him to a higher remuneration, but for the sake of the experimental Institution it were greatly to be wished that he would receive, if such be the intention of the council, any increase by way of personal allowance in his present post."

Baraset. The 27th April, 1854. } Sd. K. K. Mittra. Member.
L. C. Pub. Instruction.

কিরূপ মনোহরণ করিত এবং তরুণ বয়স্কদিগের অন্তরে কিরূপে সুন্দরের প্রতি অনুরাগের বীজ রোপণ করিত তাহা একজন প্রত্যক্ষ দর্শকের সরস বাক্যে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই উদ্যান শোভা দেখিয়া তৎকালে দেশীয় বিদেশীয় অনেক গণ্যমান্য লোক প্যারীবাবুর গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎকালে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারী বারাসত বিদ্যালয়ের উদ্যান দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া আদেশ দেন, যে গবর্ণমেণ্টের বটানিক্যাল্ গার্ডেনের জন্য যে সকল নূতন ও দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষের চারা আনীত হইত তাহার প্রত্যেকের তিনটী করিয়া বারাসত স্কুলে প্রেরিত হইবে। এই উপলক্ষে প্যারীবাবুর সহিত তৎকালীন বটানিক্যাল বাগানের অধ্যক্ষ সাহেবের বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয়, এবং তাঁহার সহায়তায় প্যারীবাবু বারাসত বিদ্যালয়ের উদ্যানকে আদর্শ উপবনে পরিণত করেন। নারিকেল ও সুপারী বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যস্থ উদ্যান পথের চতুর্দ্দিকে কত নূতন নূতন আম্রাদি ফলবৃক্ষ কামিনী, পলাশ, কদম, রমণ, বেল, যুঁথিকার সহিত বিদেশীয় গোলাপ চেরী, ম্যাগ্নোলিয়া, ইউবেরিয়া প্রভৃতি কত রকমের সুদর্শন ও সুগন্ধি কুসুম-তরু এবং ভিন্নদেশীয় বাদাম, ব্রেডফ্রুট, তেজপাত, এলাইচ, জলপাই, মেহগেনী প্রভৃতি কত দুষ্প্রাপ্য পাদপ তিনি উহাতে রোপণ করেন। কত অভিনব উপায়ে তিনি নূতন জাতীয় পুষ্প উৎপাদন এবং একবৃক্ষে বিভিন্ন জাতীয় গোলাপ বিকশিত করিতেন।

তখনও এদেশীয় কোনও ব্যক্তির মনে বিদেশ হইতে দুষ্প্রাপ্য তরুলতা আনয়ন করিয়া Nursery স্থাপনের কল্পনা উদিত হয় নাই। এক্ষণে যে বিবিধ নব নব তরুলতাশ্রমের সংখ্যা ও উন্নতি নিত্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া এ দেশীয় ব্যক্তিগণের মনে তরুলতা ও পত্র-পুষ্পে নিজ নিজ আবাস ভবন ও উদ্যান সুসজ্জিত করিবার

বাসনা উদ্রিক্ত করিতেছে, যদি তাহার জন্য কেহ ধন্যবাদের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাহা হইলে প্যারীচরণ ও তদীয় বন্ধু কালীকৃষ্ণ বাবুর পুণ্যচরণোদ্দেশে সেই পূজার্ঘ্য প্রথমে নিবেদিত হওয়া উচিত।

প্যারীবাবু বারাসত হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার স্থাপিত কৃষি-বিদ্যালয় কয়েক বৎসর জীবিত ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে কালবশে উহার অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। এবং সেই উদ্যানও যত্ন অভাবে কয়েক বৎসর পরেই হতশ্রী হইয়া যায়। কেবলমাত্র লাইব্রেরী ঘরের জীর্ণ পুস্তকরাশির মধ্যে প্যারীবাবুর সংগৃহীত কৃষিবিদ্যা বিষয়ক কয়েকখানি কীটদষ্ট পুস্তক এখনও সেই অতীত কালের নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই ভগ্নদশাতেও বারাসতের নিভৃত উদ্যানে বহুমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষগুলি সময়ে সময়ে গুণগ্রাহী উচ্চপদস্থ ইংরাজগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। বৎসরেক হইল সেই নন্দনকাননের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিয়াছি। এখনও কোথাও বা কয়েকটী আলফানশো ও শিঙ্গাপুরী আম্রতরু, কোথাও বা একটী মণিপুরী-ওয়ালনট্ বৃক্ষ, কোথাও বা একটী অজ্ঞাতনামা সুগন্ধি পত্রশালী বৃক্ষকুঞ্জ, কোথাও একটী জরাজীর্ণ বিদেশীয় রমণ বা অদৃষ্টপূর্ব্ব কুসুমিত তরু, একস্থানে একটী অপমৃত্যু প্রাপ্ত সুবৃহৎ তেজপাত তরুর কবন্ধ পূর্ব্বগৌরব স্মৃতি জাগরূক রাখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে!

ছাত্রাবাস—প্যারীবাবুর দ্বিতীয় সদনুষ্ঠান বারাসত বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রাবাস সংস্থাপন। দূরবর্ত্তী পল্লীবাসী যে সকল ছাত্র তখন বারাসত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের অনেকে নিকটাত্মীয় বা অর্থ অভাবে; স্থানীয় নীচ পল্লীতে, অসৎ সংসর্গে বাস

করিতে বাধ্য হইত। এই সকল ছাত্রের মঙ্গলার্থ প্যারীবাবু বারাসত বিদ্যালয়ে একটী ছাত্রাবাস স্থাপনের মনস্থ করিলেন। বারাসতের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যাকসন্ সাহেবও বৈকালিক ভ্রমণের সময় উক্ত ছাত্রগণের বাসস্থানের অসুবিধা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি প্যারীবাবুর মতের আন্তরিক অনুমোদন করিলেন। সে সময়ে গবর্ণমেণ্ট, প্রবাসী ছাত্রগণের চরিত্র বা স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা যে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যতম, একথা স্বীকার করিয়া ঐ কর্ত্তব্য ভার গ্রহণ করেন নাই। দশবর্ষ পরে ১৮৬২ সালে প্যারীচরণই গবর্ণমেণ্টকে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করেন, তাঁহার কীর্ত্তিমন্দির—কলিকাতা ইডেন হিন্দুহোষ্টেল স্থাপনার কথা পরে উত্থাপন করিব। কিন্তু বারাসতে অবস্থান কালে ইং ১৮৫২ সালে তিনি এই মহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে অনিশ্চিত অবস্থায় প্যারীচরণ প্রথমে স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিলেন, এবং ঐরূপে ছয়শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি শিক্ষা সভার নিকট ছাত্রাবাসের উপযোগী একটী বাঙ্গলো নির্ম্মাণের জন্য অনুমতি ও আনুকূল্য প্রার্থনা করিলেন এবং জ্ঞাপন করিলেন যে ঐ ছাত্রাবাস পরিচালনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে কোন ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে হইবে না ; উহার ব্যয় ছাত্র ও শিক্ষকেরাই বহন করিবে। এই আবেদনে গবর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা প্রদান করেন এবং প্যারী-বাবু বারাসত বিদ্যালয়ের সীমার মধ্যেই একটী বাঙ্গলো নির্ম্মাণ করাইয়া উহাকে ছাত্রগণের বাসোপযোগী করিলেন। তিনি ছাত্রা-বাসের আশ্রিত বালকগণের পাঠ, আহার, স্বাস্থ্য প্রভৃতি তত্ত্বাব-ধারণের এরূপ সুবন্দোবস্ত করেন, এবং উহার ব্যয়ও এত সংক্ষেপ

করেন যে প্রবাসী সকল ছাত্রেরাই, উহাতে বাস করিতে লাগিল, এমন কি অনেক স্থানীয় দুঃস্থ ব্যক্তিও নিজ নিজ সন্তানের নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শুভ আশায় তাঁহাদের পুত্রগণকে উহাতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রতি ছাত্রের ভোজন ব্যয় মাসিক ১॥০ টাকা হইতে ২৲ টাকার মধ্যেই নির্ব্বাহ হইত। অবশ্য সে সময় পল্লীবাসীর নিত্য আহার্য্য চাউল দাইল, ফলমূল ও মৎস্যাদি অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। সে আজ অর্দ্ধশতাব্দী পুর্ব্বের কথা। সৌভাগ্যের বিষয় প্যারীবাবুর এই সদনুষ্ঠানটী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও বারাসত বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস বিদ্যমান আছে—প্যারীবাবুর নির্ম্মিত বাঙ্গলো স্থলে এখন একটী দ্বিতল বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বারাসত স্কুল কমিটি—এস্থলে একথা বলা বোধ হয় আবশ্যক যে শিক্ষা সভার সহিত প্যারীবাবুর যে পত্র বিনিময় হইত, তাহা ঠিক্ হেড্ মাষ্টার ভাবে নহে, বারাসত শিক্ষা সমিতির সম্পাদক ভাবে। যখন বারাসত স্কুল স্থাপিত হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেবর সাহেবই শিক্ষা বিষয়ে বারাসতে কর্ত্তৃস্থানীয় ছিলেন, কিন্তু পরে শিক্ষা সভার আদেশানুসারে শিক্ষা বিষয়ক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় বারাসতের একটী স্থানীয় সমিতি (Local Committee Public Instruction) গঠিত হয়। ঐ সমিতির সম্পাদক ভাবেই প্যারীবাবু বারাসত স্কুলের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। ইং ১৮৫২ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন :—

এলফিনষ্টোন্ জ্যাকসন্—জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট।

নীলমণি মিত্র—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

কালীকৃষ্ণ মিত্র।

দীননাথ ধর—সব অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন।

কাশীনাথ বিশ্বাস—জমিদার।

প্যারীচরণ সরকার, হেড্ মাষ্টার,—সম্পাদক,

(*Ex officio* Secretary)।

বীটন্ শাখা সমিতি—Bethune Society (Branch)—বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাহিত্য চর্চ্চা, উপস্থিত বুদ্ধি, ও বক্তৃতা শক্তির উন্নতিকল্পে প্যারীবাবু একটী সভা (debating club) সংস্থাপন করেন, উহাতে ছাত্রগণকে প্রবন্ধ পাঠ ও তাহার সমালোচনা করিতে দেওয়া হইত, এবং তিনি নিজে এবং স্থানীয় কৃতবিদ্য ভদ্রলোকগণ উহাতে যোগদান করিয়া ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। সেই সময়ে কলিকাতার বীটন্ সোসাইটী সংগঠিত হইয়াছিল এবং বীটন্ সাহেবের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি প্রযুক্ত প্যারীবাবু ঐ সভার নাম দিয়াছিলেন—বীটন্ শাখা-সমিতি।

পরীক্ষণীয় শ্রেণী—(Experimental Class)—ফাষ্ট বুক্ অব্ রিডিং—পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বারাসত স্কুলে তৎকালে পাঁচটী শ্রেণী ছিল; জুনিয়র স্কলার্শিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইতে তখন পঞ্চবর্ষ অতিবাহিত হইত। প্যারীবাবু শিক্ষকতায় অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ছাত্রেরা অনায়াসে চারিবর্ষের পূর্ব্বেই জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু তৎকালে এদেশীয় ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক ছিল না। প্যারীবাবু এবং বারাসত স্কুলের পরীক্ষকগণ অনেকেই এই অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু এই অভাব মোচনে তৎপর হইয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ফাষ্ট বুক অব্ রিডিং (First Book of Reading) প্রণয়ন করিলেন, এবং বারাসত স্কুলে

একটী পরীক্ষণীয় শ্রেণী উন্মুক্ত করিয়া সেই শ্রেণীর ছাত্রকয়টীকে স্বতন্ত্রভাবে নিজ মতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন,—ফাষ্ট বুকখানি তিনি নিজেই পড়াইতেন। ফাষ্ট বুক সমাপ্ত হইলে ঐ বালকগণকে তিনি স্ব-রচিত সেকেণ্ডবুকও পাঠ করান। এই বালকগণ প্যারীবাবুর থার্ডবুক পাঠ করিয়া ছিল কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্যারীবাবু ইংরাজি ১৮৫৪ সালে যখন হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত হয়েন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কয়েকটী ছাত্রকে জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়া উক্ত পরীক্ষণীয় শ্রেণীর সাফল্য প্রতিপাদন করেন। বারাসত বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার মহাশয় বলেন যে ইং ১৮৫২ অব্দে জুনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারাসত বিদ্যালয় হইতে বিদায় গ্রহণ কালে তিনি দুই বর্ষাধিককাল উক্ত পরীক্ষণীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব ও ফাষ্ট বুকের প্রবর্ত্তন দেখিয়া আসিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে স্থানান্তরিত হওয়াতে প্যারীবাবু এই পরীক্ষণীয় শ্রেণীকে সম্যক্‌রূপে সুগঠিত ও স্থায়ীত্ব বিধান করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু যে ইংরাজি পাঠ্য-পুস্তকাবলীর জন্য তিনি বিদ্যার্থী সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, সেই পুস্তকাবলী প্রণয়নের কারণ-স্বরূপ বলিয়া বারাসত স্কুলের এই পরীক্ষণীয়-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা এদেশে ইংরাজি-শিক্ষা-প্রচারের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বারাসত বিদ্যালয়ের শুভকল্পে—ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু প্যারীবাবু উহা ব্যতীত সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ বারাসতে কয়েকটী মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিয়া আসিয়াছিলেন, যাহার শুভফল কেবলমাত্র বারাসতে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বঙ্গদেশে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে প্রধানটী বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, অপরটী

শ্রমজীবিগণকে বিদ্যাশিক্ষা (Mass Education) ও প্রয়োজনীয়-শিল্প শিক্ষা (Technical Education) দানের জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপন। এই উদ্যম দুইটীও বঙ্গদেশে তখন সম্পূর্ণ নবীন। এই কয়েকটী মহদনুষ্ঠানের এইবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিব।

বালিকা বিদ্যালয়—ইং ১৮৪৭ অব্দে কয়েকজন মহামনা স্বাধীনচেতা ও দেশহিতৈষী ব্যক্তির চেষ্টায় বারাসতে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। উক্ত ব্যক্তিগণের নাম পরে লিপিবদ্ধ করিব কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের সংকল্প, স্থাপনা ও সিদ্ধির সহিত দুইজন মহাপুরুষের নাম মুখ্যভাবে বিজড়িত, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা—ইঁহাদের মধ্যে একজন কালীকৃষ্ণ মিত্র অপর প্যারীচরণ সরকার। কালীকৃষ্ণ বাবুর অগ্রজ ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বাবুও, তদীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু প্যারীচরণের এই অনুষ্ঠানে পরম সহায় হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবু ও নবীনকৃষ্ণ বাবু তখন বারাসতে তাঁহাদের মাতুলাশ্রমে বাস করিতেন; তাঁহাদের সেই আবাস ভবনেই ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত, এবং নবীনবাবুর কন্যা স্বর্গীয়া কুন্তীবালাই (প্রকৃত নাম স্বর্ণলতা) ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রিগণের অন্যতমা। ঐ বিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার উষালোক দেখা দেয় নাই বলিলেই হয়—উহার সপ্তবিংশতি বর্ষ কাল পূর্ব্বে (১৮২০ খৃঃ অব্দে) স্কুল সোসাইটীর উদ্যমে কলিকাতায় কয়েকটী বালিকা পাঠশালা স্থাপনের অল্পকাল স্থায়ী চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র। তখনও বীটন্ সাহেবের স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং বর্ষদ্বয় পরে যখন এই মহানগরে ঐ বিদ্যালয়ের স্থাপনা হয় তখন এদেশীয় ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং জনসাধারণ ঐ বিদ্যালয়ের কত বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ব্রাহ্মণ অধ্যাপক-

বহুল গণ্ডগ্রাম বারাসতে ঐ দেশাচার বিরুদ্ধ নব অনুষ্ঠানের জন্য প্যারীবাবু প্রমুখ ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তাগণকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কত লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্যারীবাবু, নবীনকৃষ্ণ বাবু এবং ঐ বালিকাবিদ্যালয়ের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ বারাসতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি বারাসত বিদ্যালয়ের তৎসাময়িক দ্বিতীয় শিক্ষক হরিদাস বাবুও প্যারী-বাবুর বিপক্ষ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকের যেন স্মরণ থাকে যে সে সময়ে স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুসংস্কার বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তরে বদ্ধমূল। এমন কি একজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কর্ম্মচারী সস্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটী দুগ্ধপোষ্যা বালিকার চিবুকে হাত দিয়া আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসতবাসিগণ ঘোটমঙ্গল বসাইয়াছিলেন।

যাহা হউক প্যারীবাবু ও তদীয় বন্ধুবর্গকে যে কেবল বাচনিক কটুবাক্য বা সামাজিক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল এরূপ নহে, এক সময়ে স্থানীয় জনৈক জমিদার সত্যসত্যই তাঁহাদিগকে দেশাচার ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী সিদ্ধান্ত করিয়া, ডাকাইত দ্বারা হত্যার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। প্যারীবাবু তখন নবীন বাবুদের বাটীর সন্নিকটেই যশোহর রোডের ধারে একটী একতল বাটীতে বাসা করিয়া থাকিতেন। একদিন প্রহরেক রাত্রিকালে প্যারীবাবু ঐ বাসাবাটীতে শয়ন করিয়া আছেন এমন সময় কে একজন জানালায় মৃদু করাঘাত করিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিল এবং তাঁহাকে বাহিরে আসিতে বলিল। আহ্বানকারীর পরিচয় ও প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর না দিয়া কেবল পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে একাকী বাহিরে আসিতে অনুরোধ করিল।

প্যারীবাবু কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই, এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য কেহ যে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবে সে আশঙ্কাও তৎকালে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি গৃহের বাহিরে আসিলেন, রাত্রি অন্ধকার ও নীরব। লোকটীর কাতর মিনতিবাক্যে তিনি তাহার সহিত বাটী হইতে কিয়দ্দূরে একটী নির্জ্জন স্থানে গমন করিলে, সে বলিল, যে ঐ রাত্রে তৃতীয় প্রহরের সময় তাঁহার বাসায় ও নবীনকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতে ডাকাইতি হইবে। তাঁহার এবং কালীকৃষ্ণ বাবুর উপর বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য, ব্যক্তিগত জাতক্রোধই এই ডাকাইতির উদ্দেশ্য। সে ব্যক্তি নিজেও ঐ দস্যুদের দলভুক্ত লোক, কিন্তু তাহার পিতা কালীকৃষ্ণ বাবুর মাতামহের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছিল বলিয়া, কৃতজ্ঞতা নিবন্ধন সে এই সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরে প্যারীবাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবুর অনুরোধে সে ব্যক্তি ও তাহার ভ্রাতা সে রাত্রে কালীকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতে প্রহরা দেয়। তাহারা উভয়েই প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিল, সেইজন্য ডাকাইতেরা আসিয়া উহাদের কণ্ঠ-নিসৃত হুঙ্কার ধ্বনি শুনিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। পরদিন প্রভাতে তাহাদের আগমনের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সেই সময় হইতে প্যারীবাবু এবং নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবুকে বড়ই উৎপীড়িত হইতে ও সশংক থাকিতে হইয়াছিল। প্রতিপক্ষ জমীদারপুঙ্গব তাঁহাদের হত্যা করিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন এইরূপ জন-শ্রুতি তখন বারাসতে প্রচার হইয়া পড়ে। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের রক্ষার জন্য কয়েকজন পুলিসপ্রহরী নিযুক্ত করেন এবং নবীন-কৃষ্ণ বাবুও আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতা হইতে কয়েক জন পাইক লইয়া গিয়া বাটীতে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু উক্তরূপ প্রবল বিরুদ্ধাচরণে পশ্চাদ্‌পদ না হইয়া

ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠাতাগণ অবিচলিত উদ্যমে ও যত্নে বিদ্যালয় পরিচালন করিতে লাগিলেন। এবং ক্রমে ঐ বালিকা বিদ্যালয় বারাসতের অনেক লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। কালীকৃষ্ণ বাবুর ঋষিতুল্য নির্ম্মল চরিত্র ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের সাফল্য লাভের আর একটী কারণ। কালীকৃষ্ণ বাবু নিজে বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবেন শুনিয়া বারাসতবাসিগণের অনেকেরই ঐ বিদ্যালয়ে কন্যাগণকে প্রেরণ করিতে আপত্তি রহিল না। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ পরিচালকদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ জেমস্ কলভিন্ ও বড়লাটের মন্ত্রসভার আইনসদস্য সার্ এডওয়ার্ড রায়ান্ ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং বালিকাদিগকে পারিতোষিক দান করিতেন। নবীন বাবুর কন্যাকে পরীক্ষা করিয়া কলভিন্ সাহেব স্বহস্তে তাঁহার প্রীতি লিপিবদ্ধ করিয়া কয়েকখানি পুস্তক পারিতোষিক দিয়া যান। বড়লাটের মন্ত্রসভার পরবর্ত্তী আইনসদস্য ও তৎকালীন শিক্ষাসভার সভাপতি চিরস্মরণীয় বীটন্ সাহেবও প্যারীবাবু এবং কালীকৃষ্ণ বাবুর পরম সহায় হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে বারাসতে যাইয়া ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শনে পরম প্রীত হইতেন এবং অনুষ্ঠাতাগণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা প্রকাশ করিতেন। এই সময় হইতে প্যারীবাবুর সহিত বীটন্ সাহেবের অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপিত হয়। প্যারীবাবু বীটন্ সাহেবকে তাঁহার পরম বন্ধু বলিয়া ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার "ওয়েলউইসার" পত্রে উক্ত মহাত্মাকে তাঁহার বন্ধু ও উপকারক ("friend and benefactor") * বাক্যে সম্ভাষণ করেন।

* Well Wisher, 1865, p. 171.

এইরূপে দুই বর্ষাধিক কাল রাজকর্ম্মচারিগণের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া বালিকাবিদ্যালয়ের পরিচালকসমিতি ইং ১৮৪৯ অব্দে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহারা শিক্ষাসভার নিকট জ্ঞাপন করেন যে তৎকালে বারাসতে ট্রেবর সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত ফ্রীস্কুল ও বালিকাবিদ্যালয় উভয়ই তাঁহাদের দ্বারা স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে পরিচালিত হইতে ছিল। উক্ত উভয় বিদ্যালয়ের ব্যয় ভার বহন করিতে হইতে-ছিল বলিয়া তাঁহারা বালিকা বিদ্যালয়ের ইচ্ছানুরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না, অতএব শিক্ষাসভা যদি ৬০ জন বালককে বিনাবেতনে বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ঐ ফ্রীস্কুলটী বন্ধ করিয়া, তাঁহারা সমস্ত চেষ্টা ও যত্ন বালিকা বিদ্যালয়ে নিয়োজিত করিয়া উহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারেন। শিক্ষাসভা কেবল যে আবেদনকারীগণের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে, প্রত্যুত ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতাগণকে লোকহিতৈষণার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন ও দেশের অন্যান্য স্থানের ভদ্রলোকগণকে তাঁহাদের এই নবীন সুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করেন। উক্ত আবেদনে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ও পরিচালকগণের নাম যেরূপ পর্য্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

১। কালীকৃষ্ণ মিত্র।

২। প্যারীচরণ সরকার।

৩। সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। গিরীশচন্দ্র রায়।

৫। কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

৭। নবীনচন্দ্র মিত্র।

৮। দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়। *

---

* "Female Education—In connection with this subject the Council have much gratification in placing on record the fact that a Native Female School has been established at Baraset by certain educated and philanthropic gentlemen of the district. The circumstances which organised it are so creditable to the parties concerned as in the opinion of council, it merits being published for general information. * * *

"A female school was thereupon founded and organised under the management of

Babu Kali Krishna Mittra,	Babu Calli Prosad Banerjee,
,, Peary Churn Sircar,	,, Kedar Nath Mukerjee,
,, Sookmay Banerjee,	,, Nobin Chandra Mittra,
,, Greesh Chandra Ray,	,, Doorga Churn Chatterjee.

"Although the Committee has met with much opposition as might have been expected the Council believe that the school is gradually becoming fixed on a solid basis and that it will prove a great blessing to the inhabitants of Baraset and the adjoining villages.

"The Council have been informed that similar schools have been formed at Neebodhia, Bansbaria and some other villages, but no official communication has been yet made to the Council by the managers of them.

"Much caution, temper, forbearance and prudence are necessary in conduct of such institution, and the Council trust that the example set by these gentlemen noted above will shortly be followed by their educated brethren in other places."

Report on Public Instruction, Bengal, 1849-50, Pages 4-5.

এই বালিকা বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত সুদূরপ্রসারী ও দেশের বিশেষ মঙ্গলকর হইয়াছিল। বারাসতের এই সদনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হইয়া নিবোধদত্তপুকুর, বাঁশবেড়িয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী স্থানে বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং অনেকে বলেন * যে বারাসত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া এবং ইহার পরিচালকগণের সংসর্গে আসিয়াই মহানুভব বীটন্ সাহেবের মনে কলিকাতায় তাঁহার চির-স্মরণীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার বাসনা উদ্দীপিত হয়।

প্যারীবাবু বারাসত পরিত্যাগ করিলে তাঁহার বন্ধুগণ দ্বারা কয়েক বৎসর ঐ বিদ্যালয় পরিচালিত হইয়াছিল, মধ্যে কয়েক বৎসর উহার অস্তিত্ব ছিল না। তৎপরে পুনরায় বারাসতে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, এখন উহা মহাত্মা ট্রেবর সাহেবের স্মরণার্থ বারাসত আ্যাসোসিয়েসন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত স্থানীয় "ট্রেবর হল" নামক ভবনে অধিবেশিত হইয়া থাকে। বারাসতবাসিগণ ঐ বিদ্যালয়কে "কালীকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়" নাম দিয়াছেন।

শ্রমজীবিদিগের বিদ্যালয়।—যে সময়ে বারাসতে বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সেই সময়ে (অনুমান ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে) ঐ বালিকাবিদ্যালয়কমিটি কর্ত্তৃক, শ্রমজীবিগণকে বাঙ্গালা পুস্তকপাঠ, লিখন ও গণিত শিখাইবার মানসে এবং কৃষিবিদ্যা ও

---

* "বারাসতে প্যারীবাবু আর একটী মহতীকীর্ত্তি রাখিয়া আসেন। তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তিনি শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের বাটীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বোধ হয় হিন্দুসমাজ মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের ইহাই প্রথম সূত্রপাত। * * * স্মরণীয় বেথুন সাহেব এই বালিকা বিদ্যালয়টীর বিশেষ যত্ন করিতেন এবং বোধ হয় ইহার দৃষ্টান্তেই তাঁহার নামখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।" বঙ্গমহিলা, ১২৮২, কার্ত্তিক।

ঝুড়ি, কুলা, ডালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য বারাসতে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপনও মুখ্যভাবে প্যারীবাবুর উদ্যোগেই হয়। প্রাতে ঐ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত, এবং প্যারীবাবু ও বারাসত বিদ্যালয়ের অপরাপর শিক্ষকেরা এবং কালীকৃষ্ণবাবু কৃষক সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। ঐ বালিকাবিদ্যালয় কমিটি ছাত্রগণকে পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। বারাসত স্কুলের রিপোর্টের সহিত বারাসত শিক্ষা সমিতির সম্পাদকপদাভিষিক্ত প্যারীবাবু এই শ্রমজীবি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষাসভার গোচরে আনয়ন করেন। *

উপরোক্ত ঘটনা সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায়, প্যারীচরণ বারাসতে কিরূপ কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই সূত্রে আর একটী কথা স্মরণ যোগ্য, যে যখন বারাসতে প্যারীচরণকে লোকে ট্রেবর সাহেবের সকল সদনুষ্ঠানেই প্রধান সহায়, ও তত্রত্য অধিবাসিগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং যখন তিনি উপরোক্ত প্রবীনোচিত কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি নবীন যুবক মাত্র। তিনি দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সের সময় বারাসতে গমন করেন এবং একত্রিংশ বর্ষ বয়সের সময় ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। ঐ কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে থাকিয়াও প্যারীচরণ প্রবাস স্থানে তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি স্বাভাবিক গুণের প্রচুর পরিচয় দিয়াছিলেন।

* "There is also an industrial school under the Baraset Female School Committee attended by about 25 boys—children of labouring classes—who are taught along with Bengali reading writing and arithmetic, the practice of agriculture, basket-making and similar other useful works." Bengal Education Report 1851-52, pp. 146-149.

তাঁহার অমায়িক, পবিত্র ও উন্নত চরিত্রগুণে বারাসতের সকল লোকেই মুগ্ধ হইয়াছিল। প্যারীবাবুর বারাসত প্রবাসের শান্ত মধুর স্মৃতি, স্থানীয় সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মনে এখনও জাগরূক থাকিয়া প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা বিস্তার করিতেছে।

বারাসতে কর্ম্মকালে প্যারীবাবু প্রথমে ঐ স্থানে একটী বাসাবাটীতে অবস্থান করিতেন একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ বাটী যশোহর রোডের উপরেই ছিল, এক্ষণে উহাতে খ্রীষ্টীয় মিশনরিরা বাস করেন। ঐ বাটীতে প্রথমে প্যারীবাবু একাকী থাকিতেন, পরে তাঁহার মধ্যমাগ্রজ প্রসন্নবাবু বারাসত বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত হওয়াতে, এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল বাবু ও ভুবন বাবুকে আপনার কাছে পাঠ শিক্ষা দিবার জন্য বারাসত স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়াতে, তাঁহাদের লইয়া প্যারীবাবু ঐ বাসাবাটীতে বাস করিতেন। বারাসত হইতে তিনি অবকাশ কালে কলিকাতায় আসিতেন। তখন রেল হয় নাই, প্যারী বাবু নিজে প্রথমত প্রায়ই পদব্রজেই আসিতেন, কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ঐ স্থানে গমন করাতে, তিনি প্রতি শনিবার তাঁহাদের লইয়া তৎকালীন স্প্রীংবিহীন ছ্যাকরা গাড়ি করিয়া আসিতেন ও পুনরায় সোমবার প্রাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন।

অতঃপর প্রসন্নবাবু কলিকাতা হেয়ারস্কুলে স্থানান্তরিত হইলে এবং গোপাল বাবু ও ভুবন বাবু জুনিয়র পরীক্ষা দিয়া কলিকাতায় পাঠ আরম্ভ করিলেও প্যারীবাবু কলিকাতা হইতে কয়েকটী আত্মীয় ও দুরবস্থাপন্ন ছাত্রকে পাঠ শিক্ষা দান ও প্রতিপালনের ভার লইয়া বারাসতে ঐ বাসাবাটীতে বাস করিতেন এবং ঐ বালকগুলির সহিত কলিকাতায় পূর্ব্বমত যাতায়াত করিতেন। ইহা ভিন্ন বারাসতেরও দুই একটী

গরিব ছাত্রকে তিনি নিজ বাসায় আশ্রয় দিয়াছিলেন। ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহার দয়ার শেষ ছিল না। তিনি তাহাদের রোগে শুশ্রূষা করিতেন, এবং নিজব্যয়ে ঔষধ প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি স্থানীয় নিঃসম্বল কয়েকটী ছাত্রের বিদ্যালয়ের বেতন দিতেন, এবং তাহাদের সকল দুঃখ নিবারণ করা নিজের ক্ষমতাতীত হইলে অবস্থাপন্ন বন্ধুগণকে ঐ ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র ব্যতীত অপর বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও তিনি অবকাশ কালে শিক্ষাদানে সহায়তা করিতেন। ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, যিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রারম্ভ সময়ে বি, এ, পরীক্ষায় সুনাম অর্জ্জন করেন, প্যারীবাবুর নিকট ঐ সময়ে পরম যত্নে শিক্ষা পাইতেন। ইহা ভিন্ন প্রতি মাসের শেষে তাঁহার বাসাবাটীতে স্থানীয় আতুর, অনাথ, অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের সমাগম হইত ; তিনি তাঁহাদের সকলকে মাসিক অর্থদান করিতেন এবং শীতকালে বস্ত্রদান করিতেন। এই সময়ে তাঁহার সামান্য বেতনে বৃহৎপরিবার ভরণপোষণ করা কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই দরিদ্রগুলিকেও তিনি নিজ পরিবারস্থ পোষ্য ব্যক্তিগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন।

উক্ত কারণ সমূহে বারাসতবাসী সহৃদয় ব্যক্তিগণকে প্যারীবাবু কিরূপ প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের মুখপাত্র কালীকৃষ্ণ বাবু খ্রীঃ ১৮৪৩ সালে বারাসত স্কুলের ৮ম বার্ষিক রিপোর্টে যে কথা গুলি লিখিয়া ছিলেন তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি ঐ রিপোর্টে বন্ধুত্বের বাধা অতিক্রম করিয়া প্যারীবাবুর শিক্ষকতায় অসামান্য পারদর্শিতা, স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের ও শ্রমজীবিগণের বিদ্যাদানের উদ্যম, তাঁহার ছাত্রগণের প্রতি করুণা ও

বদান্যতা এবং বারাসত বিদ্যালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন ইত্যাদি বিষয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। *

---

* Extract from the Eighth Annual Report of the Baraset School, April 1883.

"The general acquirements of Baboo Peary Churn Sircar, his qualifications as a teacher are well known to the Council. For the last six years his pupils whether examined by the Local Committee or the professors of Colleges have invariably succeeded in gaining scholarships, an honour to which few or none of the other Muffusil schools can lay claim. In some instances, boys who have studied English for three years only, have under his tuition in their fourth year successfully competed for the Junior Scholarship—a fact which speaks highly of his merits as a teacher. The present flourishing state of the Baraset School, being attended by upwards of 200 boys, tells of the high opinion which the people of this place entertain of Babu Peary Churn Sircar.

His behaviour towards his pupil, always friendly, attending them while sick, procuring medicines for them sometimes at his own expense, paying the schooling fees of some, whose only claim on him is their poverty, occasionally relieving the pecuniary wants of the indigent and the needy among them, and when his own means fails recommending to his friends for their support—these are the traits in his character which have endeared him to his pupils, and his departure from the place would be felt as a great loss by them.

I have known him long and am on terms of closest intimacy with him, and I hope he will not take offence on my publicly declaring that I have seldom known a better head and never a better heart.

His exertions in the cause of native female education and for instructing the agricultural and labouring classes of our population in the rudiments of knowledge have been unceasing, and though

বারাসতে আট বৎসর কাল বাস করিয়া প্যারীবাবুর ঐ স্থানের উপর বিশেষ মমতা জন্মিয়া ছিল। এক সময়ে বারাসতে একটী আবাস বাটী নির্ম্মাণের বাসনা প্যারীবাবুর মনে উদিত হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যে তিনি বারাসতে কিয়ৎ পরিমাণ ভূমির মৌরসী সত্ব ক্রয় করিয়াছিলেন, পরে যখন তাঁহার বাসনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ঘটনাক্রমে সুদূরপরাহত হইয়া উঠিল, তখন তিনি ঐ ভূমি স্থানীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বিক্রয় করেন। স্বকীয় অশেষ যত্ন ও চেষ্টার নিদর্শন—বিদ্যালয়, উদ্যান ও অপরাপর সদনুষ্ঠান—গুলির স্নেহাকর্ষণে বদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু উহা ব্যতীত বারাসতের প্রতি প্যারীচরণের মমতা জন্মিবার আর একটী কারণ স্থানীয় নবীনকৃষ্ণ বাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন। কালীকৃষ্ণবাবু ও প্যারীবাবু পরস্পরের প্রতি অবিচ্ছেদ্য প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়ে সদাই একত্রে থাকিতে ভাল বাসিতেন। প্যারীবাবুর সেই বারাসত প্রবাস-কালীন যৌবনরাগরঞ্জিত অনেক আনন্দস্মৃতি কালীকৃষ্ণ বাবু ও নবীন বাবুর নামের সহিত এবং তাঁহাদের বারাসতস্থ আবাস ভবনের সহিত বিজড়িত ছিল। কালীকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতেই প্যারীবাবুর অপরাহ্ণ ও অবসর কাল সদালাপে অতিবাহিত হইত, কখন বা নিকটস্থ প্যারীবাবুর বাসাবাটীতে, পরে বিদ্যালয়ের নূতন বাটীতে বন্ধুগণের বৈঠক হইত। ঐ সময়ে কোন কোন রবিবারে বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উক্ত বন্ধুত্রয়ের কলিকাতাস্থ সুহৃদগণ

---

great success, as is to be expected, has not attended them, yet praise is due for the attempt." Sd. Kally Krishna Mittra.
Member. L. C. P., I.

বারাসতে যাইতেন এবং সেই দিন নবীনবাবুদের বাটীতে আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস তাঁহারা কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। প্যারীবাবুর সহিত তখন "মাধব কাকা" নামক একজন পরিহাস রসিক ব্যক্তি সহচর ও পাচকরূপে বাস করিতেন। "মাধব কাকা" রন্ধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তিনি নানাবিধ সুখাদ্য সুপেয় প্রস্তুত করিয়া, ও বহুতর রহস্য গল্পে সমাগত বন্ধুবর্গের উদর ও মন উভয়ই পরিতৃপ্ত করিতেন।

বারাসতে প্যারীবাবুর আর একটী প্রিয় স্থান ছিল, সেটী নবীনকৃষ্ণ বাবুর বাগান। ঐ উদ্যানে নবীনকৃষ্ণ বাবু লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং কালীকৃষ্ণ বাবু সাগ্রহ যত্নে ও বহু পরিশ্রমে ঐ সুবিশাল উদ্যানকে আদর্শ স্থানীয় ও পরম রমণীয় করিয়াছিলেন। ঐ উদ্যানভূমি দেড়শত বিঘা ব্যাপিয়া ছিল এবং উহাতে এত দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য ফল পুষ্পাদির বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, যে উহার তুল্য উদ্যান বঙ্গদেশের এ অঞ্চলে আর ছিল না। হাইকোর্টের বিচারপতি প্রিন্সেপ সাহেব ঐ উদ্যান সংক্রান্ত একটী মকর্দ্দমায় উহাকে এ অঞ্চলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলবৃক্ষের উদ্যান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইডেন্ সাহেব (পরে যিনি লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইয়া ছিলেন) প্রমূখ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বারাসতে থাকিতে ঐ উদ্যানে বিচরণ পরম আনন্দদায়ক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ঐ উদ্যান ভূমিতে কালীকৃষ্ণ বাবু বিলাতী যন্ত্রাদির সহযোগে অভিনব উপায়ে হলচালন, ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ কৃষিবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। সেই উপবনে প্রিয়বন্ধু কালীকৃষ্ণের সহিত, প্যারীচরণ কখন বা তরুলতাপরিচর্য্যায়, কখন বা উদ্ভিদবিদ্যাচর্চ্চায়, কখন বা পুষ্পিতলতাবীথিকা পার্শ্বে বা নবপত্রশোভিত তরুরাজিতলে

বিবিধ সদালাপে বিমল আনন্দে কালাতিপাত করিতেন। বারাসত বিদ্যালয়ের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইলে ঐ বাটীর উপর তলে প্যারীবাবুর বাসের জন্য দুইটী ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্যারীবাবু বারাসত প্রবাসের শেষ বৎসর পূর্ব্বোক্ত বাসাটী ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানেই বাস করিতেন। নবীন বাবুদের উদ্যানে যাইবার পথ ঐ নূতন স্কুলবাটীর সম্মুখ দিয়া ছিল, ঐ সময়ে প্রতিদিনই প্রায় নবীন বাবু ও কালীকৃষ্ণ বাবু উদ্যানে যাইবার সময় প্যারীবাবুকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। প্যারীবাবু বারাসত ত্যাগ করিবার পর ঐ উদ্যানে একটী বাটী নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাতেই কালীকৃষ্ণ বাবু বাস করিতেন। প্যারীবাবু শেষ জীবনেও ঐ উদ্যানভবনে বন্ধুবরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এখন সে উদ্যানবাটীকা ভগ্নপ্রায় এবং সেই সুবৃহৎ ও সুরম্য উদ্যান হতশ্রী হইয়াছে। ঐ উদ্যানের মধ্য দিয়া লৌহবর্ত্ম গমন করিয়াছে এবং ঐ উদ্যানের একাংশে বারাসতের বর্ত্তমান ষ্টেসন নির্ম্মিত হইয়াছে।

বারাসতের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অনেক দিন হইতেই প্যারীবাবুর যাহাতে বেতন বৃদ্ধি হয় এবং তিনি বারাসতেই আরও কয়েক বৎসর অবস্থান করেন সেই চেষ্টা করিতেছিলেন। যখন তাঁহাদের ঐ মনোরথ অপূর্ণ থাকিবার সম্ভাবনা নিশ্চিত হইয়া উঠিল তখন বারাসত শিক্ষা-*

* Extract from the Baraset Local Committee's Report. Dated 1st May 1854.

"In conclusion, the Committee apprehending from Dr. Mouat's remarks in his Inspection Report, that the Head Master is very likely to be transferred to a more lucrative post, beg most strongly to represent that the Experimental Class, the Agricultural School, the Boarding Institution &c. will most likely suffer from the want of his superintendence. It is extremely desirable therefore that

সমিতির সভ্যগণ শিক্ষা সভার নিকট পুনরায় আবেদন করিলেন যে প্যারীবাবুর অভাবে বারাসত বিদ্যালয়ের নবস্থাপিত পরীক্ষণীয় শ্রেণী, কৃষিবিদ্যালয়, ছাত্রাবাস প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, অতএব অচিরে তাঁহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে ঐ স্থানেই রাখা হউক। কিন্তু শিক্ষাসভা প্যারীবাবুর বেতন বৃদ্ধি করা অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেও বারাসত বিদ্যালয়ের হেড্ মাষ্টারের পদের বেতন বৃদ্ধি করা অযুক্তিকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, এবং ইং ১৮৫৪ অব্দে প্যারীবাবুকে কলিকাতায় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

প্যারীবাবু যখন কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়েন তখন তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু সেই সন্তোষকর ঘটনার মধ্যেও বারাসতের সহিত বিচ্ছেদ চিন্তা তাঁহাকে ম্লান করিয়াছিল। তিনি বারাসতবাসিগণকে নানা কারণে কিরূপ কৃতজ্ঞতা ও স্নেহবন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন উল্লেখ করিয়াছি। প্যারীচরণের বিদায় গ্রহণের সময় সমস্ত বারাসতই বিষাদমগ্ন হইয়াছিল। বারাসতবাসিগণ তৎকালে প্যারীচরণকে সুনির্ব্বাচিত বাক্যগ্রথিত শুষ্ক অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন নাই, সে

---

he should at least for some years continue in his post. The Committee however cannot in justice to him throw any obstacle to his being better remunerated as he deserves, and though they are aware of the reluctance they deem it their duty to recommend it on this occasion as a special case. That the experiments may be successfully carried out by him and in the meantime he may receive what he is entitled to by his services, the Commitee beg strongly to recommend an increase of Rs 100, to his present pay, a sum no way exorbitant, considering the several duties he has to perform."

বিদেশীয় সভ্যতা বোধ হয় তখনও বারাসতের নিভৃতপল্লীতে প্রবেশ করে নাই, কিন্তু তাঁহারা হৃদয়ের আবেগে প্রকাশ্যভাবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। বারাসতবাসিগণ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাঁহার জন্য যে কোনরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপন করেন নাই, সেটী বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্র দুর্ভাগ্য বশতঃ। কিন্তু তাঁহারা প্যারীচরণের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগের যে অন্যরূপ অভ্রান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতেই প্যারীচরণের হৃদয়ে বোধ হয় শত অভিনন্দন পত্র, সহস্র তৈলচিত্রের স্থান পূর্ণ করিয়াছিল; বারাসতের দীন দরিদ্রগণ সজলনয়নে ক্রোশাধিক পথ তাঁহার মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিল। তাহাদের ক্রন্দনরোল ও আশীর্ব্বচন প্যারীচরণের কর্ণে শুভ বিদায় গীতি ধ্বনিত করিয়াছিল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতায়—শিক্ষাবিস্তারে

হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা।

খ্রীষ্টীয় ১৮৪৪ অব্দের ১লা আগষ্ট প্যারীচরণ কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের (বর্ত্তমান হেয়ার স্কুল) প্রধান শিক্ষকের পদে মনোনীত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি নয়বর্ষ কাল ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে যুগান্তর উপস্থিত হয় এবং তাঁহার যত্ন ও কার্য্যদক্ষতা-গুণে প্রাচীন হিন্দুস্কুলের প্রখর জ্যোতিঃও ম্লান হইয়া যায়, ও কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুল বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাতি লাভ করে। এই উন্নতির সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ ইং ১৮৫৯ সালে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকায় পরিবর্দ্ধিত করেন।

এই সময়ে হেয়ার স্কুলের ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করাতে, প্যারীবাবুর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য ঐ বিদ্যালয়ে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র প্রবিষ্ট হইতে লাগিল যে প্রথম

শ্রেণীতে ছাত্রবৃন্দের স্থান সঙ্কুলান করা দুষ্কর হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ জন্ পিটার গ্রাণ্ট্ সাহেব, শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের প্রস্তাবে প্যারীবাবুকে তাঁহার শিক্ষানৈপুণ্য ও কার্য্যদক্ষতার সাফল্য লাভের জন্য বিশেষ প্রশংসা ও প্রীতি জ্ঞাপন করেন এবং ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দান করিয়া সম্মানিত করেন। *

ফার্ষ্ট বুক আদি পুস্তকাবলীর খ্যাতি ও প্রচার।

প্যারীবাবু হেয়ার (কলুটোলা ব্রাঞ্চ্) স্কুলে কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্তির বৎসরেক পূর্ব্বেই তাঁহার রচিত সুবিখ্যাত ইংরাজি ফার্ষ্ট বুক অব রিডিং (First Book of Reading) ঐ বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে ইংরাজি প্রাথমিক শিক্ষার

From the Director of Public Instruction.

To Baboo Peary Churn Sircar,

Head Master, Collootollah Branch School.

Fort William. Dated May 1861.

"Baboo

The Lieutenant Governor has been pleased at my request to grant you a donation of Rupees (500) five hundred in acknowledgement of your meritorious and successful services during the last years as Head Master of the Colootollah Branch School, and it gives me great pleasure to forward you an audited bill for the amount.

2. The present crowded state of your class rooms, and the distniguished success of the candidates sent up to the last Entrance Examination, afford the most satisfactory proofs that your duties have been ably and conscientiously performed. It is therefore as the reward of approved merit that a substantial mark of His Honour's approbation is now conferred on you."

Yours faithfully

(Sd.) W. S, Atkinson.

জন্য বিদ্যালয় সমূহে বিলাতী ফাষ্ট নম্বর রিডার্, স্পেলিং বুক্ প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করান হইত। কিন্তু ঐ সকল পুস্তক এদেশীয় বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে সম্যগ্রূপে উপযোগী নহে, এই বিবেচনায় প্যারীবাবু ফাষ্ট বুক প্রণয়ন ও বারাসত বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তন করিয়া যে সুফল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেই সংবাদ ক্রমশঃ লোকপরম্পরায় শিক্ষক ও বিদ্যার্থী সমাজে প্রচারিত হয়। এবং প্যারীবাবুর পরম সুহৃদ ও গুণগ্রাহী, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের অন্যতম শিক্ষক বাবু প্রসন্নকুমার গুপ্ত, ইং ১৮৫৩ সালে ঐ পুস্তক কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের পাঠ্যপুস্তকাবলীর অন্তর্ভূত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষীয়গণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঐ বিদ্যালয়ের তৎকালীন হেডমাষ্টার টোয়েন্টিম্যান্ সাহেব প্রথমতঃ ঐ প্রস্তাবে আপত্তি করাতে প্রসন্নবাবু ছয় মাসের পরীক্ষা প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে ছয় মাস কাল নিম্নতম শ্রেণীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগে প্যারীবাবুর রচিত ফাষ্ট বুক্ ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ উপদেশ অনুযায়ী পাঠ করান হউক এবং অপর ভাগে প্রচলিত পুস্তক হইতে পূর্ব্বমত শিক্ষা দেওয়া হউক। কর্তৃপক্ষীয়গণ ঐ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে পরীক্ষায় প্যারীবাবুর পুস্তকের উৎকৃষ্টতা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতিপাদিত হয়। পর বৎসর প্যারীবাবু ঐ বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার পদে অধিষ্ঠিত হইলে, শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর গর্ডনইয়ং সাহেব, প্যারীবাবুর রচিত ফাষ্ট বুক্, সেকেণ্ড বুক্ ও পরবর্ত্তী পাঠ্যপুস্তক গুলি হেয়ার স্কুলে ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহে প্রচলন করিতে আদেশ প্রদান করেন।

অতঃপর ইং ১৮৫৬ অব্দে স্কুল সমূহের উন্নতি বিধান এবং পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটি নিযুক্ত করেন। ঐ

কমিটিও প্যারীবাবু যে প্রণালীতে ("Phonic system as modified by Dunning") তদীয় ফার্ষ্ট বুক রচনা করিয়াছিলেন এবং উহাতে নিম্নতন শিক্ষকগণের শিক্ষাদান সৌকর্য্যার্থ যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার উপকারিতা শিক্ষাবিভাগের গোচরে আনয়ন করেন এবং ঐরূপ অপরাপর পুস্তকের পুস্তক প্রচারের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন। * কমিটির এই অভিমত প্রকাশ, প্যারীবাবুর বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচনায় আগ্রহ অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করে, এবং তাঁহার রচিত ফার্ষ্ট বুকাদি পুস্তকাবলী—কেবল বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে নহে—ভারতের অপরাপর প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহে সমাদরে প্রবর্ত্তিত হয়।

প্যারীবাবুর ফার্ষ্ট বুক ও অপরাপর পুস্তক এদেশীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রবর্ত্তিত হইবার প্রায় বিংশতি বর্ষ পরে ইং ১৮৭৩ অব্দের প্রারম্ভ কালে বড়লাট নর্থব্রুক বাহাদুর এদেশে প্রচলিত বালক ও শিশু-পাঠ্য পুস্তকাবলীর উপযোগীতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটী মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ মন্তব্য অনুযায়ী বঙ্গদেশে একটী বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক সংশোধন সমিতি (School Book Revision Committee) সংস্থাপিত হয়। ঐ সমিতির সদস্য পণ্ডিতগণ (চার্লস্ এচ্ টনি, এস্ ডাইসন্, রবার্ট জার্ডিন্, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও সার্ রোপার্ লেথব্রিজ্) বিলাতে ও ভারতে প্রকাশিত যাবতীয় নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য ইংরাজি পুস্তক পরীক্ষা করিয়া ইং ১৮৭৪ অব্দের ২রা মার্চ, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর্ অ্যাট্‌কিনসন্ সাহেবের নিকট এক রিপোর্ট প্রেরণ করেন। ঐ রিপোর্টে উক্ত পণ্ডিতগণ প্যারীচরণের পুস্তকাবলীকেই এদেশীয়

* Report of the Committee for the Improvement of Schools—appointed July 1856.

বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ("On the whole the best we have seen for the lower classes")।

উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরবর্ষে প্যারীচরণ লোকান্তর গমন করেন। তদবধি সার্ রোপার্ লেথব্রিজ্ সাহেবের ন্যায় বিচক্ষণ ও সুপণ্ডিত ইংরাজ যে উক্ত কমিটির উপদেশানুযায়ী ঐ পুস্তকগুলির সংস্করণ ও প্রকাশের ভার লইয়া, বিলাত হইতে ঐ পুস্তকগুলি মুদ্রাঙ্কিত করিয়া এখনও এদেশে প্রেরণ করিতেছেন ইহা যে কেবল প্যারীচরণের ইংরাজি ভাষায় পাণ্ডিত্যের কথা ঘোষণা করে তাহা নহে, ইহা এদেশীয় পাশ্চাত্য বিদ্যার্থীগণের গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক অব্ রিডিং প্রকাশিত হইবার পর অর্দ্ধশতাব্দী কাল অতীত হইয়া গিয়াছে; বহুতর প্রবল প্রতিদ্বন্দীতার বাধা এবং কালের কঠোর ও অভ্রান্ত বিচার অতিক্রম করিয়া যে ঐ পুস্তকের আদর ও সম্মান এখনও অক্ষুণ্ণ আছে তাহাতেই উহার উৎকৃষ্টতা সপ্রমাণ করিতেছে। পরিবর্ত্তন ও উন্নতিই জগতের নিয়ম সুতরাং কালে হয়ত কোন অধিকতর সময়োপযোগী প্রাথমিক পুস্তক রচিত হইয়া প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুকের প্রতিপত্তি হরণ করিবে; কিন্তু এদেশে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে ঐ পুস্তক যে অতুল গৌরবকর আসন লাভ করিয়াছিল, সে স্মৃতি বিনষ্ট হইবার নহে। যতদিন এদেশে ইংরাজি শিক্ষার আদর থাকিবে, ততদিন প্যারীচরণ, বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচয়িতাগণের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পূজা পাইবেন!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিত গুলিতে লিখিত হইয়াছে যে একদিন প্যারীবাবুর চোরবাগানস্থ বাটীর বৈটকখানায় বিদ্যালয়ের

পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে কথা উঠিলে, স্থির হয় যে প্যারীচরণ ইংরাজি ভাষায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল পাঠ্য প্রাথমিক পুস্তকগুলি লিখিবেন, এবং সেই কথোপকথনের ফলস্বরূপ প্যারীবাবুর ফার্ষ্ট বুক এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ আদি পুস্তকাবলীর সৃষ্টি হয়। উক্ত কথোপকথনের কথা শ্রবণ করিলে সাধারণের ধারণা জন্মিতে পারে যে পারীবাবুর ফার্ষ্ট বুক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ একই সময়ে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু সেরূপ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ খ্রীঃ ১৮৫৫ অব্দে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রায় পাঁচবর্ষ পূর্ব্বে প্যারীবাবু বারাসতে অবস্থান কালে তদীয় ফার্ষ্ট বুক রচনা, প্রকাশ ও স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত করেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে যখন প্যারীবাবু হেয়ারস্কুলের কর্ত্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া নবীন উদ্যমে তদীয় ফার্ষ্ট বুকাদি পুস্তকের সংস্করণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন সেই সময়ে উক্ত কথোপকথন হয়। এবং উক্ত কথোপকথন সত্য হইলে বোধ হয় যে প্যারীবাবুর দৃষ্টান্তে বা তাঁহার পরামর্শেই তদীয় সোদরোপম সুহৃদ্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয়াদি চিরস্মরণীয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনাকার্য্যে ব্রতী হয়েন।

মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়তা।

হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন হইয়া প্যারীবাবুর প্রথম কার্য্য নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের পরিবর্ত্তন বা উন্নতি সাধন এবং দ্বিতীয় চেষ্টা মাতৃভাষা শিক্ষার উন্নতি কল্পে দুইটী হিতকর নিয়ম প্রচলনের জন্য আবেদন। বাঙ্গালা ছাত্র-বৃত্তি প্রাপ্ত বালকগণ অপরাপর ছাত্রগণের অপেক্ষা সহজে ও উৎকৃষ্ট-তর রূপে পাঠশিক্ষা করিয়া থাকে, এই কথা কর্ত্তৃপক্ষীয় দিগের গোচরে

আনয়ন করিয়া প্যারীবাবু প্রস্তাব করেন * যে একটী নিয়ম করা হউক যাহাতে বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞান না জন্মিলে কোন বালককে হেয়ার স্কুলের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হইবে না। প্যারীবাবু এই সময়ে আর একটী বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎকালে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকগণ যে কয় বৎসর বৃত্তি পাইত, সেই নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঐ সকল ছাত্রের হেয়ার স্কুলে ইংরাজি শিক্ষা অধিকাংশ স্থলে সম্পূর্ণ হইত না। বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানার্থ প্যারীবাবু প্রস্তাব করেন যে ঐ সকল বৃত্তিপ্রাপ্ত বালককে যে পর্য্যন্ত না তাহাদের জুনিয়র পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় ততদিন বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে পাঠ করিতে দিবার অনুমতি দেওয়া হউক। প্যারীবাবুর প্রার্থনা দ্বয় কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তৎক্ষণাৎ পূরণ করিতে অসমর্থ হইলেও উভয় বিষয়েই তাঁহারা সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধি

এই সময়ে প্যারীবাবু শিক্ষা বিভাগে আর একটী হিতকর পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। নিজ অভিজ্ঞতায় প্যারীবাবুর ধ্রুবধারণা হইয়াছিল যে সুকুমারমতি বালকগণের প্রাথমিক শিক্ষার ভার বিশেষ পারদর্শী

* Extract from the Head Master Babu P. C. Sircar's report on the Colootolah Branch School.

"I am persuaded that a rule requiring a certain amount of proficiency in vernacular as a necessary qualification for admission even into the lowest class of first grade schools like this would have the most salutary effect."

Report on Public Instruction, Bengal, 1861-62, p. 185.

শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু বিদ্যালয়ের অধস্তন শ্রেণীর শিক্ষকগণের অল্প বেতন হেতু উপযুক্ত শিক্ষক ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইত না। প্যারীবাবু আবেদন করেন যে গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় সমূহে নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিয়া মাসিক পঞ্চাশ টাকা নির্দ্ধারিত করা হউক। কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ প্যারীবাবুর মতের যুক্তি-সিদ্ধতা স্বীকার করেন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন ঐ ব্যয়বৃদ্ধিকর প্রস্তাবে অনুমোদন করেন নাই। এই বাঞ্ছনীয় আবেদন গ্রাহ্য না করিলেও, শিক্ষাবিভাগ তৎকালে প্যারীচরণের আর একটী প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন যদিও তাহার সুফল কেবল মাত্র হেয়ার স্কুলই ভোগ করিয়া ছিল। তৎকালে হেয়ারস্কুলের ও হিন্দুস্কুলের শিক্ষকগণের মধ্যে বেতনের তারতম্য ছিল—হেয়ার স্কুলের শিক্ষকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প বেতন পাইতেন। প্যারীবাবু এই বৈষম্যের অনৌচিত্য প্রদর্শন করিয়া একটী মন্তব্য (Minute) লিখেন, এবং ঐ মন্তব্যের ফলস্বরূপ, প্যারীবাবুর ব্যতীত, হেয়ারস্কুলের সকল শিক্ষকেরই বেতন বৃদ্ধি হয়। হেয়ারস্কুলের তৎকালীন দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, যে প্যারীবাবুর কল্যাণে সে সময়ে যে কয়জন শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। নীলমণি বাবু আরও বলেন, যে প্যারীবাবু তাঁহার নিজের বেতন বৃদ্ধির কথা ঐ আবেদনে বিন্দুমাত্রও উল্লেখ করেন নাই, কেবল তাঁহার অধস্তন শিক্ষকদের কথাই লিখিয়াছিলেন। সেই জন্য তৎকালে প্যারীবাবুর বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব নিজেই প্যারীবাবুর বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি করিয়াছিলেন।

ছাত্রগণের শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বিধানার্থ প্যারীবাবু হেয়ারস্কুলে

টানাপাখার ব্যবস্থা।

আসিবার অল্প দিন পরেই, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের মধ্যে আর একটী অনুচিত পার্থক্য নিরাকরণ করেন। তৎকালে গ্রীষ্মকালে ছাত্রগণের তাপক্লেশ নিবারণার্থে হেয়ারস্কুলে টানা পাখার বন্দোবস্ত ছিল না, যদিও নিকটস্থ হিন্দুস্কুলে টানা পাখা চলিত। হিন্দুস্কুল ধনীপুত্রগণের একচেটিয়া ছিল বলিয়া, হেয়ারস্কুলের ছাত্রগণ এই পৃথক বন্দোবস্তটীকে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন বলিয়া লোকসমাজে ঘোষণা করিত। প্যারীবাবু উভয় বিদ্যালয়ের এই পার্থক্য দূষণীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। এবং তিনি বালকগণের গ্রীষ্মক্লেশ নিবারণের জন্য হেয়ারস্কুলে টানাপাখার বন্দোবস্ত প্রয়োজন বলিয়া আবেদন করেন। প্যারীবাবুর অব্যবহিত উপরিতন কর্ম্মচারী প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল প্যারীবাবুর আবেদনের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া প্যারীবাবুর অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

বেতন গ্রহণের সুবন্দোবস্ত

শিক্ষকের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া প্যারীবাবু ছাত্রবৃন্দের মঙ্গল-বিধায়ক সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, অথচ তিনি কর্ত্তব্যস্থলে প্রভুস্থানীয় গভর্ণমেণ্টের লাভালাভের দিকেও উদাসীন ছিলে না, পরন্তু ঐরূপ কার্য্যেও তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রশংসা পাইতেন। প্যারীচরণের হেয়ারস্কুলে কর্ত্তৃত্ব-কালে বালকদিগের নিকট হইতে মাসিক মাহিনা আদায় করিবার জন্য একটী নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বে একজন সরকার প্রত্যেক বালকের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করিত, ঐ সময় হইতে নিয়ম হইল যে ছাত্রগণ নিজ নিজ শ্রেণীর শিক্ষকের নিকট বেতন দিবে। উক্ত নিয়ম পরিচালনের সময় প্যারীচরণ এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল

ক্লিণ্ট সাহেব এই কার্য্যের জন্য প্যারীবাবুর বিশেষ প্রশংসা করেন। *

হেয়ারস্কুল সম্বন্ধে প্যারীবাবুর শেষ কার্য্য ঐ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্ত্তন। তৎকালে ঐ স্কুলের নাম ছিল "কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল" কিন্তু লোক মুখে উহা হেয়ার সাহেবের স্কুল নামেই আবহমান কাল পরিচিত, কারণ স্কুল সোসাইটীর নেতা হেয়ার সাহেবই ঐ বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ উইলিয়ম গ্রে সাহেব একদিন ঐ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রাচীর গাত্রে হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ স্থাপিত শিলালিপি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেয়ার সাহেব কে ছিলেন, তিনি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্যারীবাবু তাঁহাকে, হেয়ার সাহেবই যে এ দেশে ইংরাজি শিক্ষার গুরু ও প্রকৃষ্টরূপে প্রবর্ত্তক এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন, একথা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেন। এবং অনুকূল সময় বিবেচনা করিয়া তিনি গ্রে সাহেবকে নিবেদন করেন যে ঐ বিদ্যালয়কে হেয়ার সাহেবের নামে অভিহিত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। গ্রে সাহেব ঐ প্রস্তাবে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলে, প্যারীবাবু অচিরে উদ্যোগী হইয়া বহুলোকের সাক্ষরিত

কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের নাম পরিবর্ত্তন—হেয়ার স্কুল।

---

* "The Offg. Principal (of the Presidency College—Mr. Clint) cannot conclude the Report of the (Colootolah) Branch School, without noticing the cheerful and effectual aid afforded by the Head Master Babu Peary Churn Sircar in the introduction of a new method of collecting fees, by which the boys of each class pay them to their respective teachers instead of being called upon individually by the school sircar."

Report on Public Instruction, Bengal, 1856-57, p. 250.

একখানি আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ আবেদনের ফলস্বরূপ ঐ বিদ্যালয়ের সহিত হেয়ার সাহেবের পবিত্র নাম বিজড়িত হইয়াছে। হেয়ার স্কুলের নূতন বাটী নির্ম্মাণের জন্য প্যারীবাবুই বিশেষরূপে গবর্ণমেণ্টকে উদ্বোধিত করেন। পুরাতন বাটীতে ছাত্রগণের স্থান সঙ্কুলান হইত না একথা তিনি পুনঃ পুনঃ নিবেদন করাতে পরিশেষে কর্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন। এবং ইং ১৮৬৭ সালে যখন ঐ বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইতেছিল, তিনি স্বসম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে, ঐ বাটী সত্বর নির্ম্মাণের আবশ্যকতার প্রতি বিশেষরূপে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যদিও ইং ১৮৬৩ সালে প্যারীবাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তিনি ১৮৬৭ সালে ঐ কর্ম্ম স্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হয়েন, তদবধি তাঁহার হেয়ারস্কুলের সহিত সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পাছে হেয়ারস্কুলের সুউচ্চ অবস্থার কোনরূপ অবনতি হয়, এই আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষীয়গণের আদেশে তিনি ঐ কয় বৎসর ২।১ ঘণ্টা করিয়া হেয়ার স্কুলে অধ্যাপনা করিতেন।

বারাসতে অবস্থান কালে প্যারীচরণ বিদ্যার্থীগণের হিতকল্পে যে সকল সদনুষ্ঠানের সূচনা করেন, কলিকাতায় আসিয়া সেই আগ্রহের হ্রাস হয় নাই, প্রত্যুত বর্দ্ধিষ্ণু আকারে তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করে। এই আগ্রহের প্রধান তিনটী ফল চোরবাগান প্রিপারেটারী স্কুল, চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়, এবং কলিকাতার ছাত্রাবাস (বর্ত্তমান ইডেন্ হিন্দু হোষ্টেল) সংস্থাপন।

প্যারীবাবু হেয়ার স্কুলে আসিয়া দেখিলেন যে অনেক ভদ্র সন্তান বেতনাধিক্য বশতঃ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারে না। এই সকল মধ্যবিত্ত পরিবারের বালকগণের ঐ অভাব দূরীকরণার্থ

তিনি, নিজ আবাসপল্লীতে একটী অল্পবেতনের মধ্যশ্রেণী ইংরাজি বিদ্যালয় (Chorebagan Preparatory School) সংস্থাপন করেন এবং প্রথমে নিজেই সযত্নে উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক হইয়া ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালন করিলে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহার ঐ কার্য্য দূষণীয় ভাবে দেখিতে পারে। প্যারীবাবু গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ব্যবসার জন্য ঐ বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই সুতরাং ওরূপ অখ্যাতির সম্ভাবনা মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ করিলেন। তিনি নিজে ঐ বিদ্যালয়ের সহিত সমস্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল বাবু ও পরে ভুবন বাবুর উপর ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালন ভার সমর্পণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ বিদ্যালয়কে নিজ সহানুভূতি ও সাহায্য দান হইতে বঞ্চিত করেন নাই। ঐ বিদ্যালয় স্থানীয় ব্যক্তি মাত্রেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের সুরম্যপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে মহা সমারোহের সহিত ঐ বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হইত। পরে ইং ১৮৬৪ অব্দে ভগ্নপ্রায় ট্রেনিং স্কুলের ভিত্তির উপর, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপুল উৎসাহে মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিটিউসন স্থাপন করিলে, প্যারীচরণ স্বপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয় বিলয় প্রাপ্ত হইল।

চোরবাগান প্রিপারেটারী স্কুল।

প্যারীচরণ কলিকাতায় আসিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর বালকগণের জন্য উক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দরিদ্র ছাত্রগণের শিক্ষাদানকার্য্যে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তিনি উপায় বিহীন শিক্ষার্থীগণকে, বিদ্যালয়ের

দরিদ্র ছাত্রগণকে সাহায্য দান।

বেতন, পুস্তক, অন্ন, বস্ত্র নিয়মিতরূপে, সাধ্যাতীত ভাবে দান করিতেন। প্যারীচরণের এই বদান্যতা, পরিচিত ও নিকটস্থ ছাত্রগণের প্রতি আবদ্ধ ছিল না, দূরস্থ ছাত্রগণও সেই করুণার আস্বাদ পাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিতে প্রকাশ আছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক তদীয় জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গরিব ছাত্রগণকে বিতরণের জন্য প্যারীচরণ স্বরচিত পুস্তকাবলী প্রেরণ করিতেন। প্যারীচরণের বাসভবনে সকল সময়েই দুই চারিটী নিরাশ্রয় ছাত্র বাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। তিনি পরিচিত দীন ছাত্রগণের পীড়া হইলে, নিজ অর্থে চিকিৎসার ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতেন, এবং পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাহাদের সতত তত্ত্ব লইতেন। প্যারীবাবুর মৃত্যুকালে সাপ্তাহিক সমাচার লিখিয়াছিলেন— *

"তাঁহার আয় যখন তাদৃশ অধিক ছিল না, এমন কি মাসিক দুই শত টাকা বেতন লইয়া বহু পরিবার প্রতিপালনে বিব্রত ছিলেন, তখনও তিনি দাতৃত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা সেই সময় তাঁহাকে হেয়ার স্কুলের দরিদ্রবালকগণকে নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করাইয়া রোগমুক্ত করাইতে দেখিয়াছি।"

ছাত্রাবাস—হিন্দু হোষ্টেল।

যে কারণ পরম্পরায় প্রণোদিত হইয়া প্যারীচরণ বারাসতস্কুলে ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন, হেয়ারস্কুলে কর্ম্ম করিবার সময় তিনি কলিকাতায় সেই সকল কারণ অধিকতর পরিমাণে বিদ্যমান দেখিলেন। তিনি দেখিলেন এই রাজধানীতেও প্রবাসী ছাত্রগণ সুবিধা অভাবে যথেচ্ছা বাসা করিয়া অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, এবং সে স্থানে নানা অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত লোকেদের সহিত সংসর্গে বাস করাতে তাহাদের পাঠের ব্যাঘাত হয়। পরন্তু অভিভাবক বিহীন অবস্থায়, কলিকাতার ন্যায় প্রলোভন

* সাপ্তাহিক সমাচার, ১০ই কার্ত্তিক, ১২৮২।

পরিপূর্ণ স্থানে, তাহাদের নৈতিক অকল্যাণ ও শারীরিক বিপদের সমূহ সম্ভাবনা। এই সকল কারণ জ্ঞাপন করিয়া প্যারীবাবু গবর্ণমেণ্টের নিকট কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট একটী ছাত্রনিবাস সংস্থাপনের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিলেন, এবং রাজকীয় সহানুভূতি পাইয়া লালাবাজারে প্রথমে ৪৫ জন ছাত্রের বাসোপযোগী, মাসিক ৪০৲ টাকা ভাড়ায় একটী বাটী গ্রহণ করিয়া ঐ ছাত্রনিবাস উন্মুক্ত করিলেন*। এই অনুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে অর্থসাহায্য করিতে সম্মত হয়েন নাই, কিন্তু প্যারীবাবু তাহাতে ভগ্ন মনোরথ না হইয়া, ছাত্রগণের নিকট গৃহীত অর্থেই ঐ ছাত্রাবাস পরিচালন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। প্যারীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার এবং তাঁহার বন্ধু ডাক্তার দীননাথ ধর ঐ ছাত্রাবাসের অবৈতনিক চিকিৎসক ও পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন এবং হেয়ার স্কুলেরই অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তীর উপর ঐ ছাত্রাবাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করা হইল। প্যারীচরণকে এই ছাত্রাবাসের স্থায়িত্বের ও উন্নতির জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইত। কিছু কাল কেবলমাত্র প্যারীবাবুর যত্নে এই ছাত্রাবাস স্থায়িত্বের লক্ষণ দেখাইলে, তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের বিশেষ প্রশংসা ও অনুরোধে, গবর্ণমেণ্ট ইং ১৮৬২ সালের জুন মাস হইতে এই ছাত্রাবাসের সাহায্যার্থে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সময় হইতে ঐ ছাত্রাবাসের সুপারিইন্‌টেণ্ডেণ্টের মাসিক ৪০৲ বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। পরে যখন ঐ ছাত্রনিবাস সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ ছাত্রবাস সংস্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট ঐ দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন, তখন প্যারীচরণ ধীরে ধীরে ঐ ছাত্রাবাসের রক্ষণাবেক্ষণের

ভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্যারীচরণের সেই ছাত্রাবাসে লালিত পালিত হইয়া অনেকানেক ছাত্র এক্ষণে উচ্চপদস্থ হইয়াছেন ও সংসারে সুনাম ও কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। প্যারীবাবুর সেই ক্ষুদ্র ছাত্রাবাস এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষণে ও দেশীয় ধনাঢ্যব্যক্তিগণের অর্থে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া বৃহদায়তন সুবিখ্যাত ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে পরিণত হইয়াছে। কতশত মফস্বলবাসী গণ্যমান্য ব্যক্তি আপনাদের নয়ন পুত্তল সন্তানকে ইডেন হোষ্টেলে পাঠাইয়া পুত্রের কল্যাণ হেতু নানাবিধ দুশ্চিন্তার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু কয়জন অবগত আছেন যে ঐ ছাত্রমণ্ডলীর বিবিধ শুভপ্রদ আবাস ভবনের স্থাপয়িতা প্যারীচরণ সরকার!

বালক সম্মিলনী
ছাত্র সম্মিলনী

খৃষ্টীয় ১৮৬৫ অব্দে প্যারীবাবু অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সুনীতি ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্য একটী বালক-সম্মিলনী (Juvenile Association) প্রতিষ্ঠা করেন। * কলুটোলা ব্রাঞ্চ-স্কুল ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে

---

* প্যারীবাবুর স্বহস্তে লিখিত, এই বালক সম্মিলনীর উদ্দেশ্যজ্ঞাপক প্রতিষ্ঠা পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"Juvenile Assosiation.

"To persuade native boys to associate and sympathize with each other for the puposes of improvement, and to train them, as much as possible, to proper habits of life, some of their friends have agreed to sit with them by turns every Sunday morning in the premises of the Colootola Branch School or any other Educational Institution that may be convenient, to converse with them between the hours of 7 A. M. and 9 A. M. on questions bearing on practical morality and to give them such instructions and illustrations as are likely to prove useful and interesting.

Every allusion to politics or any particular form of religion

উহার অধিবেশন হইত, একদিন ইংরাজি বা বাঙ্গালায় ও অপরদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকগণের জন্য শুদ্ধ মাতৃভাষায় উপদেশ দান করা হইত। সকল বিদ্যালয়ের বালকগণ ঐ সম্মিলনীতে যোগদান করিতে পারিত এবং ৮।১০ জন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পণ্ডিত, প্যারীবাবুর অনুরোধক্রমে ঐ বালক-সম্মিলনীতে উপদেশ দানের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বালক সম্মিলনীর সমকালে বা উহার পরবর্ত্তী-কালে প্যারীবাবু অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বিদ্যার্থীগণের হিতকল্পে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটী ছাত্র-সম্মিলনী (Students' Association) সংস্থাপন করেন। উক্ত উভয় সম্মিলনীতেই নীতি, ব্যবহার ও বিদ্যাবিষয়ক উপদেশ দান করা হইত কিন্তু রাজনীতি, বা কোনও বিশেষ ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দান একবারে পরিহার করা হইত। এই সম্মিলনীদ্বয় সংস্থাপন ও পরিচালন বিষয়েও প্যারীবাবু কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের অনুমতি ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রসম্মিলনীতে বয়স্ক ছাত্রগণকে অবশ্য বালকগণের মতে উপদেশ দান করা হইত না। উহাতে সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত। ঐ ছাত্র সম্মিলনী (Students' Association) এক সময়ে বিশেষ

---

shall be studiously avoided. Boys who cannot comprehend instructions given in the English language will meet on the 2nd and 4th Sundays of every month. When the business of the the association will be conducted only in Bengalee. More advanced youth will meet on 1st & 3rd Sundays when both Bengalee and English will be the language used.

15th July 1865. *Peary Churn Sircar.*

Approved by the Director of Public Instruction, 19th July 1865.

Approved by the Principal Presidency College, 22nd July 1865".

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দেশের কয়েক জন সুবিখ্যাত বাগ্মীবর এক সময়ে ঐ সমিতির সভ্যদলভুক্ত ছিলেন।

চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়

প্যারীচরণের শিক্ষা বিস্তারে অনুরাগ কেবল বালকদিগের হিত-সাধনায় পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি যে কর্ত্তব্যের প্রেরণায় বারাসতে বঙ্গের প্রথম গ্রাম্য-বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান চিরজীবনই তাঁহার অন্তরে বলবান ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্যারীচরণের পরম সুহৃদ মহামতি বীটন্ সাহেব কলিকাতায় চির-স্মরণীয় স্ত্রী-বিদ্যালয় (Bethune Girls' School) স্থাপন করেন, তখন প্যারীচরণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন; তিনি ঐ বিদ্যালয়ে ছাত্রী-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আত্মীয় বন্ধুবর্গ মাত্রেরই ঐ বিদ্যালয়ের উপর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। * পরে বারাসত হইতে কলিকাতায় আসিয়া তিনি নিজ পল্লীবাসিনী সামান্য অবস্থাপন্না বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ ইং ১৮৬৩ সালে চোরবাগান বালিকবিদ্যালয় সংস্থাপন এবং যাবজ্জীবন ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন। ঐ বিদ্যলয়ের ছাত্রীগণ ব্যতীত বিবাহিতা বালিকাগণকে বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহিত করিবার জন্য, তাহাদের স্ব স্ব গৃহে বিদ্যাভ্যাসের বৎসরান্তে পরীক্ষার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া ঐ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ বালিকগণকে মাসিক বৃত্তি অলঙ্কার এবং অন্যান্য পারিতোষিক প্রদান করা হইত।

---

* জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত প্যারীবাবুর বীটন্ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতি সহানুভূতি অক্ষুন্ন ছিল। ইং ১৮৭৩ সালে ১লা এপ্রিল তারিখে প্যারীবাবু ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নিযুক্ত হয়।

ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ-কার্য্য সমারোহের সহিত সমাধা হইত। দেশের অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া বালিকাগণকে উৎসাহিত করিতেন, এবং ঐ পারিতোষিক-ভাণ্ডারের পরিপোষণ করিতেন। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মহামনা ফিয়ার সাহেব এই পারিতোষিক সভা উপলক্ষে প্যারীচরণের চোরবাগান বাটীতে সস্ত্রীক আগমন করিয়া তাঁহার সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

ঐ বালিকা-বিদ্যালয় একসময়ে বিশেষ উন্নতি-লাভ করিয়াছিল। এক বৎসর ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক সভায় বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিবার সময় প্যারীবাবু সমবেত-ব্যক্তিবর্গের নিকট জ্ঞাপন করেন যে সেই বৎসর প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বীটন্-বালিকা-বিদ্যালয় ও চোরবাগান বালিকা-বিদ্যালয় উভয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া একবাক্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে শেষোক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ উৎকৃষ্টতর শিক্ষালাভ করিয়াছে। ঐ সভায় বিচারপতি ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তিনি তৎকালে বীটন্-বালিকা-বিদ্যালয়েরও আবার কর্তৃস্থানীয় (President) ছিলেন। ফিয়ার সাহেব প্যারীবাবুর ঐ উক্তি শ্রবণ করিয়া রহস্য-ছলে সহাস্যমুখে বলেন "I see I have come to an enemy's camp"—'দেখিতেছি আমি একটি বিপক্ষ-শিবিরে আসিয়াছি'।

চোরবাগানস্থ ঐ বালিকা-বিদ্যালয়ের এখনও অস্তিত্বলোপ হয় নাই। প্যারীচরণের পরলোকগমনের পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবন মোহন সরকার মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুরাপান নিবারণে।

পাশ্চাত্যশিক্ষার অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ সময়ে ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজে পানদোষ প্রবল প্রতাপে বঙ্গদেশে দেখা দিয়াছিল। সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই সুরাদানবীকে পাশ্চাত্য সরস্বতীর সহযাত্রী বিবেচনা করিয়া সশঙ্কিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন নেতার অভাবে কেহই সেই অগণ্যবাহিনী কুহকীর অপ্রতিহত গতিপথে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হয়েন নাই। প্যারীচরণই প্রথমে সেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং অদম্য সাহসে রণশঙ্খ নিনাদিত করিয়া স্বদেশীয়-গণের অলস সুষুপ্তি ভঙ্গ করিতে সচেষ্ট হয়েন।

বাল্যকালেই প্যারীচরণ সুরাপানের বিপক্ষমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন, তদীয় শিক্ষাগুরু মহাত্মা ডেবিড হেয়ার এ বিষয়েও প্যারীচরণের মন্ত্রদাতা। তদবধি বঙ্গীয় ভদ্র সমাজে সুরার উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত প্রতিপত্তি ও বিষময় ফল অহরহঃ লক্ষ্য করিয়া প্যারীচরণ সদাই বিষণ্ণ হইতেন ও বন্ধুবর্গের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতেন। সে সময়ে, যাঁহারা শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ভবিষ্য উন্নতির একমাত্র আশাস্থল

বোধে অভাগিনী বঙ্গভূমি যাঁহাদের মুখপানে দীননয়নে চাহিয়াছিল, তাঁহারাও সুরাস্বৈরিণীর মোহজালে দিন দিন পতিত হইতেছিলেন, এমন কি কলেজের ছাত্র ও বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যেও পানদোষ সাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সুরাপানে অনাসক্তি, শিক্ষিত-সমাজে কুসংস্কার বলিয়া লাঞ্ছিত হইত এবং বন্ধু সম্মিলনীতে মদিরার পিয়ালা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ বর্ব্বরতা বলিয়া উপহসিত হইত। প্যারীচরণ লিখিয়া গিয়াছেন * যে তিনি একদা একটী বন্ধুসম্মিলনী উপলক্ষে কোনও ভদ্রলোকের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিয়া দেখেন, যে নিমন্ত্রিত চল্লিশজন ভদ্রলোকের মধ্যে অনধিক দ্বাদশজন ব্যতীত সকলেই মদিরাপানানন্দ লাভ করিবার জন্য একটী পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন প্রথম পিয়ালা গলাধঃকরণ করিয়াই বাহিরে আসিলেন, এবং বহির্দ্দেশে উপবিষ্ট মাদক-আস্বাদন-বিরোধী বেচারা কয়টীকে গোলাপীনেত্রে অবলোকন করিয়া যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিলেন, ও ইংরাজি শিক্ষা শেষোক্ত দুর্ভাগ্যগ্রস্তগণের পক্ষে নিতান্তই বিফল হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন!

সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যখন উক্তরূপ অধঃপতন, তখন অপরাপর ব্যক্তিগণ যে তাঁহাদের পশ্চাদগমন করিবে,—সুরা যে অনেকানেক সোণার সংসারকে ছারেখারে দিবে, গৃহে গৃহে হাহাকার উত্থিত করাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! প্যারীচরণ বাহিরে এই নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন এবং তাঁহার নিজগৃহেও সেই শোচনীয় অভিনয় দর্শনের অভাব ছিল না। প্যারীচরণের এক অগ্রজ পানদোষে বিপথগামী হইয়া, উপদ্রব অত্যাচার ও অবৈধ আচরণে জননী, স্ত্রী ও

* The Tree of Intemperance. Page 11.

পরিবার বর্গের অহরহঃ মর্ম্মান্তিক পরিতাপের কারণ হইয়াছিলেন। প্যারীচরণের অন্যান্য সদ্‌গুণের ন্যায় ভ্রাতৃস্নেহও প্রবল ছিল; তিনি সহোদরকে এই ভীষণ পতন হইতে রক্ষা ও উত্তোলন করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল।

উক্ত কারণ সমূহে প্যারীচরণের মনে ধ্রুব প্রতীতি হইয়াছিল যে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির আশু প্রতীকার না করিলে দেশ উৎসন্নে যাইবে এবং ভদ্রসমাজ নিরয়গামী হইবে। ব্যাধি সুকঠিন, সুতরাং চিকিৎসা সহজসাধ্য বা ব্যক্তিবিশেষের সাধ্যায়ত্ত নহে তাহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা, অবশ্যকর্ত্তব্য, অতএব তাঁহাকে করিতেই হইবে। এই কর্ত্তব্য সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া প্যারীচরণ খৃষ্টীয় ১৮৬৩ সালের ১৫ই নবেম্বর "বঙ্গীয় মাদকনিবারিণী সমাজ" (The Bengal Temperance Society) স্থাপন করেন।

এই সমাজ স্থাপনের দিন সভাস্থলে প্যারীচরণের কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুমাত্র উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁহারাই ঐ সভার কার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করেন। প্যারীচরণ স্বয়ং উহার সম্পাদকত্বগ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় বি, এ, তদীয় সহকারী পদে নিযুক্ত হয়েন। এতদ্ব্যতীত বাবু দীননাথ ধর, বাবু রাজেন্দ্র নাথ বসু, বাবু প্রসন্নকুমার গুপ্ত, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মৌলভি সৈয়দ জায়মুদ্দিন হোসেন, বাবু বীরেশ্বর মিত্র এম্ এ, এবং বাবু মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ঐ সভার কার্য্য পরিচালনের এবং সাধারণে প্রচারের জন্য পুস্তিকা ও পত্রাদির রচনা, অনুবাদ, নির্ব্বাচন ও প্রকাশের সাহায্যভার গ্রহণ করেন। এই সভায় যে দশটী মন্তব্য স্থির হয় তাহার প্রধান কয়েকটী নিম্নে অনূদিত হইল:

"১। মাদকসেবন দেশব্যাপী হইয়া দুষ্ক্রিয়া, দৈন্য, ব্যাধি ও অধঃপতন ভয়াবহ পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে; রাসায়নিক বিশ্লেষণ, শরীর তত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তথ্য, শত শত মহাযশস্বী ভিষকগণের অভিমত এবং নানাদেশীয় বহুদর্শন অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, স্বাস্থ্যে বা পীড়ায়, খাদ্য বা অন্নরূপে, ক্ষুন্নিবারণ বা বিলাসিতার জন্য, শ্রমক্লিষ্ট দেহ বা মনের পরিপুষ্টি করণার্থে, রোগ নিবারণের বা আয়ু-বৰ্দ্ধনের উপায় স্বরূপ, কোন প্রকার প্রমত্তকারী পানীয়ের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, প্রত্যুত উহা দুষ্ক্রিয়া, দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যু জননের অত্যুর্ব্বর ক্ষেত্রস্বরূপ; সুরা একটী তীব্র বিষ, এবং উহার অল্পমাত্রায় ব্যবহারও অনিষ্টকারী; সর্ব্বদেশে বিশেষতঃ এদেশে দৃষ্ট হইয়াছে যে মদিরার পরিমিত পানই অধিকাংশ স্থলে ঘোরতর পাশব প্রমত্ততার প্রথম সোপান স্বরূপ হয়;—এই সকল কারণে সর্ব্ব প্রকার মদ্যপানে বিরতির অভ্যাস গ্রহণ ও প্রবর্ত্তনের এবং সুরাপানের বিষময় ফল সপ্রমাণিত ও প্রকাশিত করিবার উদ্দেশে, যাবতীয় দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমবেত উদ্যম আহ্বান করিয়া "বঙ্গীয় মাদকনিবারিণী সমাজ" (Bengal Temperance Society) নামে একটী সমিতি গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।

"২। পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বয়স্ক যে সকল ব্যক্তি ইহার নিয়মাবলী প্রতিপালনে স্বীকৃত হইয়া ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদের লইয়া এই সমাজ সংগঠিত হইবে।

"৩। মদ্যপানের কুফল প্রকাশ বা প্রমাণকারী ইংরাজি বাঙ্গালা এবং উর্দ্দু ভাষায় রচিত, অনূদিত বা উদ্ধৃত পত্র বা পুস্তকাবলী জনসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ বা অত্যল্প মূল্যে বিক্রয় করা হইবে।

"৪। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে এবং মফস্বলে মদ্যপানবিরোধী ব্যক্তিগণের এক একটী স্থানীয় ভ্রাতৃসমিতি (Fraternity) সংগঠিত হইবে। এবং ঐ সকল ভ্রাতৃ বা শাখা সমিতির সম্পাদকগণ প্রধান সভার সম্পাদকের সহযোগী স্বরূপ কার্য্য করিবেন।" ইত্যাদি—

এই সভায় এবং ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনে ক্রমশঃ সর্ব্বশুদ্ধ উক্তরূপ ষোড়শটী মন্তব্য বা নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল তাহার মধ্যে

একটীতে মিতপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন ও উহা দমন করিবার চেষ্টা সমাজের উদ্দেশ্যের অন্যতম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ঐ নিয়মাবলীর অনুযায়ী সমাজের কার্য্য পরিচালিত হইত।

এই সমাজ প্রতিষ্ঠার ছয়মাস পরে, উহার কার্য্যনির্ব্বাহের বন্দোবস্ত স্থির করিয়া, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে, প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সী কলেজে একটী মহতী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন। দেশের অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্যারীচরণকে উৎসাহিত করেন, এবং এই মহৎকার্য্যে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিয়া, প্যারীচরণকে যে সহানুভূতি সূচক একখানি পত্র প্রেরণ করেন তাহার প্রতিছত্র আনন্দ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত।*

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহানুভব ডল সাহেব (Reverend C. H. Dall) ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং স্বর্গীয় পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাননীয় আজিমুদ্দিন খাঁ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচাপতি ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বেঙ্গলী পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন, ঐ সভাস্থলে প্যারীচরণের মাদক-নিবারিণী সমিতির সদস্য নিযুক্ত হয়েন। ঐ অধিবেশনের পর এক

---

* "I therefore hail with joy the inauguration of a Society in this city which aims at the disruption of one of the most fertile sources of crimes, corruption and wretchedness in our country. I shall take the deepest interest in its progress and give my cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of this dreadful vice and the reclaiming of those who have succumbed to its influence."

Extract from a letter dated the 23rd May, 1864, from Raja Radha Kant Deb Bahadur, addressed to Babu P. C. Sircar.

বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চৌষট্টিটী উপরোক্তরূপ ভ্রাতৃসমিতি সংস্থাপিত হয়, এবং প্রত্যেক সমিতির এক একজন সুযোগ্য সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। বরাহনগরে, বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মেদিনীপুরে, জজ হরচন্দ্র ঘোষ স্থানীয় ভ্রাতৃ সমিতির সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। এবং বাগ্মীবর কৃষ্ণদাস পাল এই সভার একজন বিশেষ হিতৈষী সদস্য হয়েন। ক্রমে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল পর্য্যন্ত এইরূপ শাখাসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্যারীবাবু ঐ সকল শাখা সমিতিতে সময়ে সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আহূত হইতেন। তিনি এই উপলক্ষে গ্রীষ্মাবকাশের সময় কয়েকবার আগ্রা, এলাহাবাদ বারাণসী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ মাদকনিবারিণী সম্প্রদায়কে উৎসাহ দান করিতেন। কলিকাতায় ও নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরাজদিগের মদ্যপান নিবারিণী সভা সমিতিতেও তিনি উৎসাহ দান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া গমন করিতেন।

প্যারীচরণের প্রিয় ছাত্রবর্গ, এবং অপরাপর কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ এই মাদকনিবারিণী সভায় আগ্রহের সহিত যোগদান করেন।

প্যারীচরণ এই সভার উন্নতি আশায় প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহার পুস্তক ও পত্রাদি লিখন বিষয়ে প্রায় সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে নিজে করিতে হইত। এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহ সম্বন্ধে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকিলেও সে নিয়ম কার্য্যকর হয় নাই, সমস্ত ব্যয়ভারই প্যারীচরণ হৃষ্ট চিত্তে বহন করিতেন। সভার মুখপাত্র স্বরূপ প্যারীচরণ 'ওয়েল উইশার' (Well Wisher) নামক একখানি ইংরাজি মাসিক পত্র এবং পরে ইংরাজি-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পাঠার্থে "হিতসাধক" নামক একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রদ্বয় প্যারীবাবু বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন।

উভয় পত্রেই সাধারণের শিক্ষাপ্রদ নানা বিষয়ের প্রবন্ধ থাকিত। ওয়েল উইশার পত্রখানি ইউরোপে অবধি আদৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন বঙ্গসমাজের নিকট ঐ ওয়েল উইশার এবং হিতসাধক কিরূপ আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে প্যারীচরণ স্বয়ং হিতসাধক পত্রে যেরূপ লিখিয়াছিলেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"মাদকসেবন আমাদিগের মধ্যে এত সাধারণ হইয়া উঠিয়াছে যে, উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলে, লোকে পাগল মনে করে। এবং যে পুস্তকে মাদকসেবনের বিরুদ্ধে কিছু লেখা থাকে, অতাল্প লোকে তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক হয়। স্যাম্পেন নামক সুরা প্রতিবৎসর কোন্ জাতির মধ্যে কত বোতল ব্যবহৃত হয়, তাহার তালিক পূর্ব্ব সংখ্যক পত্রে দেখিয়া, আমাদের পরমাত্মীয় জনৈক বন্ধু বলিয়াছেন, হিতসাধকেও৷ বোতল ঢুকেছে, তবে এখানাও আর কেউ পড়বে না। আমরা জ্ঞাত আছি বটে যে, আমাদের ইংরাজী "ওএল উইশার" পত্রিকায় সর্ব্বদা সুরাপানের বিরুদ্ধে লেখা হয় বলিয়া, অনেকে ঐ পত্রিকা পাঠ করেন না। মাদকপ্রিয় ব্যক্তির সংখ্যা এত অধিক বটে, যে মাদকদ্রব্যের নিন্দা থাকিলে হিতসাধকের উপরেও অনেকে বিরক্ত হইবেন, কিন্তু তাহা জানিয়াও আমরা উচিতবাক্য না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।"

হিতসাধক—১২৭৫, বৈশাখ।

যাঁহারা প্যারীচরণের মাদকনিবারণী সমাজের সভ্য হইতে স্বীকৃত হইতেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত মর্ম্মের তিনপ্রকার ইংরাজি প্রতিজ্ঞা পত্রের (Declaration) কোনও একটীতে স্বাক্ষর করিতে হইত :—

১ম। আমি কখন সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

২য়। যথার্থ ঔষধরূপে ব্যতীত আমি অপর কোনও কারণে সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

৩য়। ধর্ম্মাচরণ রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত অপর কোনও কারণে আমি সুরাপান করিব না বা সুরাপানে প্রশ্রয় দিব না।

প্রথমটীই প্রশস্ত প্রতিজ্ঞা পত্র, কিন্তু অ্যালোপ্যাথিক ভিষক্‌গণের

ব্যবস্থাপত্রে প্রায়ই অ্যালকোহল প্রবেশ লাভ করে বলিয়া অধিকাংশ লোকেই ২য়টীতে স্বাক্ষর করিত। এবং মফস্বলের তান্ত্রিকগণের ওজর আপত্তি খণ্ডনের জন্য, তাঁহাদিগকে ৩য় প্রতিজ্ঞা পত্রটীতে সহি করান হইত।

প্যারীচরণ প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞা পত্রটীরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি অনুরাগের ইহাই অন্যতম কারণ। তিনি বহুতর উচ্চতম শ্রেণীর ইউরোপীয় ও মার্কিন ডাক্তার গণের অভিমত সংগ্রহ করিয়া এবং গ্রেট ব্রিটেনের দুই সহস্র শ্রেষ্ঠ ও মহামান্য চিকিৎসকগণের স্বাক্ষরিত একখানি ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে ঔষধার্থে সুরা ব্যবহারের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহার পরিমিত বা অল্পমাত্রায় পানও অনিষ্টকারী, পানাভ্যাস ক্রমে ক্রমে বা হঠাৎ এককালীন ত্যাগ করিলে শরীরের কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই এবং মনুষ্যসমাজ হইতে সুরাব্যবহার পরিত্যক্ত হইলে, মনুষ্যজাতির সকল প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দ এবং স্বাস্থ্য ও শ্রী সম্বর্দ্ধিত হইবে। এবং তিনি দেশীয় ডাক্তারগণকে তাঁহাদের ব্যবস্থা পত্র গুলিকে সুরাবর্জ্জিত করিতে সতত অনুরোধ করিতেন। তিনি "মদ্য মদেয় মপেয় মনিগ্রাহ্যম" শ্রুতি ও ইত্যাকার বহুতর শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মাচরণার্থে সুরা ব্যবহারের অযুক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে "ব্যাণ্ড অব্ হোপ" সংক্রান্ত বহুবিধ পত্র ও পুস্তকাদি তাঁহার নিকট আসিত। প্যারীচরণ সেই সকল পুস্তকাদি হইতে এবং দেশে অনুসন্ধান করিয়া মদ্যপানের ভয়ানক অনিষ্টকারিত্ব প্রমাণক বাস্তব ঘটনাবলীর প্রচার করিতেন। এবং তিনি সেই সকল অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ, ওয়েল উইশার ও হিতসাধক

পত্রদ্বয়ের মলাটে মাদকসেবন বৃক্ষের যে রূপকচিত্র মুদ্রিত করিতেন, তাহার ভীষণ সত্যতা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে আতঙ্ক উৎপাদন করে। পাপপ্রবৃত্তি, চিত্তদৌর্ব্বল্য, ভোগলালসা, কুসংসর্গ, অসৎদৃষ্টান্ত ও ইন্দ্রিয়প্রবলতা ঐ মাদকসেবন তরুর মূল; দরিদ্রতা, কর্ত্তব্যবিমূঢ়তা দুষ্ক্রিয়াসক্তি, রিপুপ্রভুত্ব, বুদ্ধিভ্রংশতা ও রুগ্নতা উহার শাখাবলী, এবং মনস্তাপ, অপমান, ক্রোধ, ব্যভিচার, আত্মহত্যা, অকালমৃত্যু, অপমৃত্যু প্রভৃতি ঐ পত্রপুষ্পশোভাশূন্য সতেজ ও বীভৎস বৃক্ষের অগণিত ফল। একদিকে শয়তান উহার পাদমূলে জলসিঞ্চন করিতেছে অপরদিকে মৃত্যু উহাকে ভূমিসাৎ করিবার জন্য কঙ্কালসার হস্তে কুঠার উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, এবং পরমেশ্বরের রোষাগ্নি উহাকে বিদগ্ধ করিবার জন্য শিখরদেশে অবতরণোন্মুখ!

প্যারীচরণ কখন উক্তরূপ আতঙ্কপ্রদ প্রাঞ্জল চিত্রে, কখন বা সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ বাক্যে, কখন বা মদ্যপদিগের ঘৃণাকর ব্যবহারের উদাহরণে, সুরার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবার চেষ্টা করিতেন। তিনি মিতপায়ী ও মাতালদিগের মধ্যে কোনও প্রভেদ দেখিতেন না, পরন্তু মিতপানই সর্ব্বনাশের মূল, বলিয়া বিবেচনা করিতেন। মদ্যপায়ী দিগের লোমহর্ষণ দুষ্ক্রিয়াবলী ও পরিণাম এবং মিতপানের অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে প্যারীবাবু যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহার একটীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম—

"Drunkenness in one has the effect of dissuading many from the vice of Intemperance. But moderate drinking breeds, fosters, and perpetuates Intemperance in a whole community. Hard drinking is strongly impressed with the stamp of odiousness upon every one of its features; and to be shunned needs but to be seen. The bloated appearance, the furious raving, the demoniacal excitement, and the beastly filthiness, that mark the drunkard, are too

shocking to engage the sympathy of others. Drinkers themselves hate him, and avoid his company. Who that has witnessed a human being, the image of God, wallowing in the mire of a public sewer, or a living man, perhaps of a respectable position, carried in a swing on the shoulders of police men, or a healthy and wealthy neighbour wasted to skeleton or reduced to beggary, will ever like to be a drunkard? Who that has heard of a son lifting his impious arms to strike a venerable parent, of a husband consigning to endless and hopeless misery a tender wife, or of a father starving his helpless children, will ever follow the example of a drunkard? Who that has heard of a respectable Brahmin in a village not far from Calcutta, on the occasion of the Kali Puja offering himself, as the goat to be sacrificed to the goddess, and his companions of the bottle actually preparing to sacrifice him in due form, till he was rescued from the Hari kât (sacrifice post) by men alarmed by the cries of one less drunk than they, will ever think of being a drunkard? Who that has heard of the shocking story (O that it were false as any could be) of Hindus of the highest classes while engaged in the pious duty of burning on the banks of the Ganges the remains of a deceased relative, tearing off from the funeral pile—execrable sacrilege—a half burnt limb to be used cannibally as relish to their abominable grog drunk on the spot, will not shudder at the name of a drunkard, and shun him as the foulest abomination? No! Drunkenness can never attract, but always repels followers. It is moderate drinking that generates, nourishes, and spreads the vice of Intemperance. In the garb of a beneficient friend, Moderation—the Syren—enters the precincts of every household with confidence, and easily succeeds in enthralling its members. Religion, good sense, virtuous training and natural aversion are ineffectual barriers against such an insidious foe. Treacherous appetites disclose an unguarded passage through the vaults of the heart, while sophistry lulls reason to sleep in the lofty towers of the mind, and Moderation disguises her real character to rouse the suspicions of any one."—The Tree of Intemperance, by Prof. P. C. Sircar. Pages 46-47.

উপরোদ্ধৃত উক্তির অনুবাদ না করিয়া, ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকার জন্য, প্যারীচরণই বঙ্গভাষায় প্রায় তুল্যরূপ মর্ম্মে অন্যত্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"সুরার অনিষ্টকারিতা সকলেই সর্ব্বদা স্বচক্ষে দেখিতেছেন, এবং অনেকেই যাবজ্জীবন তজ্জন্য জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছেন। এক জনের পান দোষে এক এক পরিবার ধনশূন্য মানশূন্য এবং অন্নবস্ত্রশূন্য হইয়া দিবা নিশি দৈহিক ও মানসিক অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এবং জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখসচ্ছন্দতা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া জীবন নাশকেই সুখের একমাত্র উপায় মনে করিয়া মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছেন। এই প্রকার ক্লিষ্ট কতশত পরিবার আমাদের সকলেরই নয়নপথে পতিত হইতেছে! কতশত ভদ্রসন্তানকে আমরা রাজ পথের পয়প্রণালীর ধারে মৃতপ্রায় পতিত থাকিতে দেখি। ঐরূপ অচেতন অবস্থাপন্ন কতশত জীবিত ব্যক্তির গাত্র শৃগাল কুকুরে চাটে। কতশত পানোন্মত্ত ভদ্রকুলোদ্ভব যুবক পাহারাওয়ালার ঝুলিতে নীত হইয়া মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেছে! কত শত মহামান্য ধনাঢ্য বংশের সন্তানেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কুটুম্বের দ্বারস্থ বা পথের ভিখারী হইয়াছে! কত শত সুবোধ, সুশীল ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি সুরার ফলে নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, এবং পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও ভার্য্যা, এবং আত্মীয়বর্গকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতেছে। অথবা পিশাচবৎ হইয়া স্ত্রীহত্যা সন্তান হত্যা, মাতৃহত্যা ও আত্মহত্যা প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তরহিত পাপপঙ্কে আত্মাকে, কলুষিত করিতেছে!! কত শত কোমলাঙ্গী কোমলহৃদয়া কুলকামিনী সর্ব্বসুখ দাতা স্বামীদ্বারা অহর্নিশ তিরস্কৃত, অবমানিত, প্রহারিত এবং অবশেষে অপমৃত হইতেছে! কত শত সৎস্বভাবা পতিব্রতা সতী পানোন্মত্ত পিশাচবৎ স্বামীর পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া লম্পট প্রতিবেশীর কুমন্ত্রণায় কুলে ও সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়া ব্যভিচারিণী হইতেছে! কতশত বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ব্যক্তি সুরার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উন্মাদাশ্রমবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। কত শত নূতন নূতন রোগ, নূতন নূতন সর্ব্বনাশের হেতু, নূতন নূতন যন্ত্রণার মূল, নূতন নূতন অপমানের সোপান, সুরাদ্বারা উদ্ভাবিত হইতেছে! এ সমস্তের কিছুই অদৃশ্য নহে—কিছুই বোধাতীত নহে—কিছুই অসামান্য নহে। তথাপি এ সমস্ত কেন আমাদের চিত্তাকর্ষণ করে

না ; কেন আমাদের সদুপদেশ দেয় না ; কেন আমাদিগের চরিত্র সংশোধন করে না ; তাহাই কেবল বুদ্ধির অগম্য—তাহাই কেবল অসাধারণ,—তাহারই কারণ গূঢ়।

"অপরিমিত পানের অনিষ্টকারিতা এমন স্পষ্ট রূপে নয়নগোচর হয় যে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু 'পরিমিত পানে অপকারের সম্ভাবনা না থাকিয়া বরং উপকারই হয়' এই বলিয়াই অনেকে সুরাপানের অনুমোদন করেন। বাস্তবিক উহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। সুরা প্রভৃতি বিষবৎ বস্তু সম্বন্ধে পরিমিত শব্দই অব্যবহার্য্য, এবম্প্রকার বস্তুর বিন্দুমাত্র গ্রহণই অপরিমিতাচরণ; সম্পূর্ণ পরিত্যাগই মিতাচরণ। * * * যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে পরিমিত পান বাক্যটীই অসঙ্গত বলিতে হয়। যদিও কোন প্রকারে সঙ্গত মনে করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা বাক্যমাত্র। কার্য্যে পরিমিত পান প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ সময় বিশেষে, কেহ একমাস কেহ এক বৎসর, কেহ পাঁচ বৎসর পরিমিত পায়ী থাকিয়া অপরিমিত পায়ী হইয়া পড়ে। ইতস্ততঃ যে লক্ষ লক্ষ মাতাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেই পরিমিত পায়ী ছিল। পরিমিততাই অপরিমিততার পূর্ব্ব অবস্থা এবং প্রথম হইতে দ্বিতীয়ে পদার্পণ করা এত সহজ যে, সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ জন কখন না কখন দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান মান সকলগুণে বিভূষিত, তাঁহাদেরই অধিকাংশ যখন অধিক পানের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না তখন অপর ব্যক্তিরা যে যাবজ্জীবন পরিমিত পায়ী থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি ?"—হিতসাধক, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৭৫ সাল।

প্যারীচরণ সর্ব্বত্রই উক্তরূপ সুযুক্তিপূর্ণ বাক্যে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগী বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ মদ্যপায়ীদিগের প্রতি ঘৃণা উৎপাদন করিবার জন্য পরিহাস কশাঘাত করিতেও ত্রুটী করিতেন না। এস্থলে হিতসাধক পত্র হইতে শেষোক্তরূপ একটী ব্যঙ্গ কবিতা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"সুরাদেবীর প্রতি।

"সুখ প্রদায়িনী ত্রিতাপ নাশিনী
দুখহরা ওমা—করুণাময়ী।
তব বরবলে জুটে দল বলে,
হইয়াছি আমি—দিগ্‌বিজয়ী॥
কে পায় আমারে, ভয় আর কারে,
আমি গো তোমার—আদুরে বেটা।
পাইয়াছি তার ছাড়িব না আর
প্রেয়সী ধরিয়া মারিলে ঝেঁটা॥
পিতা মাতা ভাই, যদি গো সবাই
কহে কুবচন নিদয় হয়ে।
শুনে না শুনিব, কথা না কহিব,
বেরোব বোতল বগলে লয়ে॥
ঢালিয়া গলায়, পড়িয়া থানায়,
শয়ন করিয়া—থাকিব সুখে।
কুকুর রতন, চাটিয়া বদন,
চরণ তুলিয়া— — মুখে॥
প্রহরী আসিয়া, আমায় লইয়া,
করিবে আমোদ—প্রমোদ কত।
করিবে তামাসা, দিয়ে ঘুশো থাশা,
হাসিবে দেখিব—রসিক যত॥
হাসিয়া হাসিয়া, ঝোলায় বসিয়া,
যাব ভাকাইয়া—পুলিসে চোলে।
"ওএল উইশার," আদর আমার
করি দরশন—মরিবে জ্বলে॥
ফুলিয়া এ নাসা, হইবেক খাসা
দেখিতে বদন—কমল মোর।
করি ভুর ভুর, সুবাস প্রচুর,
বহিবে নাকেতে—করিয়ে জোর॥
অজাগর যথা, নোয়াইয়া মাথা,
পলায় দেখিলে—ইশের মূলে।
সুজন যাহারা পলাইবে তারা,
কভু নাহি কাছে—আসিবে ভুলে॥
হলে পাপ নাশ, বাত শ্বাস কাশ,
যকৃতাদি সব—ধরিবে ছেঁকে।
দুখেতে মগন, পিয়ারী চরণ,
হইবে তখন—আমায় দেখে।"

হিতসাধক, ভাদ্র ১২৭৫ সাল।

১৮৬৮ খৃঃঅব্দে প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পর মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্যারীচরণ ওয়েলউইশার এবং হিত সাধক উভয় পত্রেরই প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হয়েন। ওয়েলউইশার ১৮৬৫ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বর্ষ জীবিত ছিল। পত্রদ্বয় বন্ধ হইলেও তাঁহার সভার কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিয়াছিল। ই; ১৮৬৫ সালে এই মাদক নিবারিণী সভা কর্ত্তৃক, মদ্যপানে ও মদ্যের অবাধ

বিক্রয়ে দেশের কি পরিমাণে অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, সেই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য দেশের বহুসংখ্যক গণ্যমান্য লোকের সাক্ষরিত এক-খানি আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের প্রস্তাব হয়। ঐ উদ্দেশ্যে মনক্রিয়েফ সাহেব (R. Scot Moncrieff) রেভারেণ্ড ডল্ সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়, কেশব চন্দ্র সেন ও কৃষ্ণদাস পাল এই কয়জন ব্যক্তি সদস্য নিযুক্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হয়। এবং অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ঐ আবেদন পত্র প্রেরিত হয় কিন্তু উহাতে কোন ফলোদয় হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। প্রতি বর্ষ শেষে ঐ সভার একটী করিয়া মহতী অধিবেশন হইত। স্বর্গীয় মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ন্যায় সমাজপতিগণ ঐ বার্ষিক অধিবেশনে সভা-পতির আসন গ্রহণ করিতেন। অনেক সহৃদয় ইংরাজ এই সভাতে যোগ দিতেন, উপরোক্ত খৃষ্টীয়ধর্ম্মযাজক ডল্ সাহেব এবং মনক্রিয়েফ সাহেব এই মাদকনিবারিণী সভার পরম হিতৈষী ছিলেন। আমেরিকা জার্ম্মানি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ-দেশান্তর হইতে সহানুভূতিসূচক ও উৎসাহ-পূর্ণ পত্র, প্যারীচরণ সততই প্রাপ্ত হইতেন। প্যারী চরণ ঐ সভার দশ বৎসরের কার্য্য-বিবরণ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১৮৭৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ঐ সভার দশম বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্যারীচরণের স্বহস্তে লিখিত বিবরণের ঐটীই শেষ। ঐ দিন সভাস্থলে সৈন্য-সমাজে সুরাপানবিরোধী সভার সম্পাদক রেভারেণ্ড গেল্‌সন্ গ্রেগ্‌সন্ সাহেব (Rev. J. Gelson Gregson—Secy. to the Soldiers' Total Abstinence Association, and author of "On guard") "সুরাপান ইংলণ্ডের অভিশাপ" (Drink—England's Curse.) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর অর্থাৎ মৃত্যুর বর্ষদ্বয় মাত্র পূর্ব্বে প্যারীচরণের হৃদয়ে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় মদ্য-

পান নিবারণের আগ্রহ নবীন উৎসাহে জাগরিত হয়। তিনি সভার কার্য্য নবউদ্যমে পরিচালনের জন্য খৃষ্টীয় ১৮৭৩, সালের ১০ ই মার্চ্চ তারিখে সভাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট একটী বিজ্ঞাপন (circular) প্রেরণ করেন। এবং ঐ বৎসর মাদক নিবারণ কল্পে একটী স্থায়ী প্রতিবিধানের ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

তৎকালে রাত্রে শৌণ্ডিকালয় বন্ধ হইলে অনেক ডাক্তারখানায় প্রচুর পরিমাণে মদ্য বিক্রয় হইত—অর্থাৎ রাত্র এক প্রহরের পর ডাক্তারখানাগুলি ভদ্রবংশীয় লোকের জন্য শৌণ্ডিকালয়ের স্থান অধিকার করিত। প্যারীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবন মোহন সরকার ঐ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া সভার গোচরীভূত করিলেন। ঐ সময়ে আবকারী বিল গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রণাসভায় বিবেচিত হইতেছিল, এবং মাদকনিবারিণী সভা ঐ উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন, যে উক্ত আইনে এমন একটী ধারা সন্নিবেশিত করা হউক যাহাতে, ঔষধালয়ে উপযুক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত অন্য কোন অসৎউদ্দেশ্যে মদ্যবিক্রয় দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হয়। বহু চেষ্টার পর গবর্ণমেণ্ট পরিশেষে ইং ১৮৭৫ সালে ঐ আবেদন গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আবকারী আইনের ৪৩ ধারা (Sec. 43 of Act VII of 1878) এই উদ্যমের ফল।

মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বেও প্যারীচরণ মাদকনিবারণের জন্য কিরূপ সচেষ্ট ছিলেন তাহা খৃষ্টীয় ১৮৭৪ অব্দে প্রকাশিত তদীয় "The Tree of Intemperance"—"মাদকসেবন তরু" নামক পুস্তক হইতে অবগত হওয়া যায়। ঐ পুস্তকে প্যারীচরণের অনুসন্ধিৎসা, পরিশ্রম, সহৃদয়তা ও ইংরাজি রচনানৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় নির্ম্মম মৃত্যু প্যারীচরণকে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিয়া ঐ পুস্তক সম্পূর্ণ

করিবার অবসর দেয় নাই। ঐ পুস্তকখানি প্যারীচরণ তদীয় স্নেহ-নিদর্শন স্বরূপ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবৃন্দকে উপহার দিয়াছিলেন।

প্যারীচরণের লোকান্তরিত হইবার পর কয়েক বৎসর তাঁহার মাদক নিবারিণী সভার অস্তিত্ব ছিল। প্রথমে বাগ্মীবর মিঃ আনন্দ মোহন বসু ব্যারিষ্টার মহাশয় ঐ সভার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন, পরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার উহার সম্পাদক নিযুক্ত হয়েন। পরে ঐ সভার প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব লোপ হয়; এবং উহার বিশেষ প্রয়োজন ও ছিল না। তখন নববিধান ধর্ম্ম প্রচারক সুবিখ্যাত ৺ কেশবচন্দ্র সেন ও অপরাপর ব্যক্তিগণ দেশের নানা স্থানে (Band of Hope) 'আশারদল' স্থাপন করিয়া প্যারীচরণের পদাঙ্ক অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সমাজের ক্রমে ক্রমে অনেক পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। তৎকালে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মদ্যপানের প্রাদুর্ভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল এবং মদিরারক্তিম নয়ন না হইলে যে লেখনী চলে না, ইংরাজিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, বা পাশ্চাত্য-সভ্যতা-শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এরূপ ধারণা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

প্যারীচরণের মাদকনিবারিণী সভা যে সেই পরিবর্ত্তন সাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল তাহা সমাজেতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায় "It set the tide of public opinion against intemperance"* এই সভা জনসাধারণের মতের স্রোত মদ্যপানের বিরুদ্ধমুখে প্রধাবিত করিয়াছিল।

---

* প্রবাস, ১ম বর্ষ, ১৩০৯ অক্টোবর, ৫৯০ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ নাটককার ৺দীনবন্ধু মিত্র তদীয় "সুরধুনী কাব্য" নামক তৎকালে রচিত কবিতাপুস্তকে প্যারীবাবুর জীবনেতিহাসের এই অধ্যায়টী নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ,
হীনমতি সুরাপান বিষম শমন।"

এখনও শিক্ষিতসমাজে মদ্যপায়ীর সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে বলিয়া যাঁহারা প্যারীচরণের মাদকনিবারিণী সভার সার্থকতা বিষয়ে সন্দিহান, তাঁহাদের একবার উক্ত সমাজের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, কি ভয়ানক সন্ধিক্ষণে প্যারীচরণ মাদকনিবারিণী সভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট এ বিষয়ে বঙ্গসমাজ কি পরিমাণে ঋণী। অবশ্য সমাজের বর্ত্তমান সুসভ্য (!) অবস্থায় মাদক সেবন এককালীন তিরোহিত হইবার আশা করা দুরাশা মাত্র, উহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্যারীচরণ যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা উদ্যাপন করিতে পারিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, সে ব্রত যে অতি মহান্ সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এবং এদেশীয়গণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্যারীচরণই সেই মহাব্রতে প্রথম ব্রতী বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই তিনি চিরপূজনীয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার ইতিহাসে।

যদি কখনও এদেশে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রচারের ইতিহাস লিখিত হয়, তাহাতে প্যারীচরণ সরকারের নামোল্লেখ না থাকিলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইবে। যে কয়েকজন এদেশীয় ব্যাক্তি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রণালীতে প্রথমে আস্থাবান হয়েন, যাঁহাদের আনুকুল্যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা কলিকাতায় প্রথমে প্রশ্রয় পায় স্বর্গীয় রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নাম তাঁহাদের শীর্ষ স্থানীয়, এবং তৎপরেই প্যারীচরণের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্যারীচরণের চোরবাগানস্থ বাটী কলিকাতায় হোমিওপ্যাথী প্রচারের কেন্দ্রস্থল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যখন ডাক্তার বেরিণী সাহেব (Thos. Berigny M. D.) অষ্ট্রেলিয়া (Melbourne) হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম এদেশে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন, তখন প্যারীচরণই তাঁহাকে প্রথমে আদর ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ডাক্তার বেরিণী প্রায় প্রতিদিনই প্যারীচরণের চোরবাগানস্থ বাটীতে আসিতেন। সে আজ

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। ইতি পূর্ব্বেই প্যারীচরণ ও তদীয় বন্ধু রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বেরিণি সাহেবের সাহায্যে তাঁহাদের সে অনুরাগ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। প্যারীচরণের প্রিয়বন্ধুদ্বয় কালীকৃষ্ণ মিত্র এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিদ্যা চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র দত্ত এবং কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়েরা প্রকৃত প্রস্তাবে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ও উত্তরকালে উভয়েই পারদর্শী ভিষক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণও উক্ত শাস্ত্র বিশেষরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিতান্ত অমন্ত্যোপায় না হইলে ব্যবস্থা দিতেন না। প্যারীচরণ অন্য উপায়ে ঐ চিকিৎসা প্রচারের সহায়তা করেন। তিনি শিক্ষার্থীদিগের জন্য পুস্তক ও ঔষধ ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন, আত্মীয়বন্ধুগণকে ঐ চিকিৎসা অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিতেন, এবং দরিদ্রদিগের জন্য তদীয় চোরবাগানের বাটীতে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্যারীচরণের একজন আত্মীয় বহুদর্শী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ * লিখিয়াছেন যে প্যারীচরণ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা প্রচারের জন্য সে সময়ে মাসিক ৫০৲।৬০৲ টাকা ব্যয় করিতেন।

প্যারীবাবুর বন্ধুবর কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়, যাহাতে অসচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মহিলাগণ নিজ সন্তানবর্গের ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের সামান্য সামান্য অসুস্থতা নিজেই উপশম করিতে পারেন,

* Reminiscences of an old Homœopath of Calcutta—Indian Mirror, 6th April, 1894.

সেই উদ্দেশ্যে সরল বঙ্গ ভাষায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাপুস্তক রচনা করিতেন ; প্যারীবাবু স্বীয় মুদ্রাযন্ত্রে সেই সমস্ত পুস্তক নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া দরিদ্র পরিবারের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থে প্রেরণ করিতেন। এইরূপে কালীকৃষ্ণ বাবু বিনানামে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিষয়ক এতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন যে হিন্দুপেট্রিয়ট্ পত্রের কথায়—সেগুলি তাহাদের রচয়িতার বিদ্যা ও পরিশ্রমের এক মহাকীর্ত্তি, ("a monument of their author's learning and industry")*

অনেকে প্যারীচরণের এই হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাবিদ্যার অনুশীলনকে হয়ত অনধিকার চর্চ্চা বলিবেন। কিন্তু তাঁহাদের যেন স্মরণ থাকে যে তখন মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ কোন ডাক্তারই হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস করিতেন না। আর সত্যানুসন্ধান বিষয়ে কোনরূপ গণ্ডীর বন্ধন প্যারীচরণ স্বীকার করিতেন না। তাঁহার প্রীতিভাজন বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ জরণাল্ অব মেডিসিন্ (Journal of Medicine) পত্রের প্রথম সংখ্যা সমালোচনার সময়, প্যারীবাবু উক্ত বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"যেরূপ সরল ভাষায় ও শাস্ত্রীয় উৎকট শব্দ বিবর্জ্জন পূর্ব্বক পত্রিকার রচনা হইয়াছে তাহাতে ইংরাজীভাষাজ্ঞ সকলেরই ইহা বোধগম্য হইবে সন্দেহ নাই ; আমরা সেইজন্ত কৃতবিদ্য সত্যানুসন্ধায়ী ও পরহিতাকাঙ্ক্ষী সকলকেই এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি। আমরা মহেন্দ্রবাবুকে এইটি বিশেষ অনুরোধ করি, যেন এখানি ডাক্তারী কাগজ না করিয়া ফেলেন। পণ্ডিতেরা সপক্ষ বা বিপক্ষ হইয়া যতই চেষ্টা করুন না কেন, ব্যক্তিব্যূহের সহায়তা ব্যতীত কোন বিষয়ের সত্যা-

* Hindu Patriot, 3rd August, 1891.

সত্যতা সপ্রমাণ হয় না। ব্যক্তিবৃ্যহের মত সমষ্টিই সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা। আমাদের এই বাক্যটী আপাততঃ অসাধারণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, কার্য্যে ইহাই সপ্রমাণ হয়। সাধারণকে অবহেলা করিয়া কখনই কোন অভিনব মত সম্যকরূপে প্রচলিত হইতে পারে না।" হিতসাধক, ফাল্গুন, ১২৭৪।

হোমিওপ্যাথিক ভিষকগণের অগ্রগণ্য সুপ্রথিত নামা ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের হোমিওপ্যাথী মতাবলম্বন ঘটনার সহিত প্যারীচরণের ও তদীয় চোরবাগানস্থ ভবনের উল্লেখযোগ্য সংস্রব আছে।

প্যারীচরণের বাটীতে তৎকালে অনেকগুলি ডাক্তার বন্ধুর সমাগম হইত। ইহাদের মধ্যে বারাসতের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কলুটোলার ডাক্তার দিননাথ ধর ও বিজ্ঞানবিদ্ মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহারা কেহই হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস করিতেন না। এবং ডাক্তার বেরিণি ও রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত কোন কোনদিন মহেন্দ্রলাল বাবু হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিতেন। এক দিন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের প্রত্যক্ষ ফলাফল দর্শন করাইবার জন্য মহেন্দ্রবাবুর সমক্ষে, রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্যারীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনবাবুকে ৩ টী নক্স-ভমিকা ৩০ ক্রমের বটিকা গলাধঃকরণ করান। ভুবনবাবু তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, তিনিও হোমিওপ্যাথীতে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু অচিরে রাজেন্দ্রবাবুর কথামত ভুবনবাবুর দেহে স্বাস্থ্য-বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইয়া মহেন্দ্রবাবুর মনে হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে অবিশ্বাস বিচলিত করে। এইরূপে মেডিকেল কলেজের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী এবং হোমিওপ্যাথী মতের সর্ব্বপ্রধান ডাক্তারের ঐ চিকিৎসায় দীক্ষা বা দীক্ষার সূত্রপাত প্যারীচরণ সরকারের বাটীতেই হইয়াছিল।

প্যারীচরণ যে কেবল আত্মীয় বন্ধুগণের নিকট তদীয় হোমিওপ্যাথী মতে বিশ্বাস ও অনুরাগ জ্ঞাপন করিতেন এরূপ নহে তিনি প্রকাশ্য-ভাবে জনসাধারণের নিকট ঐ মত ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। মহেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যার যে উৎসাহপ্রদ সমালোচনা করেন, তাহার একস্থলে প্যারীবাবু লিখিয়াছিলেন—

"হোমিওপ্যাথী মতের উৎকৃষ্টতার উল্লেখ থাকিবে বলিয়া এই পত্রিকার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা উচিত নহে ; বরং তজ্জন্যই অধিক যত্নের সহিত ইহা পাঠ করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যখন হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় অনেক মুমূর্ষু ও উৎকট রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে আরোগ্য হইতে দেখা যাইতেছে, তখন উহাকে একেবারে অবহেলা করা কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হয় না। নিরাময়তার উপায় যতই অধিক প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল।" হিতসাধক, ফাল্গুন, ১২৭৪।

প্যারীবাবু কোন চিকিৎসারই একেবারে "গোঁড়া" ছিলেন না, কিন্তু অপরাপর মতের চিকিৎসা অপেক্ষা হোমিওপ্যাথীর উপর তাঁহার একটু বিশেষ অনুরাগ ছিল। একবার তাঁহার স্নেহপাত্র ও তাঁহার আলয়ে প্রতিপালিত জনৈক আত্মীয় ব্যক্তি শয্যাগত রোগাক্রান্ত হইলে প্যারীবাবু তাঁহাকে তদীয় বন্ধু মহেন্দ্রলাল সরকারের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে ছিলেন। সেই সময়ে উক্ত আত্মীয় ব্যক্তির আর একজন অভিভাবক স্থলাভিষিক্ত আত্মীয়, ইংরাজি পত্র সমূহের সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্তবাবু নবকুমার রাহা, প্যারীবাবুর নিকট ঐ চিকিৎসা পরিবর্ত্তনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্যারীবাবু তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, সেই লিপিখানিতে প্যারীবাবুর হোমিওপ্যাথী বিষয়ে কিরূপ বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়। ঐ লিপিখানি টীকাকারে মুদ্রিত * এবং উহার কিয়দংশ নিম্নে অনূদিত করিলাম :—"যদি তুমি অ্যালোপ্যাথী বা কবিরাজী চিকিৎসা অধিকতর পছন্দ কর, তুমি সেইরূপ চিকিৎসাই করাইতে পার, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই, যদিও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে পর্য্যন্ত প্রকৃতি অনুকূল না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন চিকিৎসাতেই উপকার হইবে না। কিন্তু আমি একথা অবশ্য বলিব যে কেবল হোমিওপ্যাথীই প্রকৃতিকে একটু মাত্রও বাধা দেয় না। আমি কখনও এরূপ বলি

* My dear Nobo

"Bhuban tells me that Kally Kinker and others at Jogi's would like to return to Allopathy, but that they can't do, after I have again written to Mahendra Babu. I wrote to Mahendra, as I do every day, to give him information of the patient's state at night. I have not the slightest objection to your getting a Baidya or Allopathic doctor to treat Jogi, if that will satisfy his *mother*. On the contrary, I wish that she should call in what doctor *she* likes. If you prefer an Allopath or Baidya, you can go to that treatment without any objection from me, though my conviction is that no system proves efficacious until nature takes a favourable turn. I must say however, that only Homœopathy does not interfere with nature in the least. I never meant to say that you should stick to Homœopathy at all events. If you or more properly his mother likes to have other treatment, I assure you, I have not the slightest objection to it.

"Chorebagan, the 13th November, 1870. Yours affectionately

Peary Churn Sircar."

Reproduced from a correspondence headed "Reminiscences of an old Homœopath of Calcutta"—published in the Indian Mirror of the 6th April, 1894.

নাই যে যাহা হউক না কেন তোমাকে হোমিওপ্যাথীতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে।”

প্যারীবাবু যে কেবল আত্মীয় বন্ধুদিগকে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন এরূপ নহে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ মহেন্দ্রনাথের বাল্যকালে কঠিন পীড়ার সময় পরিবার ও বন্ধুগণের অপ্রীতিকর অনুযোগ সত্ত্বেও তিনি অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে ডাক্তার বেরিণির হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাধীন করেন। পরে ঐ পুত্রের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, অন্তিম পীড়ার সময়ও তিনি ডাক্তার বেরিণির হস্তেই উহার জীবনমরণের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

প্যারীচরণের প্রাপ্ত বয়স্ক শ্যালক সংঘাতিক রূপে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইলেন তিনি তাঁহাকে ৺রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চিকিৎসাধীন রাখিয়াছিলেন। এবং তাহার নিজের সকল প্রকার অসুস্থতার সময় অগ্রে তাঁহার স্নেহাস্পদ বন্ধু মহেন্দ্রলাল সরকারের পরামর্শ গ্রহণ ও ঔষধ সেবন করিতেন। প্যারীচরণের হোমিওপ্যাথীর উপর এই বিশ্বাস আমরণ স্থায়ী হইয়াছিল, চিরজীবনই তিনি এই নবীন ভৈষজ্যবিদ্যার উন্নতিস্বপ্নে আস্থাবান ছিলেন। শেষ অবস্থাতেও প্যারীবাবু পারিবারিক চিকিৎসার জন্য বাটীতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নিয়মিত ভাবে রক্ষা করিতেন।
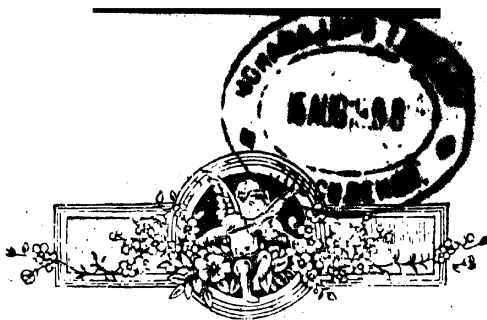
অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ নিবারণে।

সন ১২৭৩ সালে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) উড়িষ্যা প্রদেশে ও বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ভয়ানক অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে শত সহস্র ব্যক্তি ক্ষুন্নিবারণে অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতায় আসিতে আরম্ভ করে। সেই নিরন্ন ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে অনাহারে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য প্যারীবাবু অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বসম্পাদিত এডুকেশন গেজেট পত্রে ঐ দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণকে সাহায্য দানের জন্য জনসাধারণকে কাতর অনুনয়ে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা এবং নিজে তাহাদিগকে সাধ্যমত অন্ন অর্থ ও বস্ত্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমশঃ বিপন্নের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইল যে তাহাদিগকে সাহায্য দান করা তাঁহার সামান্য অর্থবলে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ইহাতে তিনি নিরাশ না হইয়া এই মহানগরের বিত্তবান ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরের জন্য ভিক্ষা করিতে প্যারীচরণের কিছু মাত্র সঙ্কোচ ছিল না। তিনি

চাঁদার বহি হস্তে করিয়া ধনপতিগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন।

প্রথমেই তিনি নিজপল্লীবাসী পরমদয়ালু ৺রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজেন্দ্রবাবু প্যারীচরণকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, কিন্তু তিনি নিজবাটীতে অন্নছত্র উন্মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া প্যারীবাবুর চাঁদা বহিতে স্বাক্ষর করিতে প্রথমে অস্বীকৃত হয়েন, পরে যখন প্যারীবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন "প্যারী তুমি নিজে কি দিবে দেখি? তুমি আগে সই কর।" প্যারীবাবু তৎক্ষণাৎ মাসিক ১০০৲ টাকা সহি করিলেন। ঐ অর্থ দান সে সময়ে প্যারীবাবুর অবস্থাতীত হইয়াছিল, কিন্তু ধনকুবেরদিগের অর্থভাণ্ডার সুদৃষ্টান্তে উন্মুক্ত করাইবার আশায় তিনি মাসিক ঐ অর্থ স্বাক্ষর করেন এবং পরে উহাপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ ব্যয় করেন। বহুতর সহৃদয় ব্যক্তি প্যারীচরণকে এই সৎকার্য্য সাধনে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও প্রত্যহ প্যারীচরণের দানভাণ্ডারে পয়সা দিয়া যাইত, এইরূপ পয়সা কোন কোন দিন দশ বার টাকা পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইত।

প্যারীচরণ ঐ সংগৃহীত অর্থে আপনার সাধ্যাতীত অর্থ সংযোগ করিয়া, নিজ বাটীর সম্মুখে এক সুবৃহৎ আটচালা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে "চোরবাগান অন্নছত্র" নামে এক অন্নযজ্ঞ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তাহাতে তিনি ৫।৬ শত লোককে ভোজন করাইতেন, কোন কোন দিন অতিথির সংখ্যা সহস্রাধিক হইত। এই অন্নদান কার্য্য বড়মানুষদের ফরমায়েসী ভিক্ষুক ভোজনের ন্যায় পরিচারকদিগের তত্ত্বাবধানে নির্ব্বাহিত হইত না। প্যারীচরণ স্বয়ং, আত্মীয়,

পরিবার ও বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে, অতিথিগণকে পরিবেশন করিতেন। তিনি কলেজ হইতে অবকাশ লইয়া প্রত্যহ বেলা ২৷৩ টার সময় বাটীতে আসিয়া এই অতিথিসৎকার কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। যখন প্যারীবাবু অনভ্যস্ত পরিশ্রমে স্বেদসিক্ত কলেবরে অন্নব্যঞ্জনের পাত্র হস্তে আত্মীয় স্বজনগণের সহিত বুভুক্ষু দরিদ্রগণকে পরিবেশন করিতেন তখন দর্শকগণের মনে অদম্য সহানুভূতি সংক্রামিত হইত—তাঁহাদের নয়নে আনন্দজ্যোতি উদ্ভাসিত হইত। অতিথিগণ যখন পরিতুষ্ট হইয়া অগণ্য কণ্ঠে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রাণের সহিত দুই বাহু তুলিয়া প্যারীচরণকে আশীর্ব্বাদ করিত তখন অনেক দর্শক আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺শ্যামাচরণ বিশ্বাস, প্রভৃতি প্যারীবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ সেই অন্নযজ্ঞ স্থলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করিতেন। গবর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ নিবারণ সমিতির সভাপতি এবং কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ-কমিশনার ষ্টুয়ার্টহগ্ সাহেব প্যারীবাবুর এই অতিথিসৎকারের অনুষ্ঠান পরিদর্শন করিতে আসিতেন এবং সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। এই অন্নযজ্ঞ একদিন দুইদিন নহে, প্রায় তিনমাসকাল প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইত এবং ইহাতে সর্ব্বসমেত প্রায় লক্ষ লোক আহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে কলিকাতার অপরাপর স্থানেও দয়ালু ধনাঢ্যব্যক্তিগণ দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ফৌজদারী বালাখানার হাজি জাকেরিয়া ও চোরবাগানের রাজা রাজেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয়ের অনুষ্ঠানই উল্লেখযোগ্য। তাঁহাদের বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত তুলনা করিলে, প্যারীচরণের অর্থবল সাগরবারিতে গণ্ডূষজলবৎ, কিন্তু তিনি অপার পরদুঃখ-কাতরতার বশবর্ত্তী হইয়া সেই দুঃসাহসিক বিরাট-

ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং আপনার অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রবল কামনার বলে সেই কার্য্যে সফলকাম হইয়াছিলেন। প্যারীচরণ এই নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে কেবল অন্নদানের ব্যবস্থা করেন নাই, তিনি বস্ত্রহীনদিগকে বস্ত্রদান করিতেন এবং পীড়িতদিগের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দানের বন্দোবস্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তৎকালে ডাক্তার টুনার (Dr. C. Fabre Tounerre) নামক জনৈক করুণহৃদয় সাহেব ও তদীয় পত্নী বিপন্নগণের এই দুঃখ দমনে প্যারীবাবুর পরম সহায় হইয়াছিলেন। উক্ত সাহেব মহোদয় অনাথ শিশু ও বালক এবং বৃদ্ধ ও আতুরগণকে আশ্রয় দান করিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েন। এই অন্নছত্রের অবসানে এক প্রকাশ্য সভায় প্যারীবাবু উক্ত দয়ালু সাহেব দম্পতীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পীড়িতব্যক্তিদিগের নিরাময়ত্ব বিধান কার্য্যে প্যারীবাবু তাঁহার দুইজন বন্ধু, ডাক্তার বেরিণি ও রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট বিশেষ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যহ চোরবাগান অন্নছত্রে উপস্থিত থাকিয়া অসুস্থ ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধ দান করিতেন এবং ঐ উদ্দেশ্যে প্যারীবাবুর অন্যতম বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "পটলডাঙ্গা অন্নছত্রে" গমন করিতেন। গবর্ণমেণ্টও ঐ সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসার জন্য টাঁ্যাকশালার নিকট একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, উহাকে "Mint-Shed Hospital" বলিত। ঐ হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থ প্যারীচরণ তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার মহাশয়কে আদেশ করেন। রিলিফ্ কমিটি ভুবনবাবুকে ঐ কার্য্যের জন্য মাসিক এক শত টাকা পারিশ্রমিক দিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভুবনবাবু ঐ

অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি খুল্লতাত মহাশয়ের এই অনুষ্ঠানে সাহায্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ভুবনবাবু তৎকালে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধনী যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন, এবং উক্ত মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে, প্যারীবাবুর অন্নদান কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ একদিন ১০০ খানা থালা ও ১০০টী ঘটী যাচ্ঞা করিয়া লইয়া আসেন। ইহা দেখিয়া প্যারীবাবু স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে সহাস্যমুখে বলিয়াছিলেন "তুইও যে আমার মতন ভিখিরি হয়ে উঠ্‌লি দেখ্‌ছি!"

এই অগণ্য কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসমূহে ক্রমশঃ কলিকাতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে, গবর্ণমেণ্ট এই মহানগরকে সংক্রামক পীড়ার সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে চিৎপুরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়েন এবং সেইখানেই তাহাদের অনশনে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। কর্ত্তৃপক্ষগণের এই ব্যবস্থায় কলিকাতার অপরাপর দাতাগণের ন্যায় প্যারীবাবুকেও বাধ্য হইয়া তাঁহার অন্নযজ্ঞ অকালে উদ্‌যাপন করিতে হয়। অবশ্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের উক্ত আদেশ সন্তুষ্টচিত্তে পালন করে নাই, এবং প্যারীবাবু তাহাদের দুঃখে সন্তপ্ত হইয়া, কর্ত্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের আদেশ আর কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিতে এডুকেশন গেজেটে সবিনয়ে অনুরোধ করেন এবং চোরবাগান অন্নছত্রের পরিপোষকগণের এক সভা করিয়া প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন, কিন্তু সে অনুরোধে ও প্রতিবাদে কোন ফলোদয় হয় নাই।

চোরবাগানের অন্নছত্রের এইরূপ অকালঅবসানে প্যারীবাবুর হস্তে সংগৃহীত অর্থের যে উদ্বৃত্ত টাকা থাকে, তাহার হিসাব নিকাশ ও

সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্যারীবাবু ঐ অন্নছত্রের সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গকে, ইংরাজি ১৮৬৬ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে, তদীয় চোরবাগান বিদ্যালয় ভবনে এক প্রকাশ্য সভায় আহ্বান করেন। এবং উক্ত টাকা ও দুর্ভিক্ষপীড়িতগণকে অন্নদানের জন্য সংগৃহীত তৈজস পত্রাদি বিক্রয়ে যে অর্থ পাইবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা ছিল তাহা নারীত, নবদ্বীপ, বীরসিংহ, চুঁচুড়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে নিম্নলিখিত ভাবে নিয়োজিত করেন (ঐ সকল স্থানে তখনও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রশমিত হয় নাই) :—

নারীত ও সন্নিহিত স্থানে বিতরণার্থে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের হস্তে ৩০০৲ টাকা; চুঁচুড়া অন্নছত্রের সাহায্যার্থে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার হস্তে ২০০৲ টাকা; নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অন্নকষ্ট নিবারণার্থে, সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত দ্বারকা নাথ ভট্টাচার্য্যের হস্তে ২০০৲ টাকা; বীরসিংহগ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে তৈজসপত্রাদি বিক্রয় লব্ধ অর্থ সমেত অবশিষ্ট ন্যূনাধিক ৫০০৲ টাকা। *

* Extract from the proceedings of a meeting of the subscribers to the Chorebagan Annachattra held on the 15th September 1866, at the Chorebagan Preparatory School premises. Baboo Ram Chandra Seal was on the chair. The following resolution, with others, was caaried unanimously.

"Resolved that owing to great distress existing at Nareet near Ompla, at Nobodeep and its vicinity, at Beersingha and its neighbourhood and also at Chinsura, Babu Peary Churn Sircar be authorized to dispose of the whole of the surplus in the following manner, viz, that Rs. 300 three hundred be made over to Pundit Mohesh Chundra Nayaratna for affording relief at and near

এই অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবার পরবর্ষে দেশের আর একটী মহা বিপদকালে প্যারীবাবু তদীয় সদয় লোকহিতৈষণাবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। সন ১২৭৪ সালে, যে ভীষণ ঝটিকায় দক্ষিণ বঙ্গ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, সেই সুপ্রসিদ্ধ কার্ত্তিকে ঝড়ের সময়ও প্যারীবাবু গৃহশূন্য সর্ব্বস্বান্ত হতভাগ্যগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য যে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কার্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ তাঁহার পরম করুণা ও বদান্যতার শতমুখে গুণকীর্ত্তন করেন। তিনি বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্সকে ঐ হতভাগ্য ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে উদ্দীপিত করেন এবং দেশের সকল ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে সেই আর্ত্তগণের সহায় হইবার জন্য অনুরোধ করেন ও অর্থসংগ্রহ করেন। দেশের স্থানে স্থানে সাহায্য-সমিতি (Relief Committee) স্থাপিত হইলে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং নিজেও অনেক টাকা দান করেন। হিন্দুস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল রায় বি, এ, মহাশয় বলেন, যে প্যারীবাবু কেবল টাকী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে দরিদ্রগণকে অন্নবস্ত্র ক্রয় ও গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাঁহার হস্তে ঐ সময়ে ৫০০৲ টাকা অর্পণ করেন।

Nareet ; that Rs 200 two hundred be placed at the disposal of Babu Durga Churn Law for the Chinsura Annochattra ; that Rs 200 two hundred be given to Babu Dwarka Nath Bhattacharjee of the Sanskrit College for relieving distress at Nobodeep and its vicinity ; and that the balanoe which with the proceeds of the sale of cooking utensils etc., will come up to about 500 Rupees be made over to Pundit Ishwarachandra Vidyasagara for paupers at and about Beershingha ; and that the gentlemen abovenamed be requested to appropriate the funds as they think best.*

নবম পরিচ্ছেদ।

এডুকেশন গেজেট সম্পাদনে।

প্যারীচরণ কিঞ্চিদূন দুইবর্ষকাল এডুকেশন গেজেট পত্রের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐ পদ ত্যাগের একটু ইতিহাস আছে।

বাঙ্গালা সিবিল সার্ব্বিস দলভুক্ত হজ্‌সন্‌ প্রাট্‌ (Hodgeson Pratt) সাহেবের প্রস্তাবে খৃষ্টীয় ১৮৫৬ অব্দের ৪ঠা জুলাই এডুকেশন গেজেট পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথমাবস্থায় ঐ পত্র পরিচালনার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক দুইশত টাকা পরে ২৭০, টাকা ব্যয় করিতেন। 'এডুকেশন গেজেট' ব্যতীত সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের আর একখানি নিজস্ব বাঙ্গালা কাগজ ছিল,—সে খানি বেঙ্গল গেজেট। এই উভয় পত্রেই সংবাদ ও বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত, কোনরূপ প্রবন্ধ বা অভিমত প্রকাশিত হইত না। এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা বা রাজ্যশাসন সংক্রান্ত গবর্ণমেণ্টের

অভিমত যথাযথ ভাবে ব্যক্ত করে বঙ্গভাষায় এরূপ কোন সংবাদপত্রও তৎকালে ছিল না; অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এই অভাব মোচনার্থে, "বেঙ্গল গেজেট" ও "এডুকেশন গেজেট" এই দুইখানি পত্রের মধ্যে একখানিকে গবর্ণমেণ্ট নিজের মুখপাত্র স্বরূপ বাঙ্গালা পত্রে পরিণত করিতে কৃত সংকল্প হইয়া এডুকেশন গেজেটই ঐ উদ্দেশ্য সফল করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী সিদ্ধান্ত করেন, ও সেই মর্ম্মে ইং ১৮৬৩ সালের ৩:শে ডিসেম্বর এক মন্তব্য প্রকাশ করেন। ঐ মন্তব্যে কিরূপ নিয়মে এডুকেশন গেজেট ভবিষ্যতে পরিচালিত হইবে তাহা লিপিবদ্ধ হয় ও ঐ পত্রের সম্পাদককে মাসিক সাহায্য স্বরূপ প্রদত্ত বেতন ২৭০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকায় পরিবর্দ্ধিত হয়; এবং যাহাতে ঐ পত্রের সম্পাদক গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ও অপরাপর বিষয়ে প্রকৃত সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জনসাধারণকে সাময়িক ঘটনাবলীর যথাযথ ভাবে জ্ঞাপন করিতে সক্ষম হয়েন তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এমন কি গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী ও ডিবিসনের কমিশনরগণও ঐ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে অনুরুদ্ধ হন। * কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্রের সহিত সাক্ষাৎ সংসর্গ না রাখিয়া সম্পাদকের উপরই প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের ও অন্যান্য বিষয়ের সমস্ত দায়িত্ব সমর্পণ করেন। ইং ১৮৬৪ সালের প্রারম্ভ কাল হইতেই এডুকেশন গেজেট পরিবর্দ্ধিত আকারে ও নূতন নিয়মে পরিচালিত হইতে লাগিল। ঐ সময় হইতে ইং ১৮৬৬ সালের জান্নুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রেভারেণ্ড ওব্রায়েন্ স্মিথ্— (Rev. W. O' Brien Smith) নামক জনৈক খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যাজক ঐ পত্রের সম্পাদনভার বহন করিয়াছিলেন। তিনি শারীরিক

* Report on Public Instruction, Bengal for 1863-64, pages 8-10.

অসুস্থতা নিবন্ধন স্বেচ্ছায় ও সসম্মানে ঐ পদ ত্যাগ করিলে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করে নাই। পাদ্রী মহাশয়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বা চেষ্টার অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার সাহেবীবাঙ্গালা কেই বা পড়িবে এবং কেই বা তাঁহার গবর্ণমেণ্টের পক্ষের ওকালতী কথায় বেদবাক্য জ্ঞান করিবে। "সোম প্রকাশ" তখন বঙ্গীয় জন সাধারণের নেতা।

এই সময়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর আটকিন্‌সন্‌ সাহেব প্যারীচরণকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক পদের প্রার্থী হইতে পরামর্শ দিলেন, এবং আবেদন মাত্র প্যারীবাবু ১৮৬৬ সালের ৩রা মার্চ্চ (বঙ্গীয় ১২৭২ সালের চৈত্র) হইতে ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। প্যারীবাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া উহার উন্নতিকল্পে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; ঐ পত্রের উন্নতির উপর তাঁহার সুনাম ও স্বার্থ উভয়ই নির্ভর করিতেছিল। তিন শত টাকা বেতন ব্যতীত ঐ পত্রের বিক্রয়লব্ধ অর্থও পত্রের মুদ্রাঙ্কন ও পরিচালনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সম্পাদকের গ্রহণ করিবার অনুমতি ছিল। প্যারীবাবু তৎকালে "ওয়েল উইশার" পত্রের সম্পাদকতা করিতেছিলেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা, ও মনীষা গুণে এবং যত্ন ও উদ্যমে, এবং বারাসতের কালীকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়, নিমাইচরণ সিংহ, নৃসিংহ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌ এ, প্রভৃতি কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধু ও স্নেহাস্পদ ব্যক্তিগণের সহায়তায় অচিরে এডুকেশন গেজেট বঙ্গীয় পাঠক সমাজে নবসমাদর ও অভ্যর্থনা পাইল। শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহাশয়ও প্যারীবাবুর সহায়তার জন্য স্কুল ইন্‌সপেক্টার, কালেজের প্রিন্সিপাল প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীগণকে * এডুকেশন গেজেটে প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিলেন। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় জনসাধারণের হিতকর ও প্রীতিকর যাবতীয় বিষয়ই এডুকেশন গেজেটে আলোচিত হইতে লাগিল। প্যারীবাবু সমালোচনা স্তম্ভে আশাপ্রদ লেখকের পুস্তকের সহৃদয় সমালোচনায় মাতৃভাষা-সেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, এবং লেখিকাগণকে সবিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। প্যারীচরণের বারাসত বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তদীয় বন্ধু ৺নবীনকৃষ্ণ বাবুর কন্যা "কুন্তীবালা"র কবিতা তৎকালে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়া প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্যারীচরণ যখন এডুকেশন গেজেটের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করেন তখন ঐ পত্রের গ্রাহকের সংখ্যা তিনশতছয় জন মাত্র ছিল। গ্রাহকগণের অনেকেই বিনামূল্যে ঐ পত্র প্রাপ্ত হইতেন, এবং অবশিষ্টের অধিকাংশেরই নিকট হইতে মূল্য আদায় হইত না; কিন্তু প্যারীবাবুর কর্ত্তৃত্বাধীনে ক্রেতার সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র হইয়াছিল। যে সকল গ্রাহক মূল্য দিতেন না তাঁহাদের নিকট পত্র প্রেরণ বন্ধ করিয়া প্যারীবাবু মূল্য আদায়ের বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ডিরেক্টর অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব এডুকেশন গেজেটের এই অভাবনীয় উন্নতি ও গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধির কথা অবগত হইয়া প্যারীবাবুকে সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া উৎসাহিত করেন। ওব্রায়েন স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধান কালে ঐ পত্রের যে মূল্য আদায় হয় নাই, তাহারও কতক অর্থ আদায় করিয়া প্যারীবাবু ওব্রায়েন সাহেবকে প্রেরণ করেন এবং

* D. P. I's Circular letter No 6 dated 22nd December 1866, printed at page 7 of Appendix B.—Report on Public Instruction, Bengal, for 1866-67.

তাঁহার ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়েন।* পত্রের বার্ষিক মূল্য টাকা ধার্য্য ছিল, এবং বিজ্ঞাপনের আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছিল—এক অহিফেন ব্যবসায়ীদিগের বিজ্ঞাপনেই তিনি অনেক টাকা পাইতেন। সকল বিষয়ে, এডুকেশন গেজেট হইতে প্যারীচরণের মাসিক সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন হইত। এতদ্ভিন্ন এই পত্রমুখে তিনি অনেক অত্যাচার, অনিয়ম ও ভ্রমাদির সমাচার ঘোষণা করিয়া এবং তাহার প্রতিবিধানের জন্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সমাজের মঙ্গলসাধন করেন।

এইরূপে প্রায় সার্দ্ধ দুইবর্ষকাল সুপ্রতিষ্ঠার সহিত এই পত্রের সম্পাদন করিবার পর একটী ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে এডুকেশন গেজেটের সহিত প্যারীবাবুর সম্বন্ধ অভাবনীয়রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইং ১৮৬৮ সালের মে মাসে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনের নিকট একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া অনেক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। রেলওয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা ঐ ঘটনার রিপোর্টে মৃত ও আহত ব্যক্তিগণের যে সংখ্যা প্রকাশ করেন, সাধারণে সে বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। সাময়িক সংবাদপত্র সমূহে প্রচারিত হয় যে রেলওয়ের বিবরণ প্রকৃত নহে, বহুসংখ্যক লোক হত হওয়াতে ঐ সংখ্যা গোপন করিবার জন্য রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ শবদেহসমূহ গোরাই নদীর গর্ভে

August 9th 1867.

"My Dear Sir

Accept my best thanks for recovering the arrears of subscription due for the Education Gazette, amounting to Rs. 98-2, for which I beg to enclose a stamped receipt.—Excuse a hurried note. I have been out all day and only just returned home.

"Yours sincerely
W. O' Brien Smith."

To Babu Peary Churn Sircar.

ফেলিয়া দিয়াছে। প্যারীবাবু উক্ত সংবাদপত্র সমূহের কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করেন। এবং ঐ অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ, সন ১২৭৫ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের এডুকেশন গেজেট পত্রে, প্রকাশ করেন :—

"ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুর্ঘটনা।

"বিগত ২৬শে বৈশাখ ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেশনে যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল, তাহার অত্যন্ত ভয়ানক বিবরণ ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহারা তৎকালে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রকাশ্যরূপেই বলিতেছেন যে, প্রায় তিন শত লোক মারা পড়িয়াছে। আবার উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কয়েকটী বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। অনেকেই এরূপ অনুভব করিতেছেন যে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যখন তাড়াতাড়ি ভগ্ন গাড়ি হইতে হত আহত ব্যক্তিগণকে বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহাতে দুর্ঘটনার চিহ্ন অত্যল্প কাল মধ্যেই নিরাকৃত হয়, সেই চেষ্টায় শশব্যস্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারীরা দয়াধর্ম্মশূন্য হইয়া পড়েন। হত আহত ব্যক্তিরা যে স্থানে ছিল, তথা হইতে ৬।৭ হাত দূরে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার গাড়ি আনিয়া রাখা হয়, এবং এই ৬।৭ হাত ভূমির উপর দিয়া মৃত ও মৃতপ্রায় ব্যক্তিগণকে যে প্রকার ভয়ানকরূপে নিক্ষেপ করা কিম্বা টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তাহাতে যাহারা মৃতপ্রায় ছিল, তাহাদের জীবিত থাকিবার অধিক সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল শশব্যস্ত কর্ম্মচারী ভগ্ন গাড়ি হইতে "প্যাসেঞ্জর" বাহির করিবার সময় হত আহতের অল্প মাত্র বিভিন্নতা প্রদর্শন করে, হতব্যক্তিকেও যেমন বলপূর্ব্বক টানিয়া অথবা উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থানান্তরিত করিবার গাড়িতে রাখে, যে সকল আহত ব্যক্তিরা মৃতপ্রায় হইয়াছিল, অথবা কথা কহিতে অসমর্থ ছিল, তাহাদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এই প্রকার নৃশংস ব্যবহার দ্বারা যদি একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও প্রাণনাশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কর্ম্মচারীর গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। ইহাও অনেকের মুখে শুনা যাইতেছে যে, প্রকাশ্য রিপোর্টে যিনি যেরূপ লিখিয়া দেউন না কেন, বস্তুতঃ সকল আহত ব্যক্তির প্রতি যথোচিতরূপ যত্ন ও শুশ্রূষা

করা হয় নাই। যে সকল কর্ম্মচারী ঐ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সদয়-চিত্ত হইলে আহত ব্যক্তিগণের প্রতি ইহা অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করা হইতে পারিত, তাহা অনেকেই বলিতেছেন। বাঙ্গালি দর্শকদিগের কথা যদি সকলে গ্রাহ্য না করেন, তথাপি কলিকাতার পুলিস কমিশনর ষ্টুয়ার্ট হগ সাহেব এবং আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় সুপ্রিম কৌন্সিলের মেম্বর সররিচার্ড টেম্পল সাহেবের কথা অবশ্যই মান্য করিতে হইবে। ইঁহারাও স্বচক্ষে দুইজন আহত ব্যক্তির দুর্দ্দশা দেখিয়াছেন। উহারা বিনা যত্নে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, হগ সাহেব ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান কর্ম্মচারী প্রেষ্টেজ সাহেবকে তদ্বিষয় অবগত করাতে, উক্ত কর্ম্মচারী হগসাহেবকে এইরূপ উত্তর দেন যে, "তোমার এ বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার নাই।" এবং পরে হগসাহেবের ব্যবহার অশিষ্ট বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মৃতপ্রায় মনুষ্যেরা যত্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া, তাহাদের কষ্ট দূর করিবার উদ্দেশে সকলকেই কে না বলিতে পারেন? বিশেষতঃ এস্থলে উক্তপ্রকার দুরবস্থা গ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট নিবারণ চেষ্টাই উক্ত কর্ম্মচারীর একটী প্রধান কর্ম্ম, অতএব এবিষয়ে তাঁহাকে কোন কথা বলিবার অধিকার মনুষ্য মাত্রেরই আছে। হগসাহেব যেপ্রকার দয়ালু অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, ঈষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে কর্ম্মচারীর প্রধানপক্ষীয় দুইএকজন যদি তদ্রূপ দয়া প্রকাশ করিতেন তাহা হইলে এই দুর্ঘটনা জন্য প্যাসেঞ্জারেরা প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কোনপ্রকারে দোষী করিতে পারিবেন না। কিন্তু যেরূপ শুনা যাইতেছে তাহাতে উক্ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অনায়াসেই অধিক দোষারোপ করা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি হতব্যক্তি সমূহকে রাত্রিকালে গোপনে নূতন ট্রেন আনাইয়া স্থানান্তরিত করা, এবং কোথায় নিক্ষেপ করা হইল তাহা কাহাকেও না জানান, অত্যন্ত সন্দেহের কারণ, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মৃতব্যক্তিদিগের আত্মীয়বর্গ আসিয়া স্ব স্ব জাতির প্রথা অনুসারে মৃতব্যক্তির শেষ কার্য্য সমাধা করিতে দিবার কোন চেষ্টা হইল না কেন? দুর্ঘটনায় পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতদেহ রাখা হইলে নিকটস্থ সকল গ্রামের আরোহীদিগের আত্মীয়স্বজন আসিয়া স্ব স্ব আত্মীয়ের গতি করিতে পারিত, সে সন্তোষ হইতেও মৃতব্যক্তিগণের আত্মীয়বর্গকে বঞ্চিত করা হইল কেন? যে কয়েকখানি গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়, রাত্রি মধ্যে তৎসমুদায় অগ্নি দিয়া ভস্মীভূত করিবারই বা তাৎপর্য্য কি? গোপন

করিবার জন্য এতদূর ব্যগ্র হইবার কি প্রয়োজন ছিল? যখন রাত্রিমধ্যেই চুপে চুপে সমস্ত মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া কুষ্টীয়ার নীচে পদ্মাতে বা অপর স্থানে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, তখন প্রকাশ্য রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসেই লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া অথবা ঐ রাত্রির মধ্যেই বারাকপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটকে দুর্ঘটনা স্থানে আনাইয়া তাঁহাকে সমস্ত হতআহত ব্যক্তি দেখাইয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণের পর যদি মৃতদেহ পদ্মাতে এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাঁসপাতালে পাঠান হইত, তাহা হইলে রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের অন্ততঃ আইনসঙ্গত কর্ম্ম করাও হইত। কিন্তু তাঁহারা তাহাও করেন নাই। ইহার কারণ কি? সকলেই বলিতেছে যে তাড়াতাড়িতে কতকগুলি মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও মৃতব্যক্তির সহিত এক গাড়ীতে নিক্ষেপ করিয়া পদ্মায় বিসর্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। এরূপ যথার্থ ঘটিয়াছে কিনা, রেলওয়ে কর্ম্মচারীর মধ্যে যাঁহারা ভগ্নগাড়ী পালাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন; অপর কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না। কিন্তু সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। শ্যামনগরের নিকটস্থ গ্রামবাসীদিগের মুখেও ঐ কথা শুনা যায় এবং তাঁহারা বলেন, যে হত আহতের সংখ্যা তিন শতের ন্যূন নহে। যে সকল ব্যক্তি হত বা আহত হইয়াছিল তাহাদের ঘড়ী, অলঙ্কার, টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি কোথায় গেল, কে লইল তাহারও কিছুই অনুসন্ধান হয় নাই। শুনা গেল জনৈক আহত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রেলওয়ে কর্ম্মচারীর দুইএকজন তাঁহার পকেটে হাত দেওয়াতে তিনি যেমন সচেতন হইয়া চাহিয়া দেখেন তৎক্ষণাৎ দস্যুবৎ কর্ম্মচারীরা অন্যদিকে যায়। এই সকল কর্ম্মচারী লুঠ করিতে গিয়াছিল সাহায্য দিতে যায় নাই।

"যাহাতে এই দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হয়, এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্ত সত্য প্রকাশ পায়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী কমিশন নিযুক্ত করুন। ৪।৫ জন সুযোগ্য দেশীয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তি কিছুদিন এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলেই সমস্ত ব্যক্ত হইবে। অনেকদূর পর্য্যন্ত এইরূপ নৃশংস ব্যবহারের জনরব হইয়াছে। যতদিন না গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইবে, ততদিন রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা ভয়ানক দুষণীয়তার অপবাদ হইতে

মুক্তি অথবা কৃত অপরাধের যোগ্য দণ্ড পাইবে না, এবং দেশবাসীদিগের নানাপ্রকার সংশয়ও দূরীকৃত হইবে না। অতএব একটী কমিশন নিযুক্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত।”

উদ্ধৃত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্যারীবাবু হত ও আহত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, মৃত ব্যক্তিগণের আত্মীয়স্বজনের দুঃখে ব্যথিত হইয়াই প্রতীকার ভিক্ষা করিয়াছিলেন। যাহাতে ঐরূপ ভয়ানক প্রাণহানিকর দুর্ঘটনার প্রতি কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং যাহাতে ঐরূপ দুর্ঘটনার ভবিষ্যৎ প্রতিবিধানের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় এই আশা এবং সমাজের মঙ্গলই প্যারীবাবুর ঐ বিবরণ প্রকাশ করিবার মুখ্যউদ্দেশ্য। তিনি এরূপ বলেন নাই যে ঐ বিবরণ সত্য, তিনি কেবল দেশময় যেরূপ জনরব তাহাই প্রকাশ করিয়া দিলেন। এবং যাহাতে ঐ জনরব অমূলক প্রমাণ হয়, বা যদি উহা যথার্থ হয় তাহা হইলে অপরাধীরা উপযুক্ত শাস্তি পায় তাহারই উপায় বিধানের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কারণ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে প্রকৃত ঘটনা গোপন রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। তিনি এডুকেশন গেজেটের আর একটী সংখ্যায় (১২৭৫, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ) লিখিয়াছিলেন “আমরা সম্প্রতি স্বয়ং শ্যামনগরের ষ্টেশনে গিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী লোকদিগের নিকট ঘটনার বিষয় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম যে, কেহই এবিষয়ে কিছু বলিতে সম্মত নহে। বোধ হইল, রেলওয়ের কোন লোক দ্বারাই হউক, গ্রামবাসী কোন ব্যক্তির দ্বারাই হউক, অথবা ঐ স্থানের জমিদারের আমলা দ্বারাই হউক, সকলেই এরূপ শিক্ষা পাইয়াছে যে ঐ দুর্ঘটনার বিষয়ে কেহ কোন কথা ব্যক্ত করিবে না।” যাহা হউক

প্যারীবাবুর সদুদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হইয়াছিল। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের কর্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে নির্ভর করিয়া উক্ত দুর্ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে প্যারীবাবুর লিখিত প্রবন্ধে হত ও আহতের সংখ্যা অনেক অধিক বলিয়া লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা প্যারীবাবুর ঐ প্রবন্ধের ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছিলেন। এবং ঐ বিবরণ বিনা অনুসন্ধানে লিখিত, ভ্রমাত্মক, ভীতিপ্রদ ও জনসমাজের অনিষ্টকারী স্থির করেন, এবং গবর্ণমেণ্টের অর্থসাহায্যে পরিচালিত পত্রে উহা প্রকাশিত হওয়াতে, তৎকালীন ছোটলাট বাহাদুর (Sir William Grey) নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এই মর্ম্মে প্যারীবাবুকে এক অসন্তোষ জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ করেন। প্যারীচরণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মর্ম্মপীড়িত হইয়া যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ নিম্নে অনূদিত করিলাম:—

"নং ২৪ এডুকেশন গেজেট আপিস।

১৬ই জুন, ১৮৬৮।

"মান্যবর এচ্, এল্, হ্যারিসন্,

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারী মহাশয় সমীপেষু

"মহাশয়,

আপনার ২৭০০ নং ২রা তারিখের (১৩ই তারিখে প্রাপ্ত) পত্রপাঠে, পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিষয়ক, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধটী মাননীয় ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রীতিকর হইয়াছে অবগত হইয়া আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম।

"২। যদিও কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নাই, তথাপি আমার নিজের প্রতি কর্তব্যানুরোধে লেপ্টেনাণ্টগবর্ণর মহাশয়ের গোচরার্থে আমি নিম্নলিখিত বিষয় নিবেদন করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

"৩। যখন আমি সেই প্রবন্ধটী লিপিবদ্ধ করি তখন আমার মনে ধারণা ছিল, যে হিন্দু প্রেটিয়ট, ন্যাশন্যাল পেপার, ইণ্ডিয়ান মিরার, সোমপ্রকাশ, প্রভাকর ও চন্দ্রিকা

পত্রসমূহে যে সকল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং যে বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ নির্ভুল, এবং নিজের ভিন্ন ভিন্ন, বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে অনুসন্ধানে আমার মনে ঐ ধারণা সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

"৪। আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবি নাই যে আমি দেশীয় জন সাধারণের মনে ভীতি বা ভ্রম উৎপাদন করিতেছি। কারণ এডুকেশন গেজেটে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিকতর ভীতিপ্রদ সংবাদ পূর্ব্ব হইতেই লোক মুখে, ও সাধারণের শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত সংবাদ পত্র সমূহে দেশময় প্রচারিত হইতেছিল।

"৫। যে নিয়মে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এডুকেশন গেজেট প্রতিপালিত হইয়া থাকে আমি সেই নিয়মাবলী পাঠ করিয়া সে গুলির মধ্যে, আমার বুদ্ধিতে এমন কিছুই দেখিতে পাই নাই, যাহা সাময়িক ঘটনা সমূহের উপর আমার নিজের ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করিবার প্রতিবন্ধক স্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। এবং যে নিয়মটীকে সেই নিয়মাবলীর প্রধান বলিয়া আপনার পত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে, সে নিয়মটীও মদীয় প্রবন্ধে ভঙ্গ করা হয় নাই, কারণ উহা বিনা অনুসন্ধানে পত্রস্থ করি নাই।

"৬। যৎকালে ঐ প্রবন্ধটী লিখিত হয়, তখন অনেকেই অবগত হইয়াছিলেন যে ঐ দুর্ঘটনা সংক্রান্ত প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটী 'কমিশন' অচিরে নিযুক্ত হইবে। সেই কারণে আমার মনে স্বতঃই এই ধারণা জন্মে যে গবর্ণমেণ্ট, কর্ত্তৃপক্ষগণের সরকারী রিপোর্টকে সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ বা সর্ব্বপ্রকারে সন্তোষকর বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

"৭। গবর্ণমেণ্ট যে উদ্দেশ্যে এডুকেশন গেজেট পত্রকে সাহায্য করেন, তাহার প্রতিকূলগামী হইতে পারে, এরূপ কোন প্রবন্ধ আমি ঐ পত্রে স্থান দিব এরূপ অভিপ্রায় আমার কখনই ছিল না, এবং আমি ওরূপ প্রবন্ধ কখনও পত্রস্থ করি নাই। কিন্তু সেই বিষয়েই বর্ত্তমান স্থলে আমার কার্য্য দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, জ্ঞাত হইয়া আমি সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, কোন প্রকাশ্য পত্র পরিচালনকার্য্যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ কোন না কোন অসন্তোষকর কারণ উপস্থিত হইতে পারে, এবং সকল সময়েই উহা অতিক্রম করা আমার পক্ষে দুরূহ হইবে। সেই জন্য আমি বিহিতসম্মান পুরঃসর প্রার্থনা করিতেছি যে মাননীয়

লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে এডুকেশন গেজেটের পরিচালন কার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন।

ভবদীয় একান্ত আজ্ঞাবহ সেবক

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।"

এই পত্রে প্যারীবাবু কিরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন এবং তাঁহার আত্মসম্মান জ্ঞান কত প্রখর ছিল তাহা উপলব্ধি হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্যারীবাবুকে অভিমান ভরে—অ্যাট্‌কিন্‌সন্ সাহেবের কথায় তাঁহাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে—একটু মৃদুভৎর্সনা করিয়াছিলেন মাত্র; অন্য কেহ হইলে হয়ত সে কথা গ্রাহ্যও করিতেন না। কিন্তু প্যারীবাবু সে ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি কখন জ্ঞাতসারে গবর্ণ-মেণ্টের বিপক্ষে কোন কথা লিখিয়া লোক সাধারণের নিকট সহজলভ্য প্রশংসাবাদ লাভ করিবার ইচ্ছাও করেন নাই, আর ভবিষ্যৎ সম্মানের আশায় অযথা চাটুবাদে গবর্ণমেণ্টকে তুষ্ট করাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। প্যারীবাবুর হিতাকাঙ্ক্ষী অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব এই পত্রের কথা অবগত হইলে প্যারীবাবুকে গোপনে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহার পত্র খানির ভাষা যথাবিহিত বিনীত ও সম্মানসূচক হয় নাই এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সত্বর তাঁহার এই ত্রুটী সংশোধন করা উচিত। প্যারীবাবু গবর্ণমেণ্টকে কেন, অতি নিম্নতম অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে রূঢ় বাক্যে অসন্তুষ্ট করিতেন না, এবং তিনি সে উদ্দেশ্যে উক্ত পত্র লিপিবদ্ধ করেন নাই, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তিনি স্বভাবোচিত বিনীত বাক্যে গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করেন যে উক্ত পত্রে যদি কোন কথা অসম্মান সূচক বলিয়া বিবেচিত হইবার থাকে তাহা তাঁহার ইচ্ছাকৃত নহে।

° এডুকেশন গেজেট সম্বন্ধে প্যারীবাবুর সহিত গবর্ণমেণ্টের যে পত্র বিনিময় হইয়াছিল সেই সংক্রান্ত যে কয়খানি পত্র প্যারীবাবু রাখিয়া গিয়াছেন, পাঠকের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য সেগুলি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

প্যারীবাবুর তেজস্বিতার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এডুকেশন্ গেজেট্রের সম্পাদকতা হইতে বিদায় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু প্যারীবাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিজ সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে ঐ পদরক্ষা করিতে অনুরোধ করিবার পথ ছিল না। তত্রাচ গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে ঐ পদ রক্ষা বা ত্যাগ করিবার ভার প্যারীবাবুর উপরই সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন, এবং অ্যাট্কিন্সন্ সাহেবও প্যারীবাবু যাহাতে ঐ পদ ত্যাগ না করেন বন্ধুভাবে তাঁহাকে সেইরূপ উপদেশও দিয়াছিলেন।

অ্যাটকিন্সন্ সাহেব প্রকৃত প্রস্তাবে প্যারীবাবুর প্রভুস্থানীয় ছিলেন, তাঁহার অধীনে প্যারীবাবুকে কর্ম্ম করিতে হইত সুতরাং অ্যাটকিন্সন্ সাহেবের উপদেশ বা অনুরোধ অবহেলা করা প্যারী-বাবুর স্থলাভিষিক্ত অপরের পক্ষে কঠিন হইত। আর অ্যাটকিন্সন্ সাহেবের ন্যায় শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর মনে অসন্তোষ উৎপাদন করাতে যে প্যারীবাবুর মনে সুখকর চিন্তা উৎপাদন করিয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু প্যারীবাবু নিশ্চয়ই আত্মমর্য্যাদাকে রাজঅনুগ্রহ এবং আত্মসুখদুঃখ অপেক্ষা উচ্চতর বস্তু বলিয়া বিবেচনা করিতেন কারণ কিছুতেই তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই।

প্যারীচরণ অতি বিনম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, অথচ বংশাবলীগত স্বভাবানুযায়ী তিনি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পদত্যাগের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। অতঃপর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে প্যারীবাবুর নিকট হইতে ঐ কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া যাবজ্জীবন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পরিবার পালনে—আয়-ব্যয়ে।

অনেকগুলি নিরুপায় আত্মীয় কুটুম্বকে প্যারীবাবু স্বপরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং বারাসতে কর্ম্মকালে তাঁহার নিজের ও তদীয় অপর দুই ভ্রাতার সন্তান সন্ততি হওয়াতে, তাঁহাকে একটী সুবৃহৎ পরিবারের প্রতিপালক হইতে হইয়াছিল। দেড়শত টাকা বেতনে ঐ পরিবারের ভরণপোষণ, সামাজিক সম্ভ্রম রক্ষা, দীনদরিদ্র সেবা, প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করা প্যারীচরণের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। ইহা ব্যতীত একটী বসতবাটী নির্ম্মাণ করাও তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। চোরবাগানে মাতামহ ভবনের যে অংশ প্যারীবাবু ও তদীয় সহোদরগণ মাতামহীর উত্তরাধিকারী স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কালবশে ভগ্নাবশেষ হইয়া আসিয়াছিল ও তাহা বাসোপযোগী করিয়া লওয়া প্যারীবাবুর একটী অচিরকর্ত্তব্য কর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। প্যারীচরণ ঐ অর্থাভাবের মধ্যে থাকিয়াও সম্ভ্রম রক্ষার্থে ঐ বাটীর বহির্দ্দেশে একটী বৈটকখানা ঘর প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

হেয়ারস্কুলে আসিয়া প্যারীচরণের যে কেবলমাত্র পঞ্চাশটাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ নহে। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ফার্ষ্ট বুক্ অব্ রিডিং ও পরবর্ত্তী পুস্তকগুলি যাবতীয় বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তাঁহার সাংসারিক অসচ্ছলতা নিবারিত হইয়া অর্থাগম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে তিনি প্রায় দশসহস্র টাকা ব্যয়ে তদীয় চোরবাগানের বাটী নির্ম্মাণ করেন।

ইংরাজি ১৮৬২ সালে প্যারীবাবুর বেতন তিন শত টাকা হয়, এবং ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতি শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপকের (Assistant Professor of History and Political Economy) কর্ম্মে কয়েক মাসের জন্য নিযুক্ত হয়েন, ও পরবৎসর ঐ পদ অস্থায়ীরূপে প্রাপ্ত হয়েন। এই পদের বেতন ৫০০৲ টাকা ছিল, কিন্তু প্রথম বৎসরদ্বয় তিনি ঐ পূর্ণ বেতন প্রাপ্ত হয়েন নাই। পরে ইংরাজি ১৮৬৭ সালে প্যারীচরণ স্থায়ীরূপে প্রেসিডেন্সী কালেজের সহকারী অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হয়েন এবং তাঁহার বেতনও ঐ সময় হইতে "গ্রেডেড্ সার্ব্বিসে" ৭৫০৲ টাকা হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগের গ্রেডেড্ সার্ব্বিসে, প্যারীচরণের পূর্ব্বে আর একজন মাত্র দেশীয় ব্যক্তি প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন।

প্যারীবাবুর পুস্তক বিক্রয় ও অপরাপর উপায়ে ধনাগমের অনুপাতে তাঁহার বেতন সামান্যই ছিল। তাঁহার বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা ও প্রচলন ক্রমশই বৃদ্ধি হইয়াছিল। প্রথমে তিনি ঐ পুস্তকগুলি অপর লোকের মুদ্রাযন্ত্রে ছাপাইয়া লইতেন, কিন্তু পরে নিজ চোর-বাগানের বাটীতে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ঐ ছাপাখানা উত্তরকালে "স্কুলবুক্ প্রেস" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং প্যারীবাবুর হরিতকীবাগানের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্র এক সময়ে

বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৬৬ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই বোধ হয় এই মুদ্রাযন্ত্রের শ্রীসমৃদ্ধি চরমসীমায় উন্নীত হইয়াছিল। সে সময়ে এই যন্ত্রে প্যারীবাবুর স্বরচিত পুস্তকাবলী, মাদক নিবারিণী সভাসংক্রান্ত পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপনাদি, তাঁহার সম্পাদিত ওয়েল উইশার, হিতসাধক, এডুকেশন গেজেট, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের জরনাল্ অব মেডিসিন্, প্যারীবাবুর রচিত ইংরাজি এণ্ট্রান্স কোর্সের অর্থপুস্তক, কালীকৃষ্ণ বাবুর হোমিওপ্যাথী সম্বন্ধে বাঙ্গালা পুস্তকাবলী, * ও অপরাপর বহুতর কার্য্যে, ছয়টী প্রেস্ অনবরত নিযুক্ত থাকিত। † তাঁহার কাষ্টবুকই

---

* শিশুচিকিৎসা, কলেরা, আমরক্ত চিকিৎসা প্রভৃতি।

† প্যারীবাবুর রচিত পুস্তক সমূহের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(1) First Book of Reading, (2) Second Book of Reading, (3) Third Book of Reading, (4) Fourth Book of Reading, (5) Fifth Book of Reading, (6) Sixth Book of Reading, (7) Child's First Grammar, (8) Geography of Bengal for Beginners, (9) Primary Geography, (10) Geography of India, (11) Second Geography Parts I and II, (12) Geographical Chart of the World, (13) Companion to the Atlas, (14) Native Child's Arithmetical Table, (15) Historical Chart of England, (16) The Well Wisher from 1865-68, (17) The Tree of Intemperance.

ঐ সময়ে প্যারীবাবুর স্কুল বুক প্রেসে নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রাদি প্রকাশিত হইত ;—

(১) স্ত্রীর প্রতি উপদেশ ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রণীত। (২) বামাবোধিনী পত্রিকা (মাসিক) ৺বসন্তকুমার দত্ত সম্পাদিত। (৩) সর্ব্বার্থ সংগ্রহ (মাসিকপত্র) ৺গোপালচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। (৪) পদ্যপ্রক্ষেপ, গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত। (৫) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, কালীপ্রসন্ন সেন প্রণীত। (৬) সুরাপানের ফল (বিতরিত)। (৭) সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব, নবীনচন্দ্র বড়াল প্রণীত। (৮) সুরাপান কি ভয়ঙ্কর। (৯) বারুণীবারণ বা সুরার সকদোষ ৺রাজ হরচন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

প্রতিবারে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রিত হইত। গাড়ি গাড়ি কাগজ আসিয়া তাঁহার কাগজের ভাণ্ডার ঘর পূর্ণ থাকিত। এই সময়ে তাঁহার আয়ও পূর্ণ মাত্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বেতন ৭৫০্ টাকা, এডুকেশন গেজেটের মাহিনা ও সবস্ক্রপশন্ ১০০০্ টাকার ও অধিক, এবং পুস্তক বিক্রয় ও ছাপাখানার আয় হইতে ন্যূনকল্পে ৩০০০্ টাকা, প্রভৃতিতে তিনি প্রতিমাসে ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতেন। এই সময়ের আয়ের ভরসাতেই তিনি হরিতকী বাগানের সুবৃহৎবাটী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্যারীবাবুর এত অধিক আয় অধিক দিন স্থায়ী না হইলেও যাঁহারা প্যারীবাবুর আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতেন তাঁহারা বলেন যে প্যারীবাবুর পুস্তক বিক্রয় হইতে ও অন্যান্য উপায়ে উপার্জ্জন মাসে গড়ে দুই সহস্র টাকার ন্যূন ছিল না, অপিচ তাঁহার জনৈক পুরাতন কর্ম্মচারী প্যারীবাবুর আয় উহাপেক্ষা অনেক অধিক ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এত অর্থ উপার্জ্জন করিলে বিষয়বুদ্ধিবান্ লোকের লক্ষপতি হওয়া সহজসাধ্য হইত। কিন্তু প্যারীবাবু ধনসঞ্চয়কে কামনার বস্তু বলিয়া মনে করিতেন না, তিনি কিছুমাত্র ধনসঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। ধনসঞ্চয় করা দূরে থাকুক পরলোক গমন কালে তিনি কয়েক সহস্র মুদ্রার ঋণভার গ্রস্ত।

প্যারীবাবুর সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বের কথা এবং তাঁহার অসামান্য দানের কথা স্মরণ করিলে এই অর্থক্ষয়ের কারণ উপলব্ধি হইবে। প্যারীবাবুর পরিবারে প্রকৃতপক্ষে তিনি একাই উপার্জ্জন করিতেন। অগ্রজ পার্ব্বতীবাবুর মৃত্যুর পর প্যারীবাবুকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন এরূপ লোক অপর কেহ ছিলেন না। তাঁহার মধ্যমাগ্রজ প্রসন্নবাবু শিক্ষকতা করিয়া তৎকালে ৩০্ টাকা মাত্র বেতন

পাইতেন, উহা তিনি নিজেই ব্যয় করিতেন, এবং প্যারীবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বাবু ৪০৲ টাকা বেতনে কিছুদিন ট্রেজারীতে চাকুরী করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ১৮৫৬ সালে, ২৯ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, দুইটী বালকপুত্র ও সহধর্ম্মিণীকে রাখিয়া বসন্তরোগে ইহলোক হইতে অপসৃত হয়েন। সুতরাং সংসারের সকল ব্যয়ভার প্যারীবাবুকেই বহন করিতে হইত, এবং তিনি সেই দায়িত্ব প্রসন্নমনে ও পরমযত্নে পালন করেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুই পুত্র ৺গোপালচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সরকারকে পুত্রাধিক স্নেহে লালন পালন করেন, উৎকৃষ্ট শিক্ষা দান করেন, তাঁহাদের বিবাহ দেন, এবং যতদিন না তাঁহারা কৃতী হয়েন ততদিন প্যারীবাবু তাঁহাদের স্নেহময় পিতার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পরে যখন গোপালবাবু ভাগলপুরে একজন উন্নতীশীল উকিল এবং ভুবন বাবু কলিকাতার একজন প্রথিতনামা ডাক্তার হইয়া স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়েন, তখন প্যারীবাবু তাঁহাদিগকে চোরবাগানের বাটী প্রদান করিয়া ইংরাজি ১৮৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী (বঙ্গীয় ১২৭৭ সালের ১১ই ফাল্গুন) হরিতকী বাগানের নূতন বাটীতে স্থানান্তরিত হয়েন। পরিবার বৃদ্ধি হেতু স্থানের অসংকুলানই এই নূতন বাটী নির্ম্মাণের মুখ্য কারণ। সে সময়ে প্যারীবাবুর নিজের অনেক গুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল, এবং গোপাল বাবু ও ভুবন বাবুও তখন পুত্রকন্যাবান হইয়াছিলেন।

প্যারীবাবু তদীয় অকালে পরলোকগত অনুজের পুত্রদ্বয় ৺সুরেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারকেও পুত্রনির্ব্বিশেষে, অশেষযত্নে ও স্নেহে প্রতিপালন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুউচ্চ বিদ্যাশিক্ষা দান করেন।

প্যারীবাবু পরিবারবর্গের সকলকেই সমান যত্নে পালন করিতেন,

কাহাকেও ইতর বিশেষ করিতেন না। নিজ সহধর্ম্মিণীর ও পুত্রকন্যাগণের অশন বসনাদির যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেন ভ্রাতৃজায়াও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের ঠিক সেইরূপ করিতেন, এবং আশ্রিতগণকে আত্মপরিবারের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। পরিবারবর্গের মধ্যে সাংসারিক কোন বিষয়ে সামান্যমাত্র পার্থক্য লক্ষ্য করিলে তিনি নিরতিশয় সন্তপ্ত ও অসন্তুষ্ট হইতেন ও তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিকার করিতেন।

জননী, বিধবা ভগ্নী ও পরিবারভুক্ত অপরাপর আত্মীয় মহিলাগণ ধর্ম্মার্জ্জনার্থ যে সকল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন, প্যারীচরণ হৃষ্টচিত্তে সে সকলের ব্যয়ভার বহন করিতেন। তাঁহার চোরবাগানের বাটীতেই এই সকল পূজা ও ব্রতনিয়মাদি সম্পন্ন হইত, প্যারীচরণ হরিতকী বাগানের বাটীতে স্থানান্তরিত হইবার পরেও ঐবাটী হইতে সে সময়ে চোরবাগানের বাটীতে আসিয়া অবস্থান করিতেন। এইরূপে বহুবর্ষব্যাপী দুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা ও অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার বাটীতে যথারীতি সম্পন্ন হইত এবং তদুপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্ব ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অগণ্য দীনদুঃখীকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইত। মাতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান প্যারীবাবু সমারোহের সহিত সমাধা করেন, এবং তাঁহাকে তিনটী কন্যা ও ৭।৮টী পুত্রও ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহাদি সংস্কারের ব্যয় নিজ সমাজিক মর্য্যাদানুযায়ী নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছিল। তিনি পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রগণের বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ হইতে প্রচলিত কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া কখনও অর্থ প্রার্থনা করেন নাই।

উপরোক্ত ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে প্রচুর অর্থব্যয়ে উৎকৃষ্ট আহারীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতে ভালবাসিতেন; এবং তদুপলক্ষে অভ্যাগত ভিক্ষুকগণকে সুখাদ্য সুপেয় দানে সন্তুষ্ট

কন্যার উপর প্যারীবাবুর বিশেষ অনুরাগ ছিল। একবার একটী পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে প্যারীবাবুর সাধ হইল যে তিনি ভদ্রবংশীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যেরূপ মহার্ঘ ও উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন, ঐ কার্য্যোপলক্ষে তিনি দীনদরিদ্রকে ঠিক সেই রকম আয়োজন করিয়া আহার করাইবেন। বলা বাহুল্য প্যারীচরণ তাঁহার এই বাসনা অতৃপ্ত রাখেন নাই।

ভ্রাতুষ্পুত্র ও পুত্রগণকে বিদ্যাশিক্ষাদানেও তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ইউনিভার্সিটির উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদের সংখ্যাও ৮।১০ জনের অধিক হইবে। তাঁহার এক পুত্র বিলাতে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য প্রেরিত হয়েন। এ সকলই ব্যয় সাপেক্ষ। পরিশেষে তাঁহার বাটী নির্ম্মাণ। চোরবাগানের বাটী খানিতে তিনি প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যয় করেন, এবং হরিতকী বাগানের (বিডনষ্ট্রীটে তৎকালে ৩২।১ নং বাটী) তদপেক্ষা বৃহদায়তন তিন বিঘা ভূমি সমন্বিত বসতবাটী নিৰ্ম্মাণ করিতে তাঁহার চল্লিশ সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার নিজের প্রীতির জন্য দুইটী সখ ছিল—একটী পুস্তকক্রয়, অপরটী উদ্যান গঠন। এ দুইটীও বিনা ব্যয়ে পরিতৃপ্ত হয় নাই। কিন্তু এ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াও, তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতে যদি তাঁহার আর একটী ব্যয় না থাকিত তাহা হইলে তিনি বিত্তবান হইতে পারিতেন, সে ব্যয়টী তাঁহার দীন সেবা বা দান। প্যারীবাবুর সকল প্রকার ব্যয়ের একটী সীমা ছিল, তাঁহার দানের সীমা ছিল না। যতক্ষণ অর্থ থাকিত তিনি দান করিতেন—নিরুপায় প্রার্থীকে তিনি কখন বিমুখ করিতেন না। সেই অসামান্য বদান্যতার বিবরণ ভিন্ন পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যক্তিগত বিশেষত্ব।

প্যারীচরণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং ধীর ভাবে কথা কহিতেন, তাহার কণ্ঠস্বরও বড় মিষ্ট ছিল। কিন্তু তিনি অপ্রফুল্লচিত্ত ছিলেন না, প্রত্যুত সমবয়স্ক বন্ধুগণ সকাশে তাঁহার পরিহাস রসিক বলিয়া খ্যাতি ছিল। বাবু শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস), বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি সমবয়স্ক সুহৃদবর্গের সহিত যখন প্যারীবাবু মিলিত হইতেন তখন তাঁহাদের পরিহাস রসালাপে ও উচ্চহাস্যে মিলনস্থল মুখরিত হইত। কিন্তু প্যারীবাবুর পরিহাস রসিকতা কখনও বাচালতায় পরিণত হইত না বা বিমল ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিত না, তাঁহার অপরাপর বন্ধুগণের সে বিষয়ে ক্রটী লক্ষ্য করিলে, বিশেষতঃ কোন বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি সে স্থলে উপস্থিত থাকিলে, তিনি বিশেষ লজ্জিত হইতেন, এবং বক্তাকে মৃদু অনুযোগ বা সতর্ক করিতেন। পরন্তু প্যারীবাবুর পরিহাস

প্রকৃতি

বিদ্রূপে তীব্রতার লেশমাত্র থাকিত না, লোকের মনে কষ্ট হইতে পারে এরূপ রহস্যবাক্য কখনও তাঁহার মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইত না।

বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে প্যারীবাবু সতত গম্ভীর ভাবেই থাকিতেন কিন্তু তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্যে কেমন একটু মৃদুতা ও মধুরতা ছিল যে তাহা ছাত্রগণের কিছুমাত্র অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইত না; পরন্তু তৎকালেও প্যারীবাবুর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া তাঁহার মনের এই রহস্যপ্রিয়তা কখন কখন প্রকাশ হইয়া পড়িত। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তিনি যখন প্যারীবাবুর নিকট হেয়ারস্কুলের এণ্ট্রান্স ক্লাসে পাঠ করিতেন সেই সময় থ্যাকার কোম্পানীর নিকট হইতে একদিন একখানি বিল আসিলে, তিনি একটী ছাত্রকে ঐ বিল খানির হিসাব দেখিতে দিয়া বলিয়াছিলেন ইহা পাটীগণিতের অঙ্ককসা (Speculative Arithmetic) নহে,—ইহাতে ভুল হইলে যে কিছু নম্বর কাটা যাইবে এরূপ নহে, তবে টাকা আনা পয়সার ক্ষতি হইতে পারে (it means so many rupees annas and pies)।' * প্যারীবাবু বাটীতে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে লইয়া আমোদ করিতে তাহাদের শৈশব ও বাল্য-সুলভ ক্রীড়ার সাথী হইতে ভাল বাসিতেন।

বারাসতে থাকিতে অবকাশ কালে প্যারীবাবু তদীয় সহযোগী শিক্ষকগণের সহিত "অষ্টা কষ্টে" ও সতরঞ্চ খেলিতেন। এবং তাস খেলার প্রতি অনুরাগ তাঁহার আজীবন ছিল। বারাসতে কর্ম্মকালে রবিবারে বাটী আসিলে, প্রতিবাসী ও বন্ধু ৺ হরমোহন বসু মহাশয়ের বাটীতে

তাস খেলা

* প্রবাস, ১ম বর্ষ, ১৮৯৯, অক্টোবর, "প্যারীচরণ" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

এই খেলা হইত। হরমোহন বাবু ও বাবু প্রসন্ন গুপ্ত এই ক্রীড়ার প্যারীবাবুর সাথী থাকিতেন। পরে কলিকাতায় আসিলে তাঁহার নিজ বাটীতেই বৈটকখানা ঘরে রবিবারে ও অপরাপর অবকাশের দিন মধ্যাহ্নকালে এই খেলা হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও উক্ত প্রসন্নবাবু এই ক্রীড়ার প্রধান সহযোগী হইতেন। এবং খেলার সাথীর অভাব হইলে যদি তাঁহার কোনও বন্ধু বাটীর ছেলেদের কাহাকেও আহ্বান করিতেন, তাহা হইলে পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত একত্রে ক্রীড়া করিতেও প্যারীবাবু আপত্তি করিতেন না।

সঙ্গীতানুরাগ

প্যারীচরণের পরিহাস-রসিকতা, ক্রীড়াকৌতুকস্পৃহা প্রভৃতি অন্তরের প্রফুল্লতা বিধায়ক ভাবগুলি যেরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরের অপরিজ্ঞাত ছিল, সেইরূপ যাঁহারা প্যারীচরণকে প্রৌঢ় বা শেষাবস্থায় দেখিয়াছেন, তাঁহারা প্যারীবাবু যে কখন সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন একথা শুনিয়া হয়ত বিস্মিত হইবেন ও কৌতুক অনুভব করিবেন। কিন্তু প্যারীচরণও সুন্দরের উপাসনা করিতেন, সুস্বর তাঁহাকেও আনন্দরসে পরিপ্লুত করিত। বাল্য ও কৈশোরে তিনি বিদ্যাশিক্ষায় একাগ্র ছিলেন বলিয়া সঙ্গীত-স্পৃহা তাঁহার অন্তরে সুষুপ্ত ছিল, পরে সংসারে কর্ম্মবীর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার সঙ্গীতাদি আমোদে আত্মসম্প্রীতি উপভোগ করিবার অবসর ছিল না! কিন্তু তাঁহার জীবনে এমন একটী সময় আসিয়াছিল, যখন তাঁহার হৃদয়ের সেই তন্দ্রাগত ভাবটী, পত্রমাত্র-বিরহিত কৃষ্ণচূড়তরুশাখায় বসন্তাগমে মুকুলোদ্গমের ন্যায়, বিকশিত হইয়া উঠে। যৌবনমুখে প্যারীচরণের মনে সঙ্গীত-স্পৃহা জাগরিত হয় এবং জীবনের সেই মধুমাসাবসানের সহিত উহা বিলীন হইয়া যায়। প্যারীচরণ তখন হুগলিতে ও পরে বারাসতে

কর্ম্ম করিতেন এবং রবিবারে ও অবকাশের সময় কলিকাতায় আসিতেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহার গীতবাদ্যাতিতে রীতিমত শিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে যাঁহারা তাঁহার গীত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন, যে প্যারীবাবুর কণ্ঠধ্বনি বেশ সুমিষ্ট ছিল এবং তিনি সুরলয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। প্যারীবাবু পাখোয়াজ, বামাতবলা, ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সাদাসিধা রকমে বাজাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্ব্বতীবাবু যেরূপ সেতার বাদনে সুপরিপক্ক হইয়াছিলেন প্যারীবাবু সেরূপ সুশিক্ষিত হয়েন নাই। পার্ব্বতীবাবুর গান বাজনার সখ্ হইতেই সম্ভবতঃ প্যারীচরণের মনে সঙ্গীতানুরাগ সংক্রামিত হয়।

প্রতিবাসী ও বন্ধু হরমোহন বসুর বাটীতেই প্যারীচরণের এই গীতবাদ্য চর্চ্চা হইত। বারাসতের বাসাটীতে, তিনি অবসর কালে মৃদু স্বরে গান করিতেন, কিন্তু শনিবার দিন বাটী আসিবার সময় শকটে বসিয়া তাঁহার সঙ্গীতেচ্ছা কিছু প্রবল হইত। প্যারীবাবু সাধারণতঃ দেবদেবী বিষয়ক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গানই গাহিতেন কিন্তু কবির গানও তিনি ভাল বাসিতেন। তাঁহার বন্ধুদ্বয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কালীকৃষ্ণ বাবুরও কবিরগানের প্রতি অনুরাগ ছিল। নবীনকৃষ্ণ বাবুর কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র নির্ব্বাচনার্থ ৺ডেপুটী বাবু কালীচরণ ঘোষকে দেখিতে যেদিন কালীকৃষ্ণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারীবাবু ও অপর এক ব্যক্তি, কৃষ্ণনগরে যাত্রা করেন, সে দিন শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া শকটের সুবিধা না হওয়ায় তাহাদের পদব্রজে কৃষ্ণনগরে (৫ ক্রোশ পথ) গমন করিতে হয়। এবং সেই সময়ে কালীকৃষ্ণবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীবাবু, ক্রমান্বয়ে কবির গান কেহবা আবৃত্তি করিতে কেহবা

গাহিতে আরম্ভ করেন, এবং এই কার্য্যে এরূপ তন্ময় হইয়া যান, যে পথশ্রম বোধ করা দূরে যাউক, তাঁহারা যখন কৃষ্ণনগরে পঁহুছিলেন তখন ৪।৫ ঘণ্টা কাল অত শীঘ্র অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, প্যারীবাবু সঙ্গীতকে বিমল আনন্দভাবে দেখিতেন এবং বয়ঃকনিষ্ঠদিগের নিকট গীত গাহিতে কোনরূপ সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না।

প্যারীবাবুর এই যৌবনকালীন সঙ্গীতসাধনা স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু সঙ্গীত কলার প্রতি তাঁহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত অবিচল সহানুভূতি ছিল এবং তিনি সঙ্গীতকে এই শোকতাপময় জগতে চিত্তবিনোদনের একটী পবিত্র ও উৎকৃষ্ট উপায় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন।

উদ্যান পরিচর্য্যা

প্যারীচরণের সুন্দরের প্রতি অনুরাগ উদ্যান রচনায় পরিতৃপ্ত হইত। তিনি বারাসতে অবস্থান কালে নিজ বিদ্যালয়কে উদ্যান বাটিকায় পরিণত করিয়াছিলেন, কলিকাতাতেও সেই স্বহস্তরচিত স্বভাবশোভা উপভোগবাসনা তাঁহার অন্তরে সযত্নে নিহিত ছিল, এবং হরিতকী বাগানের তিনবিঘা ভূমিব্যাপী সুপরিসর বাটী নির্ম্মাণের সময় সেই চিরদয়িত অভিলাষ নবঅনুরাগে জাগ্রত হইয়া উঠে। ঐ বাটীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্যারীবাবু বহুবিধ সুশোভন ও সুরভি পুষ্পবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ এবং পরিচর্য্যা করিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেন। অনুদিন প্রাতরুত্থানের পর উদ্যান পর্য্যবেক্ষণ ও তরুলতা নিচয়ের সেবাই তাঁহার প্রথম কার্য্য ছিল। বারাসতে তিনি কৃষিচর্চ্চাতেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন কলিকাতার অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন ভূমিতেও, তিনি সেই অভ্যাস পরিহার করিতে পারেন নাই। ঐ বাটীর পশ্চাতে সংলগ্ন প্রায় একবিঘা ভূমিতে তিনি নারিকেলাদি ফলবৃক্ষ রোপণ

করিয়াছিলেন, এবং ঐ জমিতে, আলু, কপি, মানকচু ও বিবিধ শাক সবুজা উৎপাদন করিতেন। এখানেও তিনি সারপ্রস্তুত করিতেন এবং ভূমিখনন ও কর্ষণের জন্য বিবিধ যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই মহানগরীর বাটীতে তিনি শস্যশ্যামলা প্রকৃতির সাংসারিক উপকারদায়িনী গৃহিণী মূর্ত্তি অপেক্ষা তদীয়া নয়নাভিরাম ফুলময়ী বালিকা মূর্ত্তির সজ্জা বিধানেই অধিকতর ব্যস্ত থাকিতেন। দেশীয় ও বিদেশীয় নানাবিধ সুগন্ধিপুষ্প ও সুরঞ্জিত পত্রশোভাময় তরুলতায় তিনি বাটীর প্রাঙ্গন সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র উদ্যানে, এদেশে বিদেশীয় পুষ্পচর্য্যার (floriculture) আদিম সময়ে, তখন ৬ ইঞ্চ ব্যাস বসোরা গোলাপ ফুটিত, কত অনাঘ্রাতপূর্ব্ব কুসুম সুরভিসম্ভার বিতরণ করিত।

এক্ষণে সেই উদ্যানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এখনও প্যারীচরণের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকাগারের বাতায়নপথে, দুই একটী করবীর, কামিনী, স্থলপদ্ম, লেবু বৃক্ষ, তাঁহার পূতচরণোদ্দেশে সুগন্ধি কুসুমার্ঘ অর্পণ করে, এখনও কোথাও বা একটী জহরীচম্পক তরু বিশুষ্কমুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কোথাও বা একটী রঞ্জিতপত্র কচুগাছ, বর্ষাবারি সম্পাতে নবজীবন লাভ করিয়া, দর্শককে স্মরণ করাইয়া দেয় যে তাহারা এক সুবৃহৎ শ্রীমন্ত পরিবারের শেষ বংশধর!

প্যারীবাবু নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব কিঞ্চিৎ স্থূলকায় গৌরবর্ণ পুরুষছিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর সবল ছিল এবং তিনি প্রভূত পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। তাঁহার মুখাবয়বে এমন একটু শান্ত ও করুণভাব ছিল যে তাহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে স্বতঃই মনে শ্রদ্ধার উদয় হইত। তাঁহার চাহনীতে কি এক শৈশব-সরলতা মাখান ছিল, যাহাতে

আকৃতি ও স্বাস্থ্য

পরিবারস্থ বধূগণ যাঁহারা স্বভাবতঃ নিরতিশয় লজ্জাশীলা তাঁহারাও প্যারীবাবুকে দেখিয়া লজ্জা করিতেন না।

প্যারীচরণ আদর্শ স্বাস্থ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। প্রায় ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাকে পীড়াশয্যায় কখন শয়ন করিতে হয় নাই বলিলেই হয় এবং তিনি অপরিসীম কায়িক পরিশ্রমেও ক্লান্তি বোধ করিতেন না; বারাসতে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া, তিনি প্রথম প্রথম শনিবারে বাটী আসিবার সময় ১৪ মাইল পথ স্বচ্ছন্দে পদব্রজে আসিতেন।

প্যারীচরণের কিছুমাত্র বিলাসিতা ছিল না। চোরবাগানের বাটীতে তিনি বাহিরের ঘরে একখানি তক্তপোষের উপর মাদুর মাত্র শয্যায় উপবেশন করিতেন, পার্শ্বে একটী তাকিয়া থাকিত। হরিতকী বাগানের বাটীতে তাঁহার পাঠাগারে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সরঞ্জাম থাকিলেও, তিনি অধিকাংশ সময় বাহিরের বারাণ্ডায় একখানি মাদুরী পাতিয়া অথবা বৈটকখানা ঘরে ঢালা বিছানায় উপবেশন করিতেন এবং ঐ অবস্থাতেই একটী ক্ষুদ্র ডেস্কের উপর লিখিবার উপকরণাদি স্থাপন করিয়া লিখিতেন কিন্তু সাধারণতঃ তিনি ঐ শয্যার উপর শরীর ন্যস্ত করিয়া শয়নাবস্থায় রচনা লিপিবদ্ধ করিতেন। পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। গ্রীষ্মকালে তিনি অনাবৃত গাত্রেই অবস্থান করিতেন এবং পথে বাহির হইলে কখন কখন একখানি উত্তরীয় মাত্র ব্যবহার করিতেন। অবশ্য, কর্ম্মস্থলে বা সভাসমিতিতে ও নিমন্ত্রণস্থলে যাইবার জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র পরিচ্ছদ ছিল। বারাসত বিদ্যালয়ে তিনি সেকালের—'বুককাটা কাবা', পাজামা ও সাদা টুপির উপর চাদরের পাগড়ী পরিধান করিতেন, কলিকাতায় আসিয়া চাপকান, পাজামা, আমামা বা বস্ত্রমণ্ডিত সোলার পাগড়ী ও

বিলাসে নিস্পৃহতা
লৌকিক অভিমান শূন্যতা

পাকান উড়ানি ব্যবহার করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে উন্নীত হইয়াও সাদা পেন্টালুনের উপর কোরা কাপড়ের চাপকান পরিধান করিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না।

লৌকিক অভিমানের লেশমাত্র প্যারীবাবুতে ছিল না, তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াও নূতনবাজার হইতে বস্ত্রের পুলিন্দা বহন করিয়া পদব্রজে বাটী আসিতেন। এরূপ অবস্থায় দেখিয়া কোনও বন্ধু অনুযোগ করিলে তিনি বলিতেন 'যে জিনিস নিজে বহিবার সামর্থ আছে, তাহা বহনের জন্য অপরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন কি, আর নিজের জিনিস বহিয়া লইয়া যাইতে লজ্জাই বা কি ?' তিনি হেয়ার স্কুলে হেড্ মাষ্টারী কর্ম্মকালে পদব্রজে চোরবাগান হইতে ঐ বিদ্যালয়ে গতায়াত করিতেন। তখন কলিকাতায় পথে ভাড়াটীয়া গাড়ির ন্যায় 'ছাতাওয়ালা' ভাড়া পাওয়া যাইত, উহারা সুবৃহৎ তালপত্রাচ্ছাদিত ছত্র ধারণ করিয়া আতপতাপ ও বর্ষাসার হইতে পথিককে রক্ষা করিত। প্যারীবাবু কর্ম্মস্থানে গমনাগমনের সময় ঐ ছত্রধারী নিযুক্ত করিলেন। তখনকার বিরল-পথিক রাজপথে প্যারীবাবু যখন ছত্রধারী সমভিব্যাহারে শিক্ষকমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া নানারূপ সদালাপ করিতে করিতে অপরাহ্নে বাটী ফিরিতেন, তখন দেখিতে বড় শোভা হইত। প্রেসিডেন্সি কলেজে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া এবং পুস্তক বিক্রয়ে যখন তিনি মাসিক সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন তখনও তিনি বিলাসোপকরণমাত্র বোধে গাড়ী ব্যবহার করিতেন না। তৎপূর্ব্বে তিনি তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন বাবু ডাক্তারীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে, তাঁহাকে গাড়ী ও ঘোড়া ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজে উহা ব্যবহার করিতেন না। বন্ধুগণ তাঁহাকে নিজের জন্য অশ্বযান রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলে

তিনি বলিতেন, 'ঐ অর্থ অন্যরূপে সদ্ব্যবহার করিতে পারিব।' ভুবন বাবুকে গাড়ি ক্রয় করিয়া দিবার ৪৫ বৎসর পরে, প্যারীবাবুর বারাসত বিদ্যালয়ের ছাত্র, এবং ৺ কালীকৃষ্ণ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাজকৃষ্ণ মিত্র, একদিন প্যারীবাবুর বাটীতে একখানি গাড়ি ও একটী ঘোড়া রাখিয়া গিয়া বলেন যে উহা তাঁহাকে ক্রয় ও ব্যবহার করিতেই হইবে। তৎকালে প্যারীবাবুর জননী গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় প্রায়ই প্রাতে ভুবন বাবুর গাড়ি ব্যবহার করিতেন, ইহাতে ভুবন বাবুর কোন কোন দিন বিশেষ অসুবিধা হইত। এই কারণে ও স্নেহভাজন রাজকৃষ্ণ বাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এক প্রকার বাধ্য হইয়া প্যারীবাবু গাড়ি ও ঘোড়া ক্রয় এবং রক্ষা করেন।

ভোজনশক্তি

প্যারীচরণের দেহ যেরূপ নিরাময় ও পরিশ্রমপটু ছিল, তাঁহার আহারের ক্ষমতাও সেইরূপ অনন্যসাধারণ ছিল। তিনি যুববয়সে এত আহার করিতে পারিতেন যে সেকথা শুনিলে উপকথা বলিয়া বোধ হয়। পাইকপাড়ার রাজা ৺ প্রতাপসিংহের বাটীতে তিনি একবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। রাজা ভোজনের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, এবং প্যারীবাবু সেই চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় দ্রব্যগুলির এরূপ সদ্ব্যবহার করেন যে সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল।

একদিন বারাসতে, হুগলি ব্রাঞ্চস্কুলের শিক্ষক যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে নিমন্ত্রণে যাইয়া, লুচি মাংসাদি অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন নিবন্ধন, অভ্যাগত ব্যক্তিগণ সকলেই অবশ হইয়া পড়েন। প্যারীবাবু সকলের অপেক্ষা অধিক ভোজন করিয়াছিলেন। আহারান্তে অলসশয্যায় বিশ্রামলাভ করিতে করিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কথা উঠিল 'এখন কে কয়টা ছানাবড়া খাইতে পারে।' বারাসতের

তখন উৎকৃষ্ট ছানাবড়া প্রস্তুতের জন্য খ্যাতি ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বলিলেন একটা খাইতে পারি, কেহ বলিলেন দুইটা, কেহবা বলিলেন আধখানাও না, প্যারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "একসের খাইতে পারি।" তৎক্ষণাৎ একসের ছানাবড়া আনীত হইল এবং প্যারীবাবু সহাস্যবদনে তাঁহার কথা রক্ষা করিলেন।

প্যারীবাবুর এক মামাতুত ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র বসুর আনরপুরে বিবাহ হয়। কৈলাসবাবু ভাল আহার করিতে পারিতেন না বলিয়া, তাঁহার শ্বশুর বাটীর ব্যক্তিগণ কলিকাতার লোকেরা হাওয়া খাইয়া থাকে ইত্যাকার বাক্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। একদিন তিনি এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া বলেন যে তাঁহার এক পিতৃস্বসাপুত্র প্যারীবাবু ও তাঁহার "মাধবকাকা" এরূপ আহার করিতে পারেন যে তাহা দেখিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন।

অল্পভোজী কলিকাতাবাসীর এই কথায় কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাঁহারা প্যারীবাবু ও মাধবকাকাকে নিমন্ত্রণ করেন, এবং তাঁহাদের অপ্রতিভ করিবার জন্য আহারের হাস্যোদ্দীপক বিরাট আয়োজন করেন। প্রথমতঃ প্রাতে, সুবৃহৎ নৈবেদ্যর আকারে প্রকাণ্ড থালে রাশি পরিমাণ ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন তাঁহারা উভয়কে জলযোগ করিতে দেন। সে গুলি উদরস্থ করিলে মধ্যাহ্নে অন্নাহারের সময় বৃহদায়তন পাত্রে দাইল, ঝোল, দাল্না ইত্যাদি নিরামিষ ও আমিষ উভয়বিধ ব্যঞ্জন এবং তদুপযুক্ত অন্ন প্রদান করেন। কিন্তু প্যারীবাবু ও মাধব কাকার ভোজনপাত্রে মৎস্যের কাঁটা ও ডাঁটার চর্ব্বনাবশিষ্ট ব্যতীত আর কিছুমাত্র উচ্ছিষ্ট ছিল না। পরে অপরাহ্নে তাঁহাদের পাকস্থলীর স্থিতিস্থাপকতা পরীক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় প্রাতরাশের পরিমাণে

জলযোগের বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু ভোক্তাযুগল সে গুলির যথাবিধি সদ্ব্যবহার করিয়া পদব্রজে বারাসতে (৩ মাইল পথ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদের আহার দেখিয়া আনরপুরের লোকেদের নেত্র অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়াছিল, এবং কলিকাতাবাসীদিগের অগ্নিমান্দ্য বিষয়ে তাঁহাদের যে ধারণা ছিল, প্যারীবাবু ও মাধবকাকা যে তাহার মূলোচ্ছেদ করিয়া আসিয়াছিলেন সে কথা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন।

প্যারীচরণ যুবাবয়সে মধ্যবিৎ রকমের একধামা মুড়ি ও তদুপযুক্ত মূলা খাইতে পারিতেন, এবং বলিতেন "আমের আঁটি দাড়ি পর্য্যন্ত না ঠেকলে আম খাওয়া মঞ্জুর নহে।" বারাসতে থাকিতে নবীনকৃষ্ণ বাবুদের বাটীতে যদি একটা ছাগ রন্ধন হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ প্যারীচরণ, ও অপরার্দ্ধ বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত থাকিলে তিনি নিঃশেষ করিতেন।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি সমস্তই প্যারীবাবুর যৌবনকালের কথা। যৌবন সীমা অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই তিনি মৎস্য মাংসাদি আমিষাহার ত্যাগ করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল নিরামিষভোজী এবং সকল প্রকার জীবহত্যার একান্ত বিরোধী ছিলেন, ইতর প্রাণীদের উপর কোনরূপ অসদ্ব্যবহার বা যন্ত্রণাদান তাঁহার অসহ্য বোধ হইত।

প্যারীবাবু অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিতে পারিতেন একথা শ্রবণ করিয়া কেহ যেন তাঁহাকে উদরসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত না করেন। প্যারীবাবুর অপরাপর বিষয়ের ন্যায় আহার বিষয়েও বিলাসিতা বিন্দু মাত্র ছিল না। তাঁহার দৈনন্দিন ভক্ষ্যদ্রব্য অতি সামান্য রকমের হইলেই তিনি তৃপ্ত হইতেন। বারাসতের

বাসায় থাকিতে প্যারীবাবু কেবলমাত্র দাইল ও ভাজা দিয়াই অন্ন আহার করিতেন এবং তাহার উপর মাধবকাকার তৈয়ারী দাইলের বড়া হইলে সেদিনকার অন্নগ্রাসের উপকরণ চূড়ান্ত হইল বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্যারীবাবু আমিষ আহার ত্যাগ করিলেও সামান্যরূপ দুগ্ধ পান করিতেন। তাঁহার মাংসপেশী সকল স্থূলতা প্রযুক্ত শিথিল হইতে আরম্ভ হওয়াতে ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বাবুর উপদেশ মত তিনি এক সময়ে দুগ্ধপানও একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর আহারের পরিমাণও শেষাবস্থায়, অসুস্থতা নিবন্ধন হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল।

প্যারীচরণের শারীরিক প্রকৃতির একটী বিচিত্রতা ছিল, যে তিনি কিছুক্ষণ কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলেই, তাঁহার তন্দ্রাবেশ হইত—চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিত। অধিকাংশ সময় এই তন্দ্রা চকিতমাত্র স্থায়ী হইত। ছাত্রবয়সে তাঁহার এইরূপ স্বভাব ছিল সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সেই অভ্যাস তিরোহিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার এই তন্দ্রা এত সজাগ ছিল যে কিছুই তাঁহার অনুভূতি অতিক্রম করিতে পারিত না, যেন ঐ সুষুপ্তিকালেও জাগ্রত অবস্থার ন্যায় তাঁহার মস্তিষ্ক সমভাবে কার্য্য করিত। একদিন বারাসত স্কুলে একটী শ্রেণীতে বসিয়া ছাত্রগণের অনুশীলনের খাতা (Exercise Book) দেখিতে দেখিতে তাঁহার নেত্র মুদিত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সুযোগ বুঝিয়া একটী ছাত্র নিঃশব্দে হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহার খাতাখানি নীচে হইতে উপরে উঠাইয়া দিল,—উদ্দেশ্য নিদ্রাবেশে প্যারীবাবু তাহার খাতাখানি দেখিলে বেশী ভুল ধরিতে পারিবেন না। কিন্তু প্যারীবাবু একে একে সকল খাতাগুলি দেখিয়া যখন সেগুলি

তন্দ্রালুতা

ছাত্রগণকে প্রত্যর্পণ করিলেন তখন ছাত্রগণ দেখিতে পাইল যে ঐ চতুর বালকের খাতা খানিতে তিনি সেদিন এরূপ ভাবে ভ্রম প্রদর্শন ও সংশোধন করিয়াছেন সেরূপ আর কোনও বালকের করেন নাই।

আর একদিন প্যারীবাবুর কৃতবিদ্য সহাধ্যায়ী বাবু মাধবচন্দ্র রুদ্র প্যারীচরণের নিকট বসিয়া কোনও একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। মাধব বাবু পাঠ করিতে করিতে দুই তিন বার শ্রোতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে তিনি নিমীলিতনেত্র। মাধববাবু প্রত্যেক বারই প্যারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শুন্‌ছ কি?" এবং প্রতিবারই প্যারীবাবু উত্তর করিলেন "হুঁ"। অথচ তাঁহার সুষুপ্তি-অবস্থা যেন ক্রমশঃ ঘনতর হইয়া আসিল। এইরূপ অবস্থায় কিয়ৎকাল পাঠ করিয়া মাধববাবু শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি ঘুমুতে লাগ্‌লে, আর আমি বকে মরি কেন—আমি চল্‌লুম।" প্যারীবাবু কহিলেন "বিলক্ষণ, আমি বরাবরই শুন্‌ছি।" পরে উভয়ে পরীক্ষা আরম্ভ হইলে জানা গেল যে পাঠক অপেক্ষা শ্রোতার অনেক অধিক কথা মনে আছে—এমন কি উৎকৃষ্ট অংশ গুলি প্যারীবাবু কণ্ঠস্থ বলিয়া গেলেন।

প্যারীচরণ এই অপ্রতিভকর তন্দ্রাবেশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতেন। বারাসত স্কুলে তিনি ক্লাশের মধ্যে অধিকাংশ সময় আসন গ্রহণ করিতেন না, দণ্ডায়মান অবস্থায় বা পাদচারণ করিতে করিতে শিক্ষা দিতেন। হেয়ার স্কুলে আসিলে তিনি ঐ নিদ্রালুতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন—যে প্রতিবিধানের উপায়স্বরূপ নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও প্রত্যহ কাফি (Coffee) পান করিতে আরম্ভ করেন।

প্যারীবাবু যখন মনোনিবেশের সহিত কোন কার্য্য করিতেন—

একাগ্রতা

লিখিতেন বা পড়িতেন, তখন তিনি শারীরিক কোনপ্রকার অভাব বা অসুবিধা বোধ করিতেন না, স্থূলকায় হইয়াও দারুণ গ্রীষ্মের সময় তিনি পাখার অভাব বোধ করিতেন না,—এরূপ একাগ্রতার সহিত তিনি কার্য্য করিতে পারিতেন। যেরূপ বিঘ্নকর অবস্থায় সাধারণ লোকের মতি স্থির রাখিয়া কার্য্যে মনঃসংযোগ রাখা অসম্ভব, সেরূপ অবস্থাকে প্যারীবাবু কার্য্যের ব্যাঘাতক বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। হেয়ারস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার বসু বলেন, যে তিনি একদিন প্যারীবাবুর চোরবাগানের বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে প্যারীবাবু তাঁহার সেকণ্ড বুক অব রিডিংয়ের একটী সংস্করণের প্রুফ্ সংশোধন করিতেছেন ও তাঁহার চতুর্দ্দিকে চারি পাঁচটী শিশু ক্রীড়া করিতেছে। সেই সময়ে প্যারীবাবুর কিয়ৎকালের জন্য অন্তঃপুরে গমন করিবার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি প্রসন্ন বাবুকে বলিয়া গেলেন "তুমি ততক্ষণ এই প্রুফ্টা দেখ, আমি আসৃছি।" প্রসন্ন বাবু প্যারীবাবুর আদেশ পালনের জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শিশুগণ, কেহ তাঁহার লেখনী লইয়া, কেহবা মস্যাধার টানিবার উদ্দেশ্যে করপ্রসারণ করিয়া, কেহবা প্রুফ্ ছিন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, কেহবা তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, প্রসন্ন বাবুকে এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল, যে প্রুফ্ সংশোধন করা দূরের কথা, তিনি প্যারীবাবু আসিলে যেন এক বিপদ হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন। প্রসন্নবাবুকে তদবস্থ দেখিয়া প্যারীবাবু বলিলেন "প্রুফ্ দেখিতে পার নাই, এরা বড় ব্যস্ত করিতেছে, না?" অতঃপর তিনি প্রসন্ন বাবুর সহিত মধ্যে মধ্যে কথা কহিতে লাগিলেন এদিকে শিশুগণের দৌরাত্ম্য পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল, এবং তিনি তাহাদিগের হস্ত হইতে মসীপাত্র, লেখনী, প্রুফ্ ও আপনাকে ধীরভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন, অথচ

তাঁহার প্রুফ সংশোধন কার্য্য এরূপ অপ্রতিহত ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে চলিতে লাগিল, যেন বাধা বিঘ্নের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না।

প্যারীচরণ ইংরাজ কবি চসার (Chaucer) হইতে আরম্ভ করিয়া অধুনাতন কালের কবিগণের সমস্ত সুপাঠ্য কবিতা কণ্ঠস্থ বলিতে পারিতেন। একদিন পরীক্ষার কাগজ দেখিবার সময়, গ্রীসীয় ইতিহাস সম্বন্ধীয় একটী ঘটনার তারিখের সন্দেহ হওয়াতে, তিনি তৎকালে নিকটে উপবিষ্ট ভ্রাতুষ্পুত্র নরেন্দ্রবাবুকে ঐ তারিখটীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। নরেন্দ্র বাবু তখনকার কলেজে পাঠের জন্য নির্দ্ধারিত গ্রীসের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া ঐ তারিখটী প্রাপ্ত হইলেন না দেখিয়া প্যারীবাবু আন্দাজে তারিখটী নির্দ্দেশ করিয়া নরেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, 'ঐ ইতিহাসপুস্তকে বোধ হয় ঐ তারিখটী নাই, কিন্তু পেনি সাইক্লোপিডিয়ার অমুক পৃষ্ঠায় অমুক স্থানটী দেখ দেখি।' প্যারীবাবুর কথা মত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ তারিখটী পাওয়া গেল, এবং প্যারীবাবুর কথিত তারিখই ঠিক হইল। এইরূপ বহুবর্ষ পুর্ব্বে পঠিত সামান্যতম বিষয়ও প্যারীবাবুর মনে থাকিত। প্যারীবাবু একবার যাহা পাঠ করিতেন তাহা আর বিস্মৃত হইতেন না।

স্মৃতিশক্তি

প্যারীচরণের ইংরাজি হস্তাক্ষর সুন্দর ও সুস্পষ্ট ছিল এবং তিনি ক্ষিপ্রহস্তে লিখিতে পারিতেন। প্যারীচরণের ইংরাজি রচনা শক্তিও প্রখর ছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বোক্ত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বসু ও অপর দুই একজন ব্যক্তি প্যারীবাবুর নিকট বসিয়া আছেন এমন সময় প্যারীবাবুর মুদ্রাকর আসিয়া তাঁহাকে বলিল যে পরদিবস ওয়েল উইশার পত্র বাহির হইবার কথা, এবং তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন,

হস্তাক্ষর ও রচনা

তাহার পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ আবশ্যক। প্যারী বাবুর ঐ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করা ছিল না। তিনি বন্ধুগণের সহিত কথা বার্ত্তাও কহিতে লাগিলেন, অথচ অল্প সময়ের মধ্যেই, একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অবিলম্বে মুদ্রিত করিতে দিলেন। ঐ প্রবন্ধ এক বার ও পাঠ করা হইল না, এই কথা প্রসন্ন বাবু বলাতে প্যারী বাবু উত্তর করিলেন, পরদিন প্রাতে প্রুফ্ দেখিবার সময় যদি কিছু ভ্রম থাকে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। ঐ ক্ষিপ্রহস্তে অত্যল্প সময়ে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে উহার দীর্ঘআকার, ভাবসমাবেশ ও রচনানৈপুণ্য দেখিয়া প্রসন্নবাবু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন।

বক্তৃতাশক্তি

প্যারীচরণের বক্তৃতা-ক্ষমতা, ইংরাজীতে যাহাতে eloquence বলে, তাহা ছিল না, এবং তিনি ঐ ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার চেষ্টাও করেন নাই। তিনি কোনরূপ প্রকাশ্য সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিতে সহজে সম্মত হইতেন না। বারাসত স্কুলে তিনি যে বীটন্ শাখা সমিতি স্থাপন করেন, উহার প্রথম অধিবেশনের দিন প্যারীবাবুর পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া, বারাসতবাসিগণ বহু আশা করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্যারীবাবু ধীরে ধীরে ও গম্ভীরভাবে যে কয়েকটী কথা বলেন উহা শ্রোতৃবর্গের উচ্চ আশা পূর্ণ না করাতে, অনেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বীটন্ সোসাইটীতে পাঠ করিবার জন্য তিনি বিদ্যাশিক্ষা (Education) বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন, সভাস্থলে উহা নিজে পাঠ করিতে তিনি সম্মত হয়েন নাই। তাঁহার অনুরোধে তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সভাপতি মাউঅ্যাট্ সাহেব ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলেন, যে এই প্রবন্ধের রচয়িতা সভাস্থলে উপস্থিত, কিন্তু তিনি এরূপ

লজ্জাশীল তিনি নিজে ইহা পাঠ না করিয়া তাঁহার উপর এই ভার অর্পণ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে প্যারীবাবু বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আর একদিন ইংরাজ ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন এক মাদকনিবারিণী সভায় আহূত হইয়া তিনি সভাস্থলে বক্তৃতা করিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হয়েন। প্যারীবাবু প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই, পরে তাঁহাদের সাধ্য সাধনা অবহেলা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিলে তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু বক্তৃতাশক্তি অর্জ্জন না করিলেও, ধীরভাবে নিজের কথা গুছাইয়া বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল। যাঁহারা তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছেন—এই বক্তৃতা তাঁহার নিজের সভাসমিতিতেই (মাদকনিবারিণী সভা, স্ত্রীবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দানার্থ সভা, ছাত্রসম্মিলনী প্রভৃতি) হইত—তাঁহারা বলেন যে প্যারীবাবু ধীর ও সংযতভাবে, মিষ্টস্বরে, ও পরিমার্জ্জিত ইংরাজিতে বেশ বলিতে পারিতেন। একবার প্যারীবাবুর চোরবাগানের বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভাতে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন হইতে প্যারীবাবুকে বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করিলে, প্যারীবাবু প্রায় একঘণ্টা কাল তাঁহার নিজের স্বভাবানুযায়ী সুমিষ্ট ও সদুপদেশপূর্ণ কথায় সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে পরিতুষ্ট করেন।

"হুজুগে" ও বরাদোরে অনাসক্তি

প্যারীবাবু 'বড়লোক ঘেঁসা' ছিলেন না এবং তিনি কোনরূপ 'হুজুগে' মাতিতেন না। সমাজের উপকারের জন্য যে সকল সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনা হইত সেগুলিতে তিনি অতি ধীর ও নিঃশব্দভাবে সাহায্য করিতেন, কিন্তু কোনরূপ উচ্চকোলাহলসম্বন্ধ আন্দোলনে তিনি যোগ দিতেন,

না। তিনি সামান্য অবস্থাপন্ন বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ হইলে বাটীর সমস্ত ছেলেগুলিকে লইয়া উপস্থিত হইতেন, তাঁহার এই স্বভাব দেখিয়া তদীয় বন্ধু নবীনবাবু তাঁহাকে "বষ্ঠীবুড়ী" বলিয়া পরিহাস করিতেন, কিন্তু বড়লোকের বাটীতে সমারোহের কাণ্ডে তিনি নিজে কদাচিৎ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন। দুই একটী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে বিশেষ আহ্বান লিপি প্রেরণ করাতে তিনি দুইএকবার বেলভেডিয়ারে গমন করিয়াছিলেন নতুবা তিনি বেলভেডিয়ারে সাধারণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন না।

শারীরিক সহিষ্ণুতা

প্যারীবাবুর শারীরিক সহিষ্ণুতা অসাধারণ ছিল। অনুমান ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীবাবুর মলদ্বারে একটা স্ফোটক (Abscess on the Rectum) হয় এবং ঐ স্ফোটকের অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতিরেকে উপশমের সম্ভাবনা না থাকায় তৎকালীন প্রথিতনামা অস্ত্রচিকিৎসক ফেরার (Dr. J. Fayrer) সাহেবকে আহ্বান করা হয়। ফেরার সাহেব অস্ত্রচিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে প্যারীবাবুকে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগে অচৈতন্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন। কিন্তু প্যারীবাবু অজ্ঞান হইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না,—বলিলেন তিনি সজ্ঞানে অস্ত্রচিকিৎসার ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন। রোগীর সাহস ও নির্ব্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া ডাক্তারসাহেব অগত্যা বিনা ক্লোরোফরমে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্রের কার্য্য সমাপ্ত হইলে, ফেরারসাহেব বলিলেন যে এইবার ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া অস্ত্রচিকিৎসা সম্পূর্ণ করিতে হইবে, এবং রোগীর অসহ্য যন্ত্রণা হইবার আশঙ্কায় ফেরারসাহেব পুনরায় তাঁহাকে অচৈতন্য করিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্যারীবাবু পুনরায় তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ও ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবেন এইরূপ আশ্বাস

প্রদান করিলেন। সন্দেহপূর্ণচিত্তে ডাক্তার সাহেব পুনরায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে কার্য্য ক্ষিপ্রহস্তে সমাধা হইলেও দর্শকমাত্রেরই চক্ষে উহা এত অধিক যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইয়াছিল যে সকলেরই মুখ সহানুভূতিতে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্যারীবাবু কিন্তু, আনুপূর্ব্ব স্থির ছিলেন, কোনরূপ অঙ্গসঞ্চালনে বা কাতর শব্দে ফেরার্ সাহেবের অসুবিধা বা মনশ্চাঞ্চল্য উৎপাদন করেন নাই।

উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে প্যারীবাবুর বাম বক্ষোপরি, বহুমূত্র পীড়া (Diabetes) জনিত একটী বৃহৎ বিস্ফোটক (Carbuncle) হয়, এবং ঐ বিস্ফোটক অস্ত্র সাহায্যে নিরাকরণের জন্য ডাক্তার পার্ট্রিজ (Dr. S. B. Partridge.) সাহেবকে আনয়ন করা হয়। এবারও প্যারীবাবু ক্লোরোফরম ঘ্রাণে অচৈতন্য হইতে অস্বীকার করিলে, তিনি যে ঐরূপ সময়সাপেক্ষ ও দারুণ ক্লেশকর অস্ত্র-চিকিৎসা, সজ্ঞানে সহ্য করিতে পারিবেন একথা পার্ট্রিজ সাহেব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু প্যারীবাবু ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ, ফেরার সাহেবের বিনা ক্লোরোফরমএ কঠিনতর অস্ত্রচিকিৎসার কথা জ্ঞাপন করাতে, তিনি সন্দিহান অন্তরে, প্রয়োজন হইলেই ক্লোরোফরম্ প্রয়োগ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া—ছুরিকা চালনা আরম্ভ করেন এবং বিশেষ গভীর ও বিস্তৃত ভাবে ঐ কার্য্য সমাধা করিতে বাধ্য হয়েন। কিন্তু প্যারীবাবু সমস্তক্ষণই এরূপ অসাধারণ সহিষ্ণুভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া চিকিৎসকের সহায়তা করেন, যে কার্য্য সমাপনান্তে পার্ট্রিজ সাহেব অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন এরূপ কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তি তিনি আর কখন দেখেন নাই!

অন্তিম কালীন পীড়ার সময় তাঁহার হস্তের অঙ্গুলীতে একটী ক্ষুদ্র ক্ষত বহুমূত্র রোগ নিবন্ধন সংঘাতিক আকার ধারণ করে এবং উহারও

অস্ত্র চিকিৎসা করা হয়। ঐ ক্ষত ধৌত করিবার সময় একদিন হেয়ারস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক পূর্ব্বোক্ত প্রসন্নবাবু তাঁহার ঐ হস্তটী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ডাক্তার ভুবনমোহন বাবু ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবু বলেন তাঁহার চক্ষে ভুবন বাবুর ঐ ধৌতকার্য্য রোগীর পক্ষে এতই যন্ত্রণাদায়ক বোধ হইতেছিল, যে তদ্দর্শনে প্রসন্নবাবুর মুখ বিকৃত ভাব ধারণ করে। প্যারীবাবু উহা লক্ষ্য করিয়া প্রসন্নবাবুকে আশ্বাস দিবার জন্য ক্ষীণস্বরে বলিয়াছিলেন "প্রসন্ন, ভুবন যা কর্‌ছে, তা'তে আমার লাগছে না।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সমাজ সংস্কারে।

অল্পবয়স্কা হিন্দুবালিকা বিধবাগণের বিবাহপ্রথা অপ্রচলনকে প্যারীচরণ বঙ্গসমাজের একটী দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ মনে করিতেন, এবং চিরপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সেই কলঙ্ককালিমা সমাজ-গাত্র হইতে প্রক্ষালনের জন্য অতুলনীয় উদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তিনি তদীয় বন্ধুবর প্যারীচরণের নিকট যেরূপ বীরপূজা * পাইয়া ছিলেন, তদপেক্ষা উচ্চতর পূজা ও উৎসাহ তৎকালে আর কাহারও নিকট পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। প্যারীচরণ তদীয় ওয়েল উইশার পত্রে অভাগিনী বঙ্গবিধবাগণের জন্য যে মর্ম্মভেদী কাতর-ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সামাজিক অবিচারের যে জলন্ত প্রাণ-স্পর্শীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহার তুলনা কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহ পুস্তকেই পাওয়া যায়।

প্যারীবাবুর বিধবাবিবাহসংস্কারের প্রতি অনুরাগ কেবলমাত্র সহানুভূতি-বাক্যে পর্য্যবসিত হয় নাই। এই সংস্কার প্রবর্ত্তনের

* *Vide* "Well Wisher", July and September, 1865.

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সময় প্যারীচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি এই সদনুষ্ঠানের সাহায্যার্থে নিজ অবনতি স্বীকার করিয়া ধনিগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। প্যারীচরণের সহিত অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির পরিচয় ও সম্প্রীতি ছিল,—কেহবা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন, কেহবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ (?) কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাতে সুতীব্র অনুযোগের সহিত তাঁহাকে বিমুখ করিয়াছিলেন; প্যারীচরণ আত্মাভিমানী হইয়াও পরার্থে এই সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছিলেন। এবং ইংরাজি ১৮৫৫ সালের ৫ই ডিসেম্বরে সুকিয়া ষ্ট্রীটের স্মরণীয় প্রথম বিধবাবিবাহ দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে কয়টী বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার প্রায় সকলগুলিতেই প্যারীচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ প্রথম বিধবাবিবা-হের পরদিবসই পটলডাঙ্গার পাণিহাটীনিবাসী মধুসূদন ঘোষের সহিত ঠন্‌ঠনিয়ানিবাসী ঈশানচন্দ্র মিত্রের বিধবা কন্যার যে বিবাহসংঘটন হয় তাহার প্রধান উদ্যোগীই ছিলেন প্যারীচরণ। পরন্তু প্যারীচরণ কেবল পরের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়াই নিরস্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও সাধ্যমত ঐ সদনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

প্যারীচরণ স্বসম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে বিধবাবিবাহের কার্য্যে ঋণগ্রস্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সেই অর্থদায় হইতে মুক্তিদানের জন্য সাধারণকে সকাতরে আহ্বান করেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার এই প্রকাশ্যভাবে অর্থপ্রার্থনার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মনোক্ষুণ্ণ হয়েন। কিন্তু সহৃদয় প্যারীচরণ, তেজস্বী ও আত্মাভিমানী

হইয়াও, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রিয়বন্ধুর অসন্তোষ, ধনিগণের অনুযোগ সকলই সহিয়াছিলেন।

সামাজিক শাস্তির ভয়ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্যারীচরণকে কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি বহুপরিবার-প্রতিপালক ও বর্দ্ধিষ্ণু-বনিয়াদি বংশীয় কায়স্থ ছিলেন—তাঁহার সামাজিক দায়িত্ব প্রচুর ছিল। বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সহায়তা করাতে প্যারীচরণের পল্লীবাসি ৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, ৺ গুরুপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সদ্বংশীয় ও লোকধর্ম্মাচার-অনুরাগী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্যারীবাবুকে সমাজচ্যুত করিবার ভীতিপ্রদর্শন করেন, এবং কিছুকাল ঐ সামাজিক নিগ্রহ প্যারীচরণকে সত্যসত্যই ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্যারীচরণ এই সমাজশাসনে দৃক্‌পাত করেন নাই, তিনি আমরণ বালিকা-বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রমণীকুলের প্রতি প্যারীচরণ আজীবন ভক্তিমান ছিলেন। বহু-বিবাহ, কন্যাবিক্রয়, কন্যাপক্ষ হইতে বিবাহকালে অর্থগ্রহণ প্রভৃতি নারীকুলের প্রতি অত্যাচার বা অবিচারসূচক লোকাচার সমূহের উপর প্যারীবাবুর ঘোরতর বিতৃষ্ণা ছিল, এবং উক্তবিষয়ে সংস্কার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা মাত্রেই প্যারীবাবু সহানুভূতি জ্ঞাপন ও সহায়তা করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য প্যারীবাবু কত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সেজন্য বঙ্গসমাজ প্যারীবাবুর নিকট কি পরিমাণে ঋণী সে কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। প্যারীবাবুর শেষ রচনা রমণীকুলেরই হিতসাধনার্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বঙ্গীয় ১২৮২ সালের "বঙ্গমহিলা"র ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় (ঐ মাসেই প্যারীবাবু নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন) প্রকাশিত স্ত্রীশিক্ষা নামক প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে প্রচারের জন্য, বিশেষতঃ যাহাতে বঙ্গবালিকাগণের, বাল্যবয়সে বিবাহিতা হইয়া

শ্বশুরালয়ে গমন করিলেই, বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত না হয় তাহার উপায় উদ্ভাবনের জন্য, বঙ্গসমাজকে উদ্বোধিত করিবার মানসে তিনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার সার্থকতা এখনও সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি হয়।

প্যারীচরণ সামাজিক ও লৌকিক আচারব্যবহার সমূহের দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি উপদেশ দিতেন,—প্রাচীন নিয়মাবলী অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, কখন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না, পরিবর্ত্তন ও উন্নতিই জগতের নিয়ম, দেশাচারের অন্ধবশবর্ত্তী হইয়া সে নিয়মে বাধা দিলে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে, জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ের অবজ্ঞা করা হইবে, পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। তিনি বলিতেন :—

"It is a sad mistake to rest contented with the ways and means that have descended from our forefathers. We must enquire whether they admit of any improvement, whether some of them might not, with advantage, be modified into different forms, or altogether superseded by others. We must note how our wants are daily increasing, how our wishes are expanding, how our feelings are changing, how our relations with others are altering, and, in short, what progress we are making socially, morally, and intellectually. And if we do this, we will not fail to see, that reflection on our ways and means of living, is not only desirable, but absolutely necessary, unless we mean to resign all claims to progression, and to renounce all pretension to the comforts and happiness which our nature craves and which our Benificient Father has provided for us in abundance."

Well Wisher, May 1865, p. 100.

প্যারীচরণ সমাজসংস্কারের অনুরাগী ছিলেন, তিনি পুরাকালের আচারপদ্ধতিগুলিকে বর্ত্তমানকালের অভাব-আকাঙ্খা পুরণোপযোগী করিয়া লইবার, সকলপ্রকার অমঙ্গলকর প্রথা প্রত্যাখ্যান করিবার বাসনা করিতেন। কিন্তু তিনি কোরূপ বিপ্লবকারী ও কঠোর উপায়ে সমাজসংস্করণের পোষকতা করিতেন না। এবং তিনি এরূপও ইচ্ছা করিতেন না যে সংস্কারকগণ সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করেন। সমাজের অভ্যন্তর হইতে হিতৈষীগণের সমবেত চেষ্টায় ধীধে ধীরে পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তিনি সেইরূপ উপদেশ দিতেন এবং সুযুক্তিপূর্ণ ও সংযমী বাক্যে আপনার মতামত ব্যক্ত করিতেন।

প্যারীচরণ পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তিনি ইউরোপীয় অনুকরণ-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া কোনরূপ দেশীয় হিতকর নিয়মের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনি ইংরাজি নবিশদিগের ইউরোপীয় চরিত্রের বিবিধ মহৎগুণাবলীর আয়ত্ত-করণে অপারকতা ও কেবলমাত্র তাঁহাদের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণে আগ্রহ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"আমাদের ব্যবহারে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে আমরা ইউরোপীয়দিগের চরিত্রের উত্তমাংশ আত্মসাৎ করিতে সমর্থ না হইয়া তাহার নিকৃষ্টাংশের অনুকরণ করিয়াই তাঁহাদের উৎকৃষ্ট সভ্যতার অধিকারী হইয়াছি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। এই দোষানুকরণ আরও অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে, যেহেতু উহার অনুরোধে আমাদিগের অশেষ হিতকর প্রাচীন নিয়মাদির প্রতিও আমরা তাচ্ছিল্য করি।" হিতসাধক, চৈত্র, ১২৭৪।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুত্বে।

ইংরাজিতে একটী কথা আছে "সঙ্গী দেখিলেই মানুষ চেনা যায়।" সকল সময়ে ঐ প্রবচনটী সত্য না হইলেও, প্যারীচরণ সম্বন্ধে উহা বড়ই উপযোগী, প্যারীচরণ নিজেও ঐ কথাটীতে বিশ্বাস * করিতেন। প্যারীচরণের বন্ধু কয়জনের কথা স্মরণ করিলেই আমরা এই কথার সার্থকতা বুঝিতে পারি। তাঁহার চিরজীবনের সহচর ছিলেন ৺ প্রসন্নকুমার গুপ্ত, তিনি শিক্ষকতা করিতেন, কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষকগণের মধ্যে তাঁহার নাম পুরাতন এডুকেশন রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসন্ন বাবুকে লোকে 'সদাশিব' বলিত বস্তুতঃই তাঁহার মত সরল উদার ও অমায়িক লোক প্রায় দেখা যায় না। প্যারীচরণের দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নাম বঙ্গীয় সুধীমণ্ডলীর সুপরিচিত—একজন বারাসতের মহাযশস্বী স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্র, অপর তদীয় অগ্রজ সুপ্রথিত নামা ডাক্তার স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণ মিত্র।

---

* "Tell me who you live with, and I will tell you who you are is indeed quite true". The Tree of Intemperance, by Prof. P. C. Sircar, Page 2.

বঙ্গের প্রথিতনামা নাটককার ৶ দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তদীয় সুরধুনী কাব্যে এই ভ্রাতৃযুগলের নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় পরিচয় দিয়াছিলেন—

"জ্ঞানাগারি কালীকৃষ্ণ স্বভাব বিনত,
যারাদতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।
মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন
প্রজ্জ্বলিত দেখ কত ভিষক রতন,
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ
যার করে মহারোগ পেয়ে যায় লাজ।"

কালীকৃষ্ণ বাবুর অগাধ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম গবেষণার জন্য, লোকে তাঁহাকে দার্শনিক (Philosopher) বলিত, তিনি মহাজ্ঞানী (The Sage of Baraset) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পবিত্র, প্রশান্ত ও পরহিতব্রতময় জীবনের এবং দেবোপম চরিত্রের জন্য তিনি গুণগ্রাহী জনসমাজে মহর্ষি নামে সম্ভাষিত হইয়াছিলেন। প্যারীবাবুকে ও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কালীকৃষ্ণ বাবু বহুবিধ সদনুষ্ঠানে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণবাবুকে বারাসতের লোকেরা কিরূপ ভক্তি করিতেন তাহা স্থানীয় 'ট্রেবরহল' নামক ভবনে, কালীকৃষ্ণ বাবুর স্মরণার্থ স্থাপিত প্রস্তর ফলকে * খোদিত বাক্যগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সেই শিলালিপির ভাবার্থ পরপৃষ্ঠায় অনূদিত হইল :—

* যাঁহারা এই শিলালিপির মূল ইংরাজি ও কালীকৃষ্ণ বাবুর জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা "প্রদীপ" পত্রের সন ১৩০৮ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "মহর্ষি কালীকৃষ্ণ মিত্র" শীর্ষক মল্লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। গ্রন্থকার।

কালীকৃষ্ণ মিত্র (অন্তিম শয়নে)

যিনি "বারাসতের মহামনীষী" নামে পরিচিত
এবং দীনহীনের পিতার স্বরূপ ছিলেন,
যিনি লোকহিতকর ও বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক সংস্কার সাধনে
এ অঞ্চলে প্রথম নেতা হইয়াছিলেন,
যিনি বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা,
এবং বারাসত জিলায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্ত্তক,

সেই

স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ মিত্রের

পূণ্য-নাম-পূত এই পাষাণ ফলক,

তাঁহার জনসাধারণের কল্যাণ কল্পে অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী
অবিরাম উদ্যমপ্রসূত অবিনশ্বর কীর্ত্তিকলাপ,
তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য,
সর্ব্ব সাধারণ্যে বিদ্যাশিক্ষা বিস্তার বিষয়ে তাঁহার মহান্ সহানুভূতি,
ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মতামতে তাঁহার সার্ব্বভৌমিক উদারতা,
তাঁহার পরার্থপরতা ও বদান্যতা,
তাঁহার ঋষিতুল্য চরিত্র,
তাঁহার সদনুষ্ঠানে সতত নিয়োজিত পরম পবিত্র
আড়ম্বর-মাত্র-বিরহিত জীবন,
এবং তাঁহার সর্ব্বক্ষতি স্বীকার করিয়াও সাধারণের মঙ্গলের
সহিত নিজের মঙ্গলের উন্নতমনা অভেদজ্ঞান প্রমুখ
বহুবিধ সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সদ্গুণাবলীর
স্মরণার্থ,
ভক্তি প্রেম ও শোকের নিদর্শন স্বরূপ,
বারাসত অ্যাসোসিয়েসন কর্ত্তৃক,
প্রতিষ্ঠিত হইল।

জন্ম ১৮২২ খৃঃ অব্দ, মৃত্যু ১৮৯১ খৃঃ অব্দ, বয়ঃক্রম ৭০ বর্ষ।

উক্ত প্রস্তর লিপির বাক্যগুলির সহিত যিনি একবার প্যারীচরণের জীবনের কথা তুলনা করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন কালীকৃষ্ণ বাবুর ও প্যারীবাবুর জীবনে কিরূপ বিস্ময়কর সৌসাদৃশ্য ছিল। উভয় বন্ধুর জীবন যেন একই উপাদানে গঠিত হইয়াছিল উভয়ের জীবন স্রোত যেন একই খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল কালীকৃষ্ণ বাবুর যে সকল সদনুষ্ঠানগুলির কথা ঐ শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে, সে গুলির সহিত প্যারীবাবুর নাম কি পরিমাণে সংশ্লিষ্ট তাহার উল্লেখ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। কেবল এই কথাটার বোধ হয় পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন,—যে বালিকা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা বলিয়া কালীকৃষ্ণ বাবু অভিনন্দিত হইয়াছেন প্যারীচরণও সেই অভিনন্দনের তুল্যাংশ ভাগী। মনে হয় এই উভয় বন্ধুর মধ্যে একের অভাবে অপরের জীবন অসম্পূর্ণ থাকিত,—বিধাতা যেন সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্যই এই দুই মহাপুরুষকে, আদর্শ বন্ধুত্ব সূত্রে প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় নবীনকৃষ্ণবাবু একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ পদক-প্রাপ্ত গ্রাজুয়েট। তিনি চিকিৎসা পারদর্শীতায় অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার পাণ্ডিত্য, প্রতিভা, দয়া ও তেজস্বীতাও অনন্যসাধারণ ছিল। নবীনবাবু কিরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে তদীয় বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যয়ননিরত ও পরহিতপরায়ণ কালীকৃষ্ণের এবং প্যারীচরণের সকল সদনুষ্ঠানেই যোগদান করিতেন, এবং তাঁহার উপার্জ্জিত বহুসহস্র মুদ্রাব্যয়েই যে বারাসতের কালীকৃষ্ণবাবুর সুবৃহৎ আশ্রম উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল, সেকথা চতুর্থ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি।

প্যারীবাবুর আর একজন অন্তরঙ্গ ও নিত্যসহচর ছিলেন, স্বনাম-ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারীচরণের

মৃত্যুকালে লিখিয়াছিলেন যে প্যারীচরণকে হারাইয়া তিনি একজন স্নেহময় ভ্রাতৃহারা হইলেন।* বাস্তবিকই উভয়ে উভয়ের প্রতি সোদরাধিক স্নেহে চিরজীবন আবদ্ধ ছিলেন। সকল কর্ম্মেই কিরূপে এই দুই বন্ধু পরস্পরকে সহায়তা করিতেন এবং তাঁহারা কিরূপ অভিন্নহৃদয় ছিলেন তাহা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

এস্থলে একটী ঘটনা বিবৃত করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীবাবু পরস্পরকে কত আপনার লোক ভাবিতেন। একদিন প্যারীবাবুর হরিতকীবাগানের বাটীতে হঠাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন "প্যারী হাজার-তিনেক টাকা দিতে পার, বড় দরকার?" প্যারীবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন "ওহে একটা লোকের চাকুরী হয় না দেখে, আমি তার জামিন হয়েছিলাম, * * কিনা শেষে তিনহাজার টাকা ভেঙ্গে পালিয়েছে। এখন ঐ টাকা আমাকে দিতে হবে, কিন্তু টাকা আমার কাছে নাই।" প্যারীবাবু তাঁহার তৎকালীন সরকার শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন "মুখুয্যেমশায় তহবিলটা দেখত কত টাকা আছে।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় তহবিল দেখিয়া বলিলেন দুইহাজার টাকা হইবে। প্যারীবাবু তাঁহার মাতার নিকট হইতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা নিজের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া আর একহাজার টাকা আনাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ তিনসহস্র টাকা অর্পণ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদায় লইলে যখন উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্যারীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মশায় ঐ টাকাটার কিরকম খরচ লিখ্‌ব।" প্যারীবাবু উত্তর করিলেন "ও টাকাটা আমার

* পরিশিষ্টে মুদ্রিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র দ্রষ্টব্য।

নামে বাজেখাতায় খরচ লিখিও।” মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন অবস্থায় এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারই নিকট এই ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি। শুনিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় কাহারও ঋণ রাখিতেন না, সুতরাং তিনি বন্ধুবরের এই অর্থ প্রত্যর্পণ না করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন এরূপ সম্ভব নহে। কিন্তু উক্ত ঘটনায় বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে অর্থ আদানপ্রদান কিরূপভাবে হইত এবং তাঁহারা পরস্পরকে কত আত্মীয় বিবেচনা করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইংরাজিতে যাহাকে Social বা ‘মিশুনে’ লোক বলে প্যারীচরণ ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই প্যারীবাবুর নৈসর্গিক অমায়িক ব্যবহারে, সুমিষ্ট সম্ভাষণে এবং ভদ্রতায় প্রীত হইতেন, কিন্তু প্যারীচরণ স্বেচ্ছায় অতি অল্পলোকের বাটীতে যাইতেন বা তাঁহাদের সাহচর্য্যপ্রার্থনা করিতেন। সেইজন্য প্যারীচরণের ভক্ত, গুণগ্রাহী ও প্রীতিভাজন ব্যক্তি অনেক থাকিলেও তাঁহার অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগণের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। উপরোক্ত চারিজন ব্যক্তি ব্যতীত ভবানীপুরের শ্রীযুক্তবাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পটলডাঙ্গার ৺ শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস) ও চোরবাগানের ৺হরমোহন বসু মহাশয়ের নামোল্লেখ করিলেই প্যারীবাবুর অন্তরঙ্গ সখাগণের সংখ্যা প্রায় শেষ হয়। ক্ষেত্রমোহন বাবু প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠসহোদর পার্ব্বতীবাবুর স্নেহপাত্র ছিলেন এবং বাল্যকালে ঢাকায় একত্রে অবস্থান হেতু ও হুগলি স্কুলে একত্রে শিক্ষকতা কর্ম্ম করাতে প্যারীবাবুর সহিত তাঁহার কিরূপ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হয় একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ক্ষেত্রমোহন বাবু শিক্ষকতায় প্রবীন হইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন, তিনি এখনও সুস্থ শরীর ও কর্ম্মক্ষম আছেন। শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে,

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীবাবুর অনেক সময় আনন্দে, সদালাপে, রহস্য গল্পে অতিবাহিত হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে এবং প্যারীবাবু হেয়ারস্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে কর্ম্ম করিতেন, তখন উভয়েরই শ্যামাচরণ বাবুর বৈটকখানায় মধ্যাহ্নকালীন অবসর অতিবাহিত হইত ; শ্যামাচরণ বাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও প্যারীবাবু তিন জনেই পরিহাস রসিক ছিলেন এবং ঐ তিন বন্ধুর সংযোগ কালে তাঁহাদের বিমল আনন্দ, সমাগত ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে হাস্যালাপ সম্প্রসারিত করিত। হরমোহন বসু মহাশয় প্যারীচরণের প্রতিবাসী ও বাল্যবন্ধু ছিলেন। বাল্য ও যৌবনে উভয়ের প্রীতিবন্ধন অক্ষুণ্ণ ছিল। বারাসতে কর্ম্মকালে, প্রতি রবিবার কলিকাতায় আসিয়া হরমোহন বাবুর বাটীতেই প্যারীচরণের বিরাম-লাভ হইত এবং সেই বিরাম কাল কিরূপ ভাবে আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইত সেকথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

প্যারীচরণের সখাগণের সংখ্যা অধিক ছিল না, কিন্তু যে কয়টী ব্যক্তিকে তিনি অন্তরঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন তাঁহাদের প্রতি প্যারীচরণের অনন্ত ভালবাসা ছিল। সেই বন্ধুপ্রেমের বিস্তৃতী সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই বুঝি উহার গভীরতা অতলস্পর্শী হইয়াছিল। বন্ধুগণের অসময়ে তাঁহাদের সহিত প্যারীবাবুর ব্যবহারের কথা স্মরণ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ বন্ধুবৎসল ছিলেন।

৺প্রসন্নকুমার গুপ্ত স্ত্রীপুত্র বিহীন হইলে, প্যারীচরণ তদীয় শোকাতুর বন্ধুকে সোদরাধিক যত্নে নিজ বাটীতে স্থান দিয়াছিলেন, এবং আমরণ তাঁহাকে অন্যত্র থাকিতে দেন নাই, পরমাদরে আত্মপরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। বলাবাহুল্য প্রসন্নবাবুও এই বন্ধুপ্রেমের তুল্যমূল্যে প্রতিদান করিতেন।

নবীনকৃষ্ণ বাবু প্যারীবাবু অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং প্যারীবাবু তাঁহাকে মেজদাদা বলিতেন এবং কালীকৃষ্ণ বাবুও প্যারীবাবু অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন বলিয়া প্যারীবাবু তাঁহাকে সেজদাদা বলিতেন। এবং তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার সহিত প্যারীবাবু প্রিয়তম সহোদরের ন্যায়ই ব্যবহার করিতেন।

নবীনবাবু বড়ই তেজস্বী ও আত্মাভিমানী লোক ছিলেন। তিনি ত্রিভুবনের কাহারও কথার বাধ্য ছিলেন না; নিজে যাহা ভাল বিবেচনা করিতেন সেইরূপ কার্য্য করিতেন। কেবল প্যারীবাবুই তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কৌশলে বা অনুনয়ে নিজ অভিপ্রায়ানুযায়ী কাজ করাইতে পারিতেন। প্যারীবাবুর সততার উপর নবীনকৃষ্ণ বাবুর অনন্ত আস্থা ছিল। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে গমন কালে একখানি দলিলে নবীনবাবু প্যারীচরণকেই আপনার বিষয় সম্পত্তির কার্য্যদর্শী নিযুক্ত করিয়া যান।

নবীনকৃষ্ণ বাবু কলিকাতাতে চিকিৎসা ব্যবসায় ধন্বন্তরী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ঝামাপুকুরে পোড়াবাজারের সম্মুখের বাটীতে বাস করিতেন, এবং ঐ বাসাবাটী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও প্যারীবাবুর উভয়ের বাটীরই অদূরবর্ত্তী বলিয়া সর্ব্বদাই তিনজনে পরস্পরের সাহচর্য্য লাভ করিতেন। পরে অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অবসর লইবার মানসে নবীনবাবু চুঁচড়ায় যাইয়া কিছু-কাল অবস্থান করেন। মৃত্যুকালে চুঁচড়ায় তাঁহার ঔষধালয় ও অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, প্যারীবাবুর হস্তেই সে সকল বিক্রয়ের ভার সমর্পিত হয় এবং যাহাতে নবীনকৃষ্ণ বাবুর অন্তিম বাসনার কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয় সে বিষয়ে প্যারীবাবু যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ই: ১৮৬০ অব্দে নবীনকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় কালীকৃষ্ণ বাবু হৃদয়ে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। এতদিন তিনি জ্ঞানার্জ্জনে ও পরহিত সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। প্রিয়তম ও গুণগ্রাহী ভ্রাতা নবীনকৃষ্ণের অনুগ্রহে, তাঁহাকে অর্থাগমের কোন চিন্তাই করিতে হইত না, তিনি বারাসতের সেই শান্তিময় নিভৃত উদ্যানে নির্লিপ্তের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছিলেন। প্রাণাধিক সহোদরের মৃত্যুতে এই তপশ্চর্য্যা ভঙ্গ হইবার সমূহ সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু প্যারীবাবু প্রিয়বন্ধুর এই বিপদের সময় সহায় হইলেন। তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে সাংসারিক অভাবের চিন্তা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন এবং উভয় বন্ধু সেই বিপদের সময় কালীকৃষ্ণ বাবুকে তুল্যাংশে আর্থিক আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। নবীনবাবুর বাগানের জন্য উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে (প্যারীবাবুর মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পরে) আলিপুর ডিষ্ট্রীক্ট জজ আদালতে যে মকর্দ্দমা * উপস্থিত হয়, সেই মকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে, তিনি কালীকৃষ্ণ বাবুকে কি কারণে অর্থ সাহায্য করিতেন এই প্রশ্ন করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে উত্তর দিয়াছিলেন; 'একদিন কালীকৃষ্ণ বাবুর একজন আত্মীয় ব্যক্তি প্যারীচরণ সরকার আমার নিকট আসিয়া বলিল, কালীকৃষ্ণ বাবুত এখন নবীনকৃষ্ণ বাবুর মৃত্যুতে নিরুপায় তাঁহার পোষ্য প্রতিপালন, বাগানরক্ষা ও অন্যান্য অপরাপর খরচের জন্য কিছু উপায় বিধান না করিলেত নয়। আমি বলিলাম তুমি অর্দ্ধেক দিও আর আমি অর্দ্ধেক দিব। সেই অবধি আমরা উভয়ে ঐ টাকা দিতে ছিলাম।'

* 'শ্যামাসুন্দরী দাসী বনাম কালীকৃষ্ণ মিত্র বিগয়।'

কয়েক বৎসর পরে নবীনকৃষ্ণ বাবুর সুযোগ্য জামাতা পরলোকগত খ্যাতনামা ডেপুটী কালীচরণ ঘোষ মহাশয় তদীয় পত্নীর আজীবন পিতৃস্থানীয় পরম স্নেহশীল খুল্লতাত কালীকৃষ্ণ বাবুর সাংসারিক সমস্ত ব্যয়ভার প্যারীবাবুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেও প্যারীবাবু কালীকৃষ্ণ বাবুর পরার্থপর অনুষ্ঠান সমূহে সহায়তা করিতে জাবজ্জীবন নিরস্ত হয়েন নাই। উক্ত মকর্দ্দমায় সাক্ষ্য দিবার সময় কালীকৃষ্ণ বাবু বলেন, যে তাঁহার হটাৎ কোন টাকার প্রয়োজন হইলে প্যারীবাবুর নিকট হইতেই তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবু প্যারীবাবুকে এত আপনার ব্যক্তি মনে করিতেন যে আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে, অর্থ যাচ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইলেও তিনি প্যারীবাবুর নিকট ঐ সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না। প্যারীচরণ কালীকৃষ্ণ বাবুর সাহচর্য্য লাভার্থে প্রায় প্রতিমাসেই একবার করিয়া বারাসতে গমন করিতেন; এবং সেই নিভৃত উদ্যানে দুই বন্ধু পরস্পরের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার কথা বিনিময় করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করিতেন। প্যারীবাবুর মৃত্যুর বৎসরেক পুর্ব্বে কালীকৃষ্ণ বাবু একবার নিরতিশয় পীড়িত হয়েন—তাঁহার মানসিক বিকার—মতিভ্রান্তি হইবার উপক্রম হয়। কালীকৃষ্ণ বাবুর মত প্রবুদ্ধ ব্যক্তির জ্ঞানবৃত্তির ব্যতিক্রম অপেক্ষা আর কি অধিকতর শোচনীয় ও আতঙ্কপ্রদ পীড়া হইতে পারে? সেই পীড়িতাবস্থায় প্যারীবাবু তাঁহাকে নিজবাটীতে রাখিয়া সর্ব্বান্তকরণে শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিয়া ছিলেন। তখন প্যারীবাবুরও জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, তিনিও অসুস্থদেহ। সেই অসুখময় সময়ে যখন প্রিয়সখা কালীকৃষ্ণের বিষাদমলিন, পীড়াকাতর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া প্যারীচরণ অশ্রুসিক্ত মুখে তাঁহাকে অনন্ত স্নেহভরে, অমৃতভাষিতায়

সান্ত্বনা করিতেন, তখন দর্শকমাত্রের হৃদয় বিগলিত হইত। এত অপার বন্ধুপ্রেম সংসারে সহজে দেখা যায় না। প্যারীবাবুর মৃত্যুকালে কালীকৃষ্ণ বাবু বারাসতে ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্যারীবাবুর সংবাদ উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং যে দিন তিনি সংবাদদাতার বিশুষ্কমুখ দর্শনে ও উত্তরদানে ইতস্ততভায় প্রকৃত সংবাদ অবগত হইলেন, সে দিন কালীকৃষ্ণ বাবুর অবস্থা অবলোকনে তদীয় আত্মীয়গণ সকলেই ভীত হইয়াছিলেন। তিনি কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়া উদ্যানের একটী পরিত্যক্ত জঙ্গলময় অন্তরালে গমন করিলেন। কয়েকঘণ্টা অতীত হইলেও তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না দেখিয়া, তাঁহার জনৈক স্নেহাস্পদ ব্যক্তি ঐ স্থানে গিয়া দেখেন যে কালীকৃষ্ণ বাবু, একমনে হস্তে ও পদে লঙ্কা লেপন করিয়া ফোস্কা (Blister) উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কালীকৃষ্ণ বাবু শারীরিক যন্ত্রনা উৎপাদন করিয়া মানসিক উত্তেজনা হইতে বিমনা হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, যে এই বন্ধুবিয়োগ সহ্য করিবার উপযোগী মানসিক বল তাঁহাতে নাই, এরূপ অবস্থায় থাকিলে তিনি বাতুল হইবেন। কালীকৃষ্ণ বাবুকে কেহ সে দিন অন্ন গ্রহণ করাইতে পারে নাই, এবং সেই দিবস হইতে কালীকৃষ্ণবাবু প্রকৃতই অন্নাহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, কয়েকদিন মুড়ি খাইয়াই অতিবাহিত করেন, পরে তুল্যরূপ লঘুপথ্যে জীবন ধারণ করিতেন। কালীকৃষ্ণ বাবু তদীয় অপর বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত একই সময়ে—৫ দিন মাত্র পরে—সন ১২৯৮ সালের ১৮ই শ্রাবণ, এই নরলোক হইতে বিদায় লইয়া প্যারীচরণের সহিত অমরধামে মিলিত হইয়াছেন।

ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত প্যারীবাবুর বাল্যকালে যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছিল, প্যারীচরণ চিরজীবন তাহা অপ্রতিহত

রাখিয়াছিলেন। ক্ষেত্রবাবু প্যারীচরণকে পরমসুহৃদ এবং বিপদের সহায় জ্ঞান করিতেন, এবং প্যারীচরণের সুবুদ্ধি ও পরামর্শে তাঁহার অচল শ্রদ্ধা ছিল। কোনরূপ বিপদ আপদ হইলে তিনি অগ্রে প্যারীবাবুকে স্মরণ করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করিতেন। ক্ষেত্রবাবু বলেন একদা, মধ্যরাত্রে তাহার উপযুক্ত পুত্রের হঠাৎ এক সঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত হয়, তিনি সেই বিপদ্‌কালে নিকটে অপরাপর আত্মীয়বন্ধু থাকিতেও তাঁহার ভবানী-পুরের বসতবাটী হইতে পদব্রজে রাত্র দুই ঘটিকার সময় চোরবাগানে প্যারীবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, এবং প্যারীবাবুও তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনমোহন বাবুকে লইয়া তাঁহার বাটী গমন করেন ও সাহেব ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার পুত্রের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করেন। ক্ষেত্রবাবু বলেন যে এরূপ বিপদ কালে প্যারীবাবুকে পাইলে তিনি হৃদয়ে যত সাহস পাইতেন জগতের আর কেহ তাঁহাকে তত নিশ্চিন্ত করিতে পারিত না। তাঁহার বাটীতে একবার এক চোর প্রবেশ করিয়া, একটী ক্যাস বাক্স অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। ঐ বাক্সে ক্ষেত্রবাবুর সঞ্চিত যাহা কিছু অর্থ সমস্তই ছিল এবং তাহাতে দশহাজার টাকার একখানি কোম্পানির কাগজও ছিল। ঐকাগজ নূতন প্রাপ্ত হইবার আবেদন করিলে ক্ষেত্রবাবুকে গবর্ণমেণ্ট, প্রত্যেকে দশসহস্র টাকার দায়িত্ব স্বীকার করেন এইরূপ দুইজন জামীন প্রার্থনা করেন। প্যারীবাবুকে এই কথা বলিবামাত্র তিনি দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। ক্ষেত্রবাবু বলেন, প্যারীবাবুর মত পরোপকারী ও বন্ধুবৎসল লোক আর তিনি দেখেন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্যারীবাবুর সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ লোকের

সংখ্যা বহুতর। তাঁহার মধুর স্বভাবগুণে পরিচিত লোক মাত্রেরই সহিত তাঁহার সদ্ভাব সংস্থাপিত হইত। তাঁহাদের সকলের কথা উত্থাপন করা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন, কেবল আর কয়েক জনের মাত্র নামোল্লেখ করিলাম। ১ম বহুবাজারের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার স্বর্গীয় রাজেন্দ্রদত্ত, ২য় খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিদ্ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র লাল সরকার, এম্ ডি, ডি এল, সি, আই, ই, ৩য় স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র ৺ আনন্দকৃষ্ণ বসু। রাজেন্দ্র বাবু ও মহেন্দ্রলাল বাবুর সহিত প্যারীচরণের কিরূপ ঘনিষ্টতা ছিল, তাহা অনত্র উল্লেখ করিয়াছি। আনন্দকৃষ্ণ বাবু প্যারীচরণের হিন্দুকলেজের সহপাঠী ছিলেন, এবং জীবনাবসান কাল পর্য্যন্ত উভয়ের সেই কৈশোরক প্রণয় স্থায়ী হইয়াছিল।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতিদ্বয় ৺ শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ও ৺ দ্বারিকানাথ মিত্র, বাগ্মীবর ৺ কৃষ্ণদাস পাল, সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ৺কেশবচন্দ্র সেন, ডেপুটী ৺ কালীচরণ ঘোষ প্রভৃতি দেশের অনেক গণ্যমান্য বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তি প্যারীচরণের গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধা করিতেন ও তাঁহার স্নেহ ও প্রীতিভাজন ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কালীচরণ বাবুর সহিত প্যারীবাবুর স্নেহবন্ধন কিছু বিশিষ্টরূপ ছিল। কালীচরণ বাবু পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার নবীনকৃষ্ণ বাবুর জামতা ছিলেন সেই কারণে প্যারীবাবু নবীনকৃষ্ণ বাবুর কন্যাকে যেরূপ বাল্যাবস্থা হইতে নিজ কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন, কালীচরণ বাবুকেও সেইরূপ অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কালীচরণ বাবু একজন আইনজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তজ্জন্য প্যারীবাবু, বিষয় কর্ম্মের সকল বিষয়ে কালীচরণ বাবুর নিকট হইতে

সুপরামর্শ গ্রহণ করিতেন। কালীচরণ বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ ছিল বলিয়া প্যারীবাবু তাঁহার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েন।

সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে হাইকোর্টের জজ) ট্রেবর সাহেব, হাইকোর্টের জজ ফিয়ার সাহেব, চিরস্মরণীয় বীটন্ সাহেব, শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর অ্যাট্‌কিনসন্ সাহেব ও উড্রো সাহেব, ডাক্তার বেরিণী, অধ্যাপক টনি, খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক ম্যাকডোনাল্ড সাহেব, প্রভৃতি কয়েকজন বিভিন্ন কর্ম্মে নিযুক্ত সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য ইংরাজগণের সহিত প্যারীচরণ আন্তরিক প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অধ্যাপনায়।

শিক্ষকতা কার্য্যে প্যারীবাবু কিরূপ সুনাম, সম্মান ও সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, বারাসত ও হেয়ার স্কুল প্রসঙ্গে তাহার আভাস দিয়াছি। সেই সুনাম চিরজীবন অক্ষুন্ন রাখিয়া প্যারীচরণ অধ্যাপনা পটুতায় অদ্বিতীয় বলিয়া সমসাময়িক গণের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বাবু কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীবাবুর মৃত্যুর পর তদীয় হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"It was a sight to see him explain the most difficult passages in prose and poetry, illustrated by classic allusions and anecdotes, and whatever he taught he thoroughly impressed on the mind of his student. The secret of his success as a teacher was the familiarity with which he treated his pupils. He never kept them at a distance, he treated them as his friends, and the most obdurate nature yeilded to his gentle sway. He never had recourse to the schoolmaster's birch—he at once won his way to the heart of those whom he addressed. He loved his pupils and they loved him in return. Many of the rising generation can attest to the truth of this fact. Babu Peary Churn did not think that his work ended in the class room—he took as much interest in his pupils out of it as when in it." *

* Hindu Patriot, 4th October, 1875.

"তিনি যখন (ইংরাজি) গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের কঠিনতম অংশ সমূহ, প্রাচীন সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক তথ্য ও প্রবাদ কাহিনী বিবৃত করিয়া, ব্যাখ্যা করিতেন সে দৃশ্য একটী দেখিবার জিনিস ছিল। তিনি যাহা কিছু শিক্ষা দিতেন তাহা ছাত্রের মানসফলকে সর্ব্বতোভাবে অঙ্কিত করিয়া দিতেন। তিনি যে শিক্ষকতায় সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহার গূঢ় কারণ ছাত্রগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ ব্যবহার। তিনি কখনও ছাত্রদিগকে দূরে রাখিতেন না, তাহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, এবং অতি কঠিন প্রকৃতির বালকও তাঁহার সদয় শাসনের বশীভূত হইত। তিনি কখনও গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ডের সাহায্য লয়েন নাই, যাহাদের উপদেশ দান করিতেন একেবারে তাহাদের হৃদয় অধিকার করিতেন। তিনি ছাত্রগণকে ভাল বাসিতেন এবং ছাত্রগণও সেই ভালবাসা প্রতিদান করিত। উদীয়মান সমাজের অনেকেই এই সকল কথার সত্যতা প্রতিপাদনে সাক্ষ্য দিতে পারেন। বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষাদান করিলেই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইল, প্যারীচরণ বাবু এরূপ বিবেচনা করিতেন না, তিনি ছাত্রগণের প্রতি বিদ্যালয়ের ভিতরে যেমন বাহিরেও সেইরূপ যত্ন লইতেন।"

প্যারীবাবুর সহযোগী প্রবীণ শিক্ষক এবং তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছি তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলেন, অমন শিক্ষক আর দেখি নাই। বাগ্মীবর কৃষ্ণদাস পাল যে প্যারীবাবুকে 'শিক্ষকরাজ' বাক্যে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, প্যারীবাবু সেই অভিনন্দন পাইবার সম্পূর্ণরূপেই উপযুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপনা কর্ম্মে প্যারীবাবুর বিরাম ছিল না, বিরক্তিও ছিল না। বিদ্যালয়ে অবস্থান কালত প্যারীবাবুর শিক্ষাদানে অতিবাহিত হইত, উপরন্তু বাটীতে তিনি প্রতিনিয়ত আট দশজন বালককে

পাঠাভ্যাস করাইতেন। বারাসতে কর্ম্মকালে অবকাশ সময়ে বাসাবাটীতে তাঁহাকে দুইটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে এবং অপরাপর চারি পাঁচটী প্রতিপালিত ও স্থানীয় দুঃস্থ বালককে শিক্ষা দিতে হইত। কলিকাতায় বদলি হইয়া তাঁহার চোরবাগানের ও পরে বিডনষ্ট্রীটের উভয় বাটীতেই, পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয়, প্রতিপালিত ও পল্লীবাসী আট দশজন বালকের তিনি প্রত্যহ প্রাতে, পাঠশিক্ষা দিতেন। সুবিদ্বান হইয়া অল্পবয়স্ক বালকগণকে শিক্ষাদান করা অনেকেই বিরক্তিজনক কর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন। কিন্তু প্যারীবাবুর এই কার্য্যে কিছুমাত্র অপ্রীতি ছিল না। তিনি নিজে লিখিতেন এবং সেই সময়ে এককালে অত গুলি বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন শ্রেণীর বালকের পাঠাভ্যাসের তত্ত্বাবধান করিতেন। কেহবা বর্ণমালা শিক্ষা করিতেছে, কেহবা সেক্সপীয়রের ব্যাখ্যা প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা গণিত অভ্যাস করিতেছে, কেহবা ইতিহাস পাঠ করিতেছে, তিনি সকল দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন। যে যাহা জিজ্ঞাসা করিত, সে তাহার উত্তর পাইত, অথচ তাঁহার নিজের লেখনীও এই মুহুর্মুহু ব্যাঘাতের মধ্যে স্বকার্য্য সাধনে বিরত হইত না। তিনি শিক্ষার্থীগণের সন্দেহ স্থলে যতবার ইচ্ছা, সময়ে অসময়ে, অপ্রাসঙ্গিক বা নির্ব্বোধ, যেরূপ প্রশ্নই হউক না, কিছুতেই উত্যক্ত বোধ করিতেন না, অতি প্রসন্ন চিত্তে সকল প্রশ্নের যথোপযোগী উত্তর দিতেন।

প্যারীবাবুর চোরবাগানের বাটীর অনেক ছাত্র আত্মীয় ব্যক্তি বলেন, যে প্যারীবাবু হয়ত কোনও দিন ছোট বড় অনেকগুলি বালককেই একই শ্রুতিলিখন লিখিতে দিতেন, কনিষ্ঠদের লিখিতে বিলম্ব হইলে বয়োজ্যেষ্ঠদের সে সময়ে অপেক্ষা করিতে হইত, এবং ছোট বালকদের ভ্রমগুলি বড় বালকেরা

সংশোধন করিয়া দিত। কিন্তু কনিষ্ঠদের ভ্রম না হইয়া যদি কোনও বয়োজ্যেষ্ঠ বালকের ভ্রম হইত, তাহা হইলে তিনি কনিষ্ঠদের সহাস্যবদনে প্রশংসা দানে উৎসাহিত করিতেন এবং তদ্দর্শনে বয়োজ্যেষ্ঠ বালকগণ সলজ্জ ও সতর্ক হইত। প্যারীবাবুর বানান শিক্ষার উপর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলিতেন "যাহার বানান ভুল যায় তাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই।"

প্যারীবাবু ছাত্রদের অঙ্গে কখনও হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমনকি কোমলমতি অল্পবয়স্ক বালকদিগের প্রতি তীব্র তিরস্কারও তিনি ভাল বাসিতেন না। প্যারীবাবুর জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রবাবু তদীয় অনুজ নরেন্দ্রবাবুকে বাল্যাবস্থায় একদিন ইউক্লিডের জ্যামিতির পঞ্চম প্রতিজ্ঞাটী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর উহা আয়ত্ব করিতে বিলম্ব হওয়াতে অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্র বাবু কনিষ্ঠ-ভ্রাতাকে নির্ব্বোধ (Stupid) বলিয়া তিরস্কার করেন। প্যারীবাবু নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি ঐ কথা শুনিবামাত্র সুরেন্দ্রবাবুকে ওরূপ বাক্য পুনরায় প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন—বলেন ওরূপ ভৎ'সনায় সুকুমারমতি বালকের মনে নিরাশার উদয় হইতে পারে। শিশু বা তরুণবয়স্ক বালকগণের সহিত প্যারীবাবু বড়ই সদয় ব্যবহার করিতেন। বাড়ীতে ও বিদ্যালয়গৃহে একইরূপ ব্যবহার। বাটীতে শিশুগণ লিখিবার বা পড়িবার সময় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিলে তিনি উত্যক্ত হইবার কোনও কারণ দেখিতেন না। বিদ্যালয়েও প্রায় সেই একই ভাব। হেয়ারস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহোদর বলেন, যে প্যারীবাবু একদিন হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে বসিয়া একমনে ছাত্রগণের অনুশীলনের খাতা সংশোধন করিতেছেন এমন সময়ে কয়েকটী অতি

অল্প বয়স্ক বালক তাঁহাকে কি বলিতে আসিল, এবং কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া অপর কোন কার্য্য অভাবে উহাদের মধ্যে একটী বালক অন্যমনস্কভাবে নিকটস্থ মসীপাত্র হইতে অঙ্গুলী করিয়া কালি তুলিয়া প্যারীবাবুর পৃষ্ঠদেশে বিলেপন করিতে লাগিল। চাপকান ভেদ করিয়া ঐ আর্দ্রতা তাঁহার গাত্রচর্ম্ম স্পর্শ করিলে প্যারীবাবু পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাতে ঐ বালকের কার্য্য দেখিতে পাইলেন। তিনি বালকটীকে কেবলমাত্র বলিলেন "ছি! কালি দিলে!" এবং পুনরায় নিজকার্য্যে মন দিলেন। শিক্ষকাসনে উপবেশন করিয়া রোষপরায়ণ বা ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া প্যারীবাবু বড়ই দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। হেয়ারস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষকতা কালে নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় একদিন কোন বালকের অবাধ্যতায় নিরতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া, সেই অবস্থাতেই হেডমাষ্টার প্যারীবাবুর নিকট অভিযোগ করিতে গমন করেন। নীলমণি বাবুকে রোষবিকলচিত্ত দেখিয়া প্যারীবাবু বলিলেন "why do you punish yourself for the fault of another?" "আপনি অপরের দোষের জন্য নিজেকে শাস্তি দিতেছেন কেন?" নীলমণি বাবু বলেন যে প্যারীবাবুর সেই মৃদু অনুযোগে অপ্রতিভ হইয়া তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

হেয়ারস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার বসু বলেন, ছাত্রেরা যতই কেন গুরুতর অপরাধ করুন না, প্যারীবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি কিছুতেই হইত না, তিনি ধীরচিত্তে নিরপেক্ষভাবে অপরাধীর বিচার ও শাস্তিবিধান করিতেন। একবার হেয়ারস্কুলের কয়েকটী দুর্দ্দান্ত ছাত্র, কোনও ভদ্রলোকের পরিচারক ও পরিচারিকাগণের হস্ত হইতে তত্ত্বের জন্য প্রেরিত সন্দেশ ও কমলালেবু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। উক্ত ভদ্রলোক প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল

সার্টক্লিফ্ সাহেবের নিকট এক সুতীব্র ভাষায় পত্র লিখিয়া ছাত্রগণের এই নীচ দস্যুচিত ব্যবহারের জন্য অভিযোগ করেন ও সুবিচার প্রার্থনা করেন। সার্টক্লিফ্ সাহেবের আদেশে প্যারীবাবু যখন সেই গুরুতর বিষয়ের তদন্ত করিতেছেন, যখন হেয়ারস্কুলের সুনাম হানি ও প্যারীবাবুর তত্ত্বাবধারণের উপর কর্তৃপক্ষগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিপতিত হইবার সমূহ সম্ভাবনা,—তাঁহার সহযোগী শিক্ষক উক্ত প্রসন্নবাবু বলেন,—তখনও প্যারীবাবু প্রশান্তচিত্ত এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ব্যক্তির ন্যায় ঐ সকল ছাত্রধুরন্ধরগণের বিচার করেন।

প্যারীবাবু ছাত্রগণের সহিত সকল সময়েই স্নেহশীল ব্যবহার করিতেন, বাটীতে অল্পবয়স্ক বালকগণের শৈশবসুলভ ক্রীড়া ও আমোদে যোগ দিতেন এবং পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন, তাহাদের নিকট মনের সকল কথা অকপটে বলিতেন। কিন্তু তাঁহার কেমন এক স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল যে কি বাটীতে কি বিদ্যালয়ে সকল বালকই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত,—কোলাহলময় ক্লাসে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সমস্ত নিস্তব্ধ হইত। প্যারীবাবু ছাত্রগণের শারীরিক দণ্ডবিধান না করিলেও, তাঁহার অন্যরূপ শাসন ছিল, এবং সে শাসনও কিছুমাত্র শিথিল ছিল না। বাটীতে বালকগণ তাঁহার অসন্তোষ উদ্রেকের আশঙ্কায় সতত সশঙ্ক থাকিত। প্যারীবাবু শাস্তিবিধানের দুই একটী উদাহরণ দিব। তাঁহার বারাসত স্কুলের ছাত্র ও স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণবসু বলেন, যে বারাসতে থাকিতে একদিন প্যারীবাবু বাসায় না থাকাতে তাঁহারা পাঠের সময় তাস খেলিতে ছিলেন। দৈবক্রমে প্যারীবাবু অকস্মাৎ বাসাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উহা জানিতে পারেন। তিনি বালকগণকে কোনরূপ তিরস্কার না করিয়া বলিলেন—

'দেখি তোমাদের তাস দেখি' এবং তাসগুলি হস্তগত হইলে তিনি সেগুলিকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন। সেই দিন হইতে আর কেহ বাসায় তাস খেলিত না।

আর একদিন শশিবাবু ও তাঁহার সঙ্গিগণ বারাসতের বাসায় তরুণবয়সসুলভ কৌতুক পরবশ হইয়া 'Works of Aristotle' নামক পুস্তক হইতে স্ত্রীলোকের জরায়ুমধ্যে ভ্রূণ অবস্থানের বিবিধ রঞ্জিত চিত্র গুলি সংগোপনে দেখিতে ছিলেন। প্যারীবাবু অলক্ষ্যে আসিয়া বালকগণকে তদবস্থ দেখিয়া, পুস্তকখানি চাহিয়া লইলেন। এবং তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া পুস্তক খানি সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন।

প্যারীবাবুর বারাসতে অবস্থান কালে ঐ স্থানে নবীনভট্ট নামক একটী ব্রাহ্মণের ফাঁসি হয়। বারাসতের জেল প্রাঙ্গনে সেই প্রথম ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড। প্যারীবাবু বিদ্যালয়ের বালকগণকে ঐ দণ্ডবিধান দেখিতে যাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু কয়েকজন ছাত্র কৌতুহল সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া গোপনে ঐ ফাঁসি দণ্ডদান দেখিতে গিয়াছিলেন। প্যারীবাবু সেই কথা অবগত হইয়া, তদন্ত আরম্ভ করিলে কেহই অপরাধ স্বীকার করিল না, কেবল একটী ছাত্র (শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্, আই, সি, ই, প্রথিত নামা ইঞ্জিনিয়ার) ঐ দোষ স্বীকার করেন। প্যারীবাবু অপরাধীগণকে নির্ণয় করিয়া, সকলেরই—যিনি দোষ স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারও—তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের তালিকা হইতে নাম কাটিয়া দিলেন। এইরূপে গ্রামস্থ লোকের নিকট ঐ ছাত্রগণ অবাধ্যতার জন্য যখন পরিচিত হইয়া অনুতপ্ত হইল, তখন কয়েক দিন পরে প্যারীবাবু আবার তাহাদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি দিলেন।

বোর্ডিংস্কুলের তত্ত্বাবধান কার্য্য একটী বড়ই দুরূহ ব্যাপার এবং বিশেষ যোগ্যব্যক্তির হস্তে ঐ ভার ন্যস্ত না হইলে বোর্ডিংস্কুল ছাত্রগণের কুশিক্ষা লাভ করিবার জন্য উর্ব্বরক্ষেত্রে পরিণত হয় সেই বিষয় আলোচনা করিবার সময় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺ কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় প্যারীবাবুর পরলোকগমনের বহুবর্ষ পরে লিখিয়াছিলেন—

"বাঙ্গালার প্রথম বোর্ডিংস্কুল স্থাপক ৺প্যারীচরণ সরকার প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিলেন। যে পক্ষে ভাবি তাঁহার তুল্য লোক মেলা ভার।" *

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের প্রতি প্যারীবাবুর যেরূপ সদয় ব্যবহার ছিল, অধীনস্থ শিক্ষকগণের উপরও তিনি সেইরূপ ভদ্র আচরণ করিতেন। তিনি অবিরত তাঁহাদিগের কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ত্রুটী দেখিলেই তাঁহাদের সতর্ক করিতেন, উপদেশ দিতেন, কিন্তু অতি বিনম্রভাবে ও মধুর বচনে এবং কখনও ছাত্রগণের সমক্ষে নহে। হেয়ারস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বসু বলেন যে তিনি একদিন ক্লাসে ভূগোল পড়াইতে ছিলেন, এবং শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি ছাত্রগণকে তাহাদের পাঠ কণ্ঠস্থ বলিতে আদেশ দিয়া উহা শ্রবণ করিতে ছিলেন। প্যারীবাবু সেই সময়ে শ্রেণীমধ্যে আসিয়া, অন্য দিনের মত তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইয়া ধীরে ধীরে প্রসন্ন বাবুর পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রসন্ন বাবু বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পড়ান প্যারীবাবুর মনঃপূত হইতেছে না। তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্যারীবাবুকে বলিলেন 'মহাশয় শরীর অসুস্থ বলিয়া এরূপে পাঠ লইতেছি, আমি ভূগোল পড়াইতে জানি," এই কথা শুনিয়া যেমন প্যারীবাবু অবগত হইলেন যে প্রসন্ন বাবু নিজ দোষ

* গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা, ৺কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত, ২য় সংস্করণ, ৭৮ পৃষ্ঠা।

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তিনি তৎক্ষণাৎ আশ্বাসের স্বরে 'তা আর জানি না' বলিয়া, অপর কোনরূপ বাক্য ব্যয় না করিয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিক্ষাদান কার্য্যে প্যারীবাবু এরূপ সুদক্ষ হইয়াছিলেন যে কোন্ পুস্তক কিরূপে শিক্ষা দিলে, কোন্ ছাত্রকে কিরূপ ভাবে উপদেশ দিলে, শিক্ষাকার্য্য উৎকৃষ্টরূপে ও সহজে সম্পন্ন হইতে পারে ইহা তিনি নিমেষে অভ্রান্তরূপে নির্ণয় করিতেন।

শিক্ষকতায় অসাধারণ সাফল্যলাভ ও অভিজ্ঞতা নিবন্ধন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্যারীবাবু বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধীয় বহুতর দুরূহ সমস্যা স্থলে তাঁহারা প্যারীবাবুর সুপরামর্শ প্রার্থনা ও গ্রহণ করিতেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গর্ডন ইয়ং, অ্যাটকিন্‌সন্ ও উড্রো সাহেব, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাট্‌ক্লিফ সাহেব, টনি সাহেব সকলেই প্যারীবাবুকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণার্থে তৎকালীন প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল পরিদর্শক উড্রো সাহেবের পরামর্শে ইং ১৮৫৪ সালে গবর্ণমেণ্ট একটী কমিটি স্থাপন করেন। এদেশে শিক্ষাদান সম্বন্ধীয় বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ সেইরূপ সাত জন লোক ঐ সমিতির সদস্যরূপে শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েন। তাঁহারা সকলেই ইংরাজ, কেবল একজন মাত্র বাঙ্গালী ঐ সমিতির সভায় আসন পাইয়াছিলেন—তিনি প্যারীবাবু। ঐ সমিতির প্রস্তাবে শিক্ষাসম্বন্ধীয় এবং বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধীয় ছাত্রবর্গের কল্যাণকর বহুবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। সমিতির সদস্যগণের নাম তাঁহাদের রিপোর্টের স্বাক্ষরের পর্য্যায় অনুযায়ী নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

(১) হজ্‌সন প্র্যাট্, সি এস্। (৫) জে কে রজার্স।

(২) এচ্ উড্রো, এম্ এ। (৬) রেভারেণ্ড জে লং।

(৩) আর বি চ্যাপম্যান্। (৭) রবার্ট হ্যাণ্ড্।

(৪) প্যারীচরণ সরকার।

উড্রো সাহেব ডিরেক্টর হইয়া সতত প্যারীবাবুর পরামর্শ ও সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। তিনি প্যারীবাবুকে পরমবন্ধু বিবেচনা করিতেন এবং প্যারীবাবুর অভিজ্ঞতা ও সুবুদ্ধির উপর তাঁহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল। প্যারীবাবুর দেহত্যাগের পর শোক সভায় উড্রো সাহেব বলিয়াছিলেন :—

'প্যারীবাবুর সহিত আমার অনেক দিনের আলাপ, তাঁহার বহুতর অনন্যসাধারণ সদ্‌গুণের জন্য আমি তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতাম। প্যারীচরণের মৃত্যুতে আমি যে কেবল একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারা হইলাম এরূপ নহে, একজন বিচক্ষণ মন্ত্রদাতাও হারাইলাম। যখনই আমি শিক্ষা সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যায় পতিত হইতাম, তখনই আমি প্যারীবাবুর পরামর্শ প্রার্থনা করিতাম, এবং নিশ্চয়ই আমার মনোমত সদুত্তর পাইয়া সেই সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। প্যারীবাবুর মৃত্যুতে শিক্ষা বিভাগের এবং দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হইবার নহে।' *

প্যারীবাবু যে সকল উপায় অবলম্বনে শিক্ষকতা কার্য্যে এই অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুই একটী মূলমন্ত্র এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্যারীবাবু বালকগণকে সর্ব্বপ্রথমে আত্মনির্ভরতা অর্জ্জন করিতে শিক্ষা দিতেন। তিনি Fourth Book of Reading (ইংরাজি পাঠ চতুর্থ ভাগ) পড়িবার সময় অবধি বাটীর বালকগণকে পাঠ বলিয়া দিতেন, কিন্তু Fifth Book (ইংরাজি পাঠ পঞ্চম ভাগ) পাঠ আরম্ভ

* Englishman, Decr 1, 1875. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

করিলেই ছাত্রগণকে পাঠ বলিয়া দেওয়া বন্ধ করিতেন, বালকদিগকে অভিধান দেখিয়া অর্থ করিতে হইত, তিনি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিতেন মাত্র। ইংরাজি সাহিত্য শিক্ষার ন্যায় গণিতাদি অপরাপর পাঠ্যবিষয়েও তিনি উক্তরূপ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইতেন। তিনি বলিতেন—

"এক্ষণে শিক্ষার্থীরা পদে পদে এত অধিক পরের সাহায্য পান যে, আপনাদের শ্রমের অধিক আবশ্যকতা দেখেন না। স্কুলে গিয়া দেখেন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত আছেন তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া বাটীতে দেখেন পণ্ডিত এবং প্রাতে নয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত মাষ্টার মহাশয়েরা উপস্থিত আছেন। তাঁহারা তোতাপাখীর ন্যায় পাঠ মুখস্থ করিয়া দেন। স্মরণ শক্তির কিঞ্চিৎ চালনা করান বটে কিন্তু বুদ্ধির কিঞ্চিন্মাত্র চালনা হয় না। ইহাতেও সাহায্য দান শেষ হয় না। তিনখানা পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে ছয়খানা মানের বহি থাকে। অভিধান দেখিতে সময় নষ্ট ও কষ্ট হয়, মিনিংবুক থাকিলে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই আনন্দ। কাহারই অধিক শ্রম করিতে হয় না, মাঝে মাঝে ফললাভ। মানের বহিতে পাঠ্য পুস্তকের অধিকাংশ কথার বাঙ্গলা ও ইংরাজি অর্থ এবং ব্যাকরণের সমস্ত পদ সাধিত আছে। ইংরাজ গ্রন্থকার সুইফ্‌ট্‌ ব্যঙ্গ করিয়া উপন্যাস ছলে লিলিপুটিয়ানদিগের শিক্ষাপ্রণালী যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেইরূপ কোন উপায় উদ্ভূত হইলে এ দেশীয় লোকের আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। সুইফ্‌ট্‌ বলিয়াছেন যে লিলিপুটিয়ানেরা পুস্তকের পাত চূর্ণ করিয়া মিষ্টের সহিত উদরস্থ করে এবং পরিপাক হইয়া উহার সারাংশ মস্তিষ্ক স্থিত হয়। এ যে এক কালে আহার ঔষধ!" *

বিদ্যার্জ্জন কার্য্য যাহাতে শিক্ষার্থীর মনে নিরস ও আনন্দবিহীন বলিয়া বোধ না হয়, প্যারীবাবু তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের নির্দ্ধারিত পাঠ সাঙ্গ হইলে, তিনি নানাবিধ আনন্দদায়ক ও

---

* হিতসাধক, ১২৭৫ সাল, অগ্রহায়ণ। প্যারীবাবুর রচিত "বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী" শীর্ষক প্রবন্ধ।

শ্রুতিসুখকর পুস্তক হইতে উৎকৃষ্ট অংশ সকল পাঠ করিতেন এবং বিদ্যার্থীগণের মনে ঐ সকল পুস্তক স্বয়ং পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা ও আকাঙ্খা উদ্দীপিত করিতেন। বারাসতস্কুলে ছাত্রসংখ্যা অধিক না থাকাতে ছাত্রগণের পাঠ দান ও গ্রহণ করিয়া প্রায়ই অবসর থাকিত। সেই সময়ে বালকেরা বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার হইতে সেক্সপীয়র, মিল্টন প্রভৃতি সরস্বতীর বরপুত্রগণের গ্রন্থ আনিয়া তাঁহার হস্তে দিত, এবং তিনি সেই সকল গ্রন্থ হইতে মনোহর অংশ বিশেষ পাঠ করিতেন ও অর্থবোধ করাইয়া ছাত্রগণের চিত্তবিনোদন করিতেন। প্যারীবাবু ছাত্রগণকে সাহিত্য, জীবনী, ইতিহাস, বিজ্ঞান বা নীতিমূলক গল্প পাঠ করিতে উৎসাহ দিতেন, কিন্তু তিনি ছাত্রজীবনে নবেল বা উপন্যাস পাঠ অপকারক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন নবেল সাগুপথ্য, নিত্য সাগু আহার করিলে যেরূপ গুরুপাক দ্রব্য পরিপাকের ক্ষমতা হ্রাস হয়, সেইরূপ নবেল পাঠে গুরুতর বিষয়ক পুস্তক পাঠের শক্তি লোপ পায়।

প্যারীবাবু ছাত্রগণের মনে শিক্ষকের প্রতি ভয় অপেক্ষা ভক্তি ও ভালবাসা উদ্রিক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ছাত্রগণের প্রতি বিদ্যালয়ের ভিতরে সস্নেহ ব্যবহার করিতেন এবং বিদ্যালয়ের বাহিরে দুরবস্থাপন্ন ছাত্রগণকে অন্ন বস্ত্র পুস্তক বা বেতন দানে সাহায্য করা ব্যতীত, সকল ছাত্রগণেরই কল্যাণ সাধন করিতেন ; তাহাদের দুঃখে সান্ত্বনা, সুখে সহানুভূতি, রোগে তত্ত্বাবধান করিতেন ; এবং গুরুশিষ্য সম্বন্ধের প্রীতি ও পবিত্রতা সকল কর্ম্মে ছাত্রগণের মনে জাগুরুক রাখিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি মুখে যাহা উপদেশ দিতেন, নিজ জীবনে সেই উপদেশের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইতেন বলিয়া ছাত্রগণের অন্তরে তাঁহার প্রতি ভক্তি এবং তাঁহার উপদেশ বাক্যে আস্থা স্বতঃই

উদিত হইত। প্যারীবাবু দৃষ্টান্তের ক্ষমতায় প্রগাঢ় আস্থাবান ছিলেন। তিনি বলিতেন--

"উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত যে অধিক বলবান, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের পুত্র পৌত্রকে যদি সর্ব্বদা উপদেশ দেওয়া যায় যে নিয়ত লেখা পড়ায় ব্যস্ত থাকা উচিত, কিন্তু পরিবারস্থ কেহই লেখা পড়ায় নিযুক্ত থাকে না ; তাহা হইলে পুত্র পৌত্রদিগকে লেখা পড়ায় রত রাখিবার অধিক আশা করিতে পারা যায় না। তাহারা পরিবারস্থ ব্যক্তিগণকে যেরূপে সময় কাটাইতে দেখে আপনারাও সেই প্রকারে কালক্ষেপণ করিতে ইচ্ছুক হয়।" *

প্যারীবাবুর অনেক ছাত্র বিদ্যা ও বুদ্ধি ও চরিত্র গৌরবে সংসারে সুনাম ও উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্.এ, ডি এল, মহোদয়ের নাম শীর্ষস্থানীয়। তিনি যখন কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলে পাঠ করেন তৎকালে প্যারীবাবু ঐ বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার পদাভিষিক্ত ছিলেন। এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে তিনি প্যারীবাবুর নিকট অধ্যয়ন করেন, এবং প্যারীবাবু তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। প্যারীচরণের শিক্ষকজীবনের স্মৃতি সম্বন্ধে গুরুদাস বাবুর উক্তি † হইতে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট অংশ সঙ্কলিত হইল :—

গুরুদাস বাবু যখন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন ঐ শ্রেণীতে একটী বিংশতিবর্ষবয়স্ক ধনীসন্তান প্রবিষ্ট

* হিতসাধক, আষাঢ়, ১২৭৫। প্যারীবাবুর রচিত 'দৃষ্টান্তের ফল' শীর্ষক প্রবন্ধ।

† ইহার জন্য প্রয়াস পত্রে (১৮৯৯, অক্টোবর সংখ্যায়) প্রকাশিত 'প্যারীচরণ' শীর্ষক প্রবন্ধলেখক প্যারীবাবুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু গিরিজাকুমার বসুর নিকট গ্রন্থকার ঋণী।

হয়। সে ক্লাসে ভয়ানক গোলমাল ও সকলকে বিরক্ত করিত এবং দুষ্কর্ম্মেও সে অগ্রণী ছিল। ঐ শ্রেণীর তদানীন্তন শিক্ষক নন্দবাবু একদিন ঐবালকটীর উপর বিরক্ত হইয়া তাহাকে দণ্ডায়মান হইতে আজ্ঞা করেন। বয়োধিক্য হেতু লজ্জার ওজর করিয়া ছাত্রটী শিক্ষকের আজ্ঞার অমান্য করিলে নন্দবাবু হেডমাষ্টার প্যারীবাবুকে এই বিষয়ে অভিযোগ করিতে গমন করেন। তিনি ক্লাসের বাহির হইলেই বালকটী "এবার মুস্কিল কর্‌লে" এই কথা কয়েকবার বলে। প্যারীবাবু শ্রেণীমধ্যে আসিয়াই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে তাহার শিক্ষকের আজ্ঞা পালন করে নাই কেন। ছাত্রটী কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া ইতস্তত করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু প্যারীবাবু বলিলেন "তুমি যতক্ষণ না তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা পালন কর, ততক্ষণ আমি তোমার কোন কথা শুনিতে পারি না। ছাত্রটী আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং বলিল "এবার তো দাঁড়িয়েছি এখন বস্‌তে বলুন।" তাহাতে প্যারীবাবু উত্তর দেন 'আমি তোমার শিক্ষকের আজ্ঞা রোধ করিতে পারি না, তিনি যাহা উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাই কর্‌বেন।' কিন্তু যাইবার সময় নন্দবাবুকে ইঙ্গিত করেন যেন তিনি তাহাকে বসিতে বলেন। গুরুদাস বাবু বলেন যে আর কেহ হইলে হয়ত সে বালক স্কুল ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু প্যারীবাবুর কথা কেহ কথনও অবজ্ঞা করিতে সাহসী হইত না। প্যারীবাবুও কিছুতেই পশ্চাদপদ হইতেন না, সর্ব্বদা স্থির গম্ভীর ও অবিচলিত থাকিতেন।

আর একদিন পাঠের সময় কতকগুলি ছাত্রকে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বেড়াইতে দেখিয়া প্যারীবাবু কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে তাহাদের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় শিক্ষক মহাশয় ক্লাসে প্রবেশ

করিতে দেন নাই। ঐ শিক্ষক মহাশয় কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়ম ভক্ত ছিলেন, তিনি নির্দ্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিটের পরে আর কোনও ছাত্রকে ক্লাশে প্রবেশ করিতে দিতেন না। প্যারীবাবু ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কি কারণে বিলম্ব হইয়াছে তাহা শিক্ষক মহাশয়কে জানাইয়া ছিলে?" তাহারা বলিল "হাঁ, কিন্তু তিনি সে সকল কথা গ্রাহ্য করেন নাই।" প্যারীবাবু তাহাদিগকে ক্লাসে যাইতে বলিয়া, শিক্ষক মহাশয়কে গোপনে একটু কাগজ খণ্ডে লিখিয়া পাঠান "Pray do not stretch your cord too tight, it may break" "দড়ি অতিরিক্ত টানিবেন না, ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।" সেই কাগজ খণ্ড ছিন্ন করিয়া শিক্ষক মহাশয় ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ছাত্রেরা সেই খণ্ডগুলিকে একত্রিত করিয়া উহার মর্ম্ম অবগত হয়। ছাত্রদিগের জ্ঞাতসারে প্যারীবাবু শিক্ষকগণকে কখনও কোন অনুযোগ করিতেন না।

একটী ধনীব্যক্তির সন্তান, কুঅভ্যাস বশতঃ সহপাঠীদের পুস্তক অপহরণ করিত। দুইবার তাহার চৌর্য্যবৃত্তি ধরা পড়ে নাই, কিন্তু তৃতীয় বারে সে ধৃত হওয়াতে ক্লাসের শিক্ষক মহাশয় ঐ বালককে বিদ্যালয় হইতে একেবারে বিদূরিত করিবার মানস করেন। কিন্তু প্যারীবাবু সবিশেষ সমাচার অবগত হইয়া বলেন যে বালকটীর বয়স অল্প সুতরাং সে সংশোধনের সীমা অতিক্রম করে নাই; এবং তিনি তাহাকে নিম্নশ্রেণীতে নামাইয়া দিয়া দণ্ডিত করেন। পরে শিক্ষকেরা তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে বলিলে সে পুনরায় নিজ শ্রেণীতে উন্নীত হয়।

প্যারীবাবু কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্য ও ব্যাকরণ এবং পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষা দিতেন। তিনি ছাত্র-

গণকে অনুশীলন (exercise) দিবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে নিয়মিত অনুশীলন দিবার জন্যই তাঁহার বিদ্যালয়ের অত উন্নতি হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সুফল দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা গর্ডন ইয়ং সাহেবও প্যারীবাবুর মতের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্যারীবাবু ছাত্রদিগকে অনুশীলন দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতেন না, সকল বালকের (বালকের সংখ্যাও তখন অল্প ছিল না, ৬০।৭০ জন হইবে) অনুশীলন এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতেন যে কাহারও সামান্য ভ্রম বা ত্রুটী তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। তিনি ভ্রমের পার্শ্বে দাগ দিতেন ও সকল বালকের নম্বর নিজের খাতায় লিখিয়া রাখিতেন।

তিনি সপ্তাহে একদিন নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন অপর কোনও পুস্তক হইতে একটী গল্প পাঠ করিতেন। পরে বালদিগকে উহা নিজভাষায় পুনরাবৃত্তি করিতে বলিতেন, এবং উহা হইতে তাহারা কি নীতি সংগ্রহ করিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে বলিতেন। তাঁহার সুনীতিপূর্ণ গল্প নির্ব্বাচণ করিবার ক্ষমতাও অদ্ভুত ছিল। ছেলেরা ঠিক যেমনটী বুঝিতে পারে, তিনি ঠিক তেমনটী বাছিতেন। তিনি কখন কখন কথোপকথন (Dialogue) পাঠ করিতেন। তাঁহার আবৃত্তিও সুন্দর ছিল।

বালকদের সততার উপর প্যারীবাবুর এতদূর বিশ্বাস ছিল যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও ছাত্র অনুশীলন লিখিতে অপারগ হইলে, তিনি তাহাদিগকে উহা সম্পূর্ণ করিবার সময় দিয়া চলিয়া আসিতেন, কিন্তু কোন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আসিতেন না, কেবল তাহাদের কাগজগুলি বাটীতে বহন করিয়া আনিবার জন্য একজন লোক রাখিয়া

আসিতেন। ছেলেরাও তাঁহার এই বিশ্বাসের কখনও অপব্যবহার করিত না।

প্যারীবাবুর নিজের একটী পুস্তকাগার (Library) ছিল। সেখানে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইয়া তিনি পুস্তকাদি পড়িতে বলিতেন। তিনি নিজেও Penny Encyclopœdia হইতে ভাল ভাল বিষয়ে প্রবন্ধ পড়াইয়া শুনাইতেন। বোর্ডে ছবি অঙ্কিত করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তখন অতি অল্প লোকের বাটীতে লাইব্রেরী ছিল তজ্জন্য প্যারীবাবুর এই লাইব্রেরীতে ছাত্রগণের প্রভূত উপকার হইত। বিশ পঁচিশজন ছাত্র ঐ লাইব্রেরীতে গমন করিত, এবং প্যারীবাবুর নিকট ঐ স্থানে পাঠে সাহায্য পাওয়াতে পাশ্চাত্য বোর্ডিং স্কুল প্রথার ন্যায় উপকার হইত। এই লাইব্রেরী গৃহেও তিনি ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন, নিজের প্রয়োজন থাকিলে ছেলেদের হস্তে আলমায়রার চাবি দিয়া অন্যত্র গমন করিতেন।

প্যারীবাবু নিজে অতি সুন্দর মানচিত্র আঁকিতে পারিতেন, এবং ছাত্রগণকেও মানচিত্র অঙ্কিত করিতে উৎসাহ দিতেন। মানচিত্র অঙ্কিত করিবার উপযোগী কাগজ প্যারীবাবুই ছাত্রদিগকে প্রদান করিতেন।

বিদ্যালয়ের বাহিরেও ছাত্রগণের উপর প্যারীবাবু কিরূপ স্নেহদৃষ্টি রাখিতেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ গুরুদাস বাবু বলেন যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দশদিন পূর্ব্বে তিনি পীড়িত হয়েন। ঐ সংবাদ অবগত হইয়া প্যারীবাবু তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়া তাঁহাকে একখানি স্নেহলিপি প্রেরণ করেন। গুরুদাস বাবু বলেন যে উহা এরূপ সুমিষ্ট ভাবে ও কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে লিখিত হইয়াছিল, যে তাহা পাঠ করিয়া তিনি রোগের যাতনা বিস্মৃত হয়েন।

গুরুদাস বাবু বলেন যে প্যারীবাবুর মত অত সুন্দর শিক্ষা দিবার প্রণালী তিনি অপর কোনও লোকের দেখেন নাই। প্যারীবাবু এত সুন্দর ভাবে পড়াইতেন যে ছেলেদের মনে যেন সমস্ত গাঁথা হইয়া যাইত; আর তাঁহার স্বর এত মৃদু, কোমল অথচ প্রাণস্পর্শী ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কথা বালকগণের হৃদয়ে আঘাত করিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গবেষণায়।

প্যারীবাবুর জ্ঞানতৃষ্ণা অতি প্রবল ছিল। তিনি সমস্তজীবনই বিদ্যার্জ্জনে রত ছিলেন, এবং তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষমতা বলে ও অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি অসাধারণ জ্ঞান সম্পদ লাভ করিয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত জ্ঞানগরীয়ান্ হৃদয়ের সম্যক্‌রূপে পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ বিশেষ কোনও সাহিত্যিক কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া যান নাই, কিন্তু সমসাময়িক জনগণের মধ্যে যাঁহাদের প্যারীচরণের ঘনিষ্ঠ সংসর্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল, তাঁহারা অবগত আছেন প্যারীবাবু কত প্রবুদ্ধ ছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা কিরূপ সুদূর পরিসর ও গভীর ছিল।

প্যারীবাবু যে কোন রচনা রাখিয়া যান নাই এরূপ নহে, প্রত্যুত তাঁহার ভারতবিখ্যাত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাবলী, Well wisher, Tree of Temperance, প্রভৃতি রচনাগুলি তদীয় ইংরাজি ভাষা ও

সাহিত্যে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করে তাঁহার স্কুল ও কলেজ পাঠ্য পুস্তকের ব্যাখ্যাগ্রন্থনিচয় তদীয় জ্ঞান ও গবেষণার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে প্যারীবাবুর কোন রচনারই উদ্দেশ্য সাহিত্য চর্চ্চা বা পাণ্ডিত্য প্রকাশে আত্মসম্প্রীতি উপভোগ, বা যশঃকামনা নহে, পরন্তু তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের ও শিক্ষার্থীগণের মঙ্গল সাধন। তিনি স্বদেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক উন্নতি সাধন কামনায়, বিদ্যার্থীগণের বিদ্যাদান বা মানসিক উৎকর্ষ সম্পাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিতেন; তিনি দেশব্যাপী অজ্ঞান বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনগণকে জ্ঞানধন বিতরণের জন্য উপদেশমূলক রচনা লিপিবদ্ধ করিতেন, কয়েকটীমাত্র সংখ্যাসাপেক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির জ্ঞান বা আনন্দ বর্দ্ধন, বা বিদ্বজ্জন সমাজে প্রশংসা লাভের আশায় নহে, সুতরাং অপ্রাসঙ্গিক বা নিষ্প্রয়োজন বোধে, প্যারীবাবু নিজ রচণায় তদীয় জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করেন নাই। তিনি মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রের প্রবন্ধ ও ছাত্রগণের শিক্ষার উপযোগী রচনাতেই ব্যস্ত থাকিতেন কোন গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং নিজ বুধজনোচিত বিদ্যাবত্তা প্রকাশের অবসরও পান নাই; তবে ঐ সকল লোকমঙ্গলকর অস্থায়ী রচনাতেই বিনাচেষ্টায় যে দুই একটী জ্ঞান স্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়াছে, কেবল তাহাতেই তদীয় আভ্যন্তরীণ প্রোজ্জ্বল জ্ঞানালোকের অস্তিত্ব প্রকাশ হইয়াছে। প্যারীচরণ তদীয় জীবন পরহিতকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; তাঁহার লেখনীও সেই মহাব্রতের একটী ক্ষুদ্র উপকরণ হইয়াছিল মাত্র।

প্যারীচরণ যদি কর্ম্মবীর না হইতেন, তাহা হইলে একজন সাহিত্যিক মহারথী হইতে পারিতেন, কি ইংরাজি ভাষা, কি মাতৃভাষা,

উভয় ভাষার রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান বা প্রত্নতত্ত্ব লেখক প্যারীচরণকে হারাইয়া আমরা কর্ম্মী প্যারীচরণকে পাইয়াছিলাম। ভালই হইয়াছিল; সুপণ্ডিত লেখক এদেশে বিরল হইলেও, পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা উত্তরকালে বৃদ্ধি হইবার বিশেষ আশা আছে, কিন্তু প্যারীচরণের মত দানসর্ব্বস্ব, পরহিতময়, কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের দৃষ্টান্ত যে আমরা এই জীবনসংগ্রাম-বর্দ্ধনশীল, স্বার্থপর সংসারক্ষেত্রে আর বড় বেশী দেখিতে পাইব সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্যারীবাবু পাঠ্যাবস্থা হইতেই প্রতিভার পরিচয় দিতে ছিলেন। তিনি হিন্দুকালেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রের স্থান অধিকার করিয়া যে সময়ে সিনিয়র স্কলাশিপ্ পরীক্ষা দিতেছিলেন, সেই সময়ে, তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বিভাগ উপলক্ষে সুপ্রিমকোর্টে মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে প্যারীবাবু ব্যবহারশাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়া, প্রকৃত পক্ষে নিজেই সেই মকর্দ্দমা পরিচালন করেন। এবং সে সময়ে তাঁহার আইনশাস্ত্রে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসায় তৎসাময়িক খ্যাতনামা ব্যবহারজীবিগণও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তিনি কলেজপাঠ সমাপ্ত করিবার বর্ষচতুষ্টয় পরেই, নবস্থাপিত বীটন্ সোসাইটীতে পঠিত হইবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা (Education) বিষয়ক একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। প্যারীবাবুর অনুরোধে তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সভাপতি মাওয়াট্ (Dr. Mouat) সাহেব এ দেশের শীর্ষ স্থানীয় বিদ্বান মণ্ডলীর সমক্ষে ঐ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ এরূপ জ্ঞান গবেষণা সুযুক্তি ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া প্রাজ্ঞ ব্যক্তি গণের নিকট বিবেচিত হইয়াছিল, যে সকলেই প্রশংসমান বাক্যে নবীন লেখকের প্রতিভার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন।

প্যারীচরণ শিক্ষাবিভাগস্থ উপরিতন কর্ম্মচারিগণের সকল কথা বেদবাক্য জ্ঞান করিতেন না, এবং কর্ত্তব্যস্থলে অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিতেন, এই সকল কারণে প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল সাটক্লিফ্ সাহেব, প্যারীবাবুর গুণগ্রাহী হইলেও তাঁহার প্রতি সময়ে সময়ে অপ্রীতি অনুভব করিতেন। ঐরূপ কোনও এক অসন্তোষের মুহূর্ত্তে প্যারীবাবুকে অপদস্থ করিবার আশায়, তিনি প্রেসিডেন্সী কালেজের গণিতাধ্যাপকের অভাব জ্ঞাপন করিয়া প্যারীবাবুকে গণিতশাস্ত্র অধ্যাপনা করিবার আদেশ দেন। প্যারীবাবু বহুবর্ষ সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অকস্মাৎ অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে আদেশ দেওয়াতে সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব ভাবিয়াছিলেন, যে প্যারীবাবু তাঁহার ঐ আদেশ পালন করিতে অসম্মত, সুতরাং, অপ্রতিভ হইবেন। কিন্তু প্যারীবাবু সে পাত্রই ছিলেন না, তিনি অবিচলিত ভাবে ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করেন, ও ঐ কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া তাঁহার অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে তিনি যে সময়ে প্যারীবাবুর নিকট, হেয়ারস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তৎকালে Herschel's Discourse on Natural Philosophy নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইত; উহার একস্থলে লিখিত ছিল "Modern Chemistry has gone too far to assert that matter consists of ultimate molecules or atoms"। প্যারীবাবু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় উক্ত সূত্রটী এত সুন্দর ও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন, যে সকলেই বলে আর কোনও বিদ্যালয়ে ওরূপ ভাল করিয়া পড়ান হয় নাই। গুরুদাস বাবু বলেন যে

এফ্‌ এ পরীক্ষার জন্য পরে তিনি যখন রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তখন দেখেন যে প্যারীবাবু পূর্ব্বেই ঐ বিজ্ঞানের অধিকাংশ কথা তাঁহাদিগকে অতি সহজে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অনুশীলন প্রসঙ্গে পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন যে প্যারীবাবু চিকিৎসা শাস্ত্র ও শারীর-বিজ্ঞানের এক সময়ে বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষি ও উদ্ভিজ্জ বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা, বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় ছিল। তিনি কৃষি ও উদ্ভিদ বিষয়ক বহুতর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং—পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—বারাসতে থাকিতে ঐ বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও সবিশেষ অনুশীলন এবং ছাত্রগণকে শিক্ষা দিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

থিয়জফি, ভৌতিকবিদ্যা (Spiritualism) প্রভৃতি বিষয়ক রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্যারীবাবু উক্তশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বুধজনের নিকটও একজন পণ্ডিত বলিয়া সম্মান পাইতেন। এক সময়ে আমেরিকা বা য়ুরোপে উক্ত বিষয়ে কোনও নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তিনি উহা আনয়ন করাইয়া পাঠ করিতেন।

প্যারীবাবুর ইংরাজি সাহিত্যে গবেষণার পরিচয় পাইয়া মহাপণ্ডিত ইংরাজ অধ্যাপকগণও মুগ্ধ হইতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার সময় ইংরাজ কবি Samuel Rogers রচিত "Italy" নামক বিবিধ পৌরাণিক ঐতিহাসিক প্রভৃতি তথ্যের উল্লেখ (allusion) সঙ্কুল কবিতার অর্থবোধের সুবিধার্থ প্যারীবাবু ছাত্রগণকে যে টীকা ও ব্যাখ্যা লিখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া Cathedral Mission College-এর প্রথিতনামা পণ্ডিত অধ্যাপক বারটন্ সাহেব এরূপ

বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন যে তিনি প্যারীবাবুর বাটীতে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসেন। এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে ও তাঁহার মনীষা ও গবেষণার আভাস পাইয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া যান যে এদেশীয় লোকেদের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ সুবিদ্বান ব্যক্তি থাকিতে পারেন, তাঁহার এরূপ ধারণা ছিল না। একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে, কোনও কবিতা পুস্তক পাঠ করাইবার সময় প্যারীবাবু ছাত্রগণকে যে টীকা ও ব্যাখ্যা লিখাইয়া দেন, দ্বিতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে উন্নীত হইলে, জনৈক নবাগত ইংরাজ প্রফেসর্ ছাত্রবর্গকে ঐ পুস্তকের ভিন্নতর ব্যাখ্যা করিয়া দেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যার সহিত প্যারীবাবুর ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য না হওয়াতে, ছাত্রগণ প্যারীবাবুর ব্যাখ্যা বা নূতন সাহেব প্রফেসারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ পুস্তক পাঠ করিবেন, এই বিষয়ে তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল্ টনি সাহেবের অভিমত প্রার্থনা করেন। টনি সাহেব উভয়ের ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া, নবাগত ইংরাজ প্রফেসরটীকে, কি বলিয়া দেন, যে তৎপরে ঐ প্রফেসর মহাশয় কিছুদিন, প্যারীবাবুর ব্যাখ্যাপুস্তক হস্তে করিয়া ক্লাসে আসিতেন এবং তদবধি প্যারীবাবুর টীকার সহিত তাঁহার টীকার আর প্রভেদ দৃষ্ট হইত না। টনিসাহেব প্যারীবাবুর পাণ্ডিত্যের বিশেষ সম্মান করিতেন।

উপরোক্ত কথাগুলিতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন প্যারীবাবুর গবেষণা কিরূপ সর্ব্ববিষয়িণী ছিল। তিনি আজীবন অধ্যয়নরত ছিলেন এবং তিনি যাহা একবার পাঠ করিতেন তাহা বিস্মৃত হইতেন না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল সেকথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রাচীন কবিগণ হইতে আধুনাতন কালের কবিগণের সমস্ত উৎকৃষ্ট কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই নৈসর্গিক

ক্ষমতার সহিত অক্লান্ত ও প্রাণগত চেষ্টার সংযোগে প্যারীবাবু অত গভীর ও বিশাল পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর বাটীতে একটী লাইব্রেরী ছিল, তাহাতে তিনি বাছিয়া চুনিয়া অনেক মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে অতি অল্প লোকের বাটীতেই অতগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক একত্রে দেখা যাইত। সেই পুস্তক রাশি তাঁহাকে বিরামে আনন্দ, দুঃখে সান্ত্বনা দান করিত, এবং তাঁহার প্রবল জ্ঞানপিপাসা শান্ত করিত। সেই পুস্তকাগারের প্রত্যেক গ্রন্থের সহিত প্যারীবাবুর পুণ্যস্মৃতি বিমণ্ডিত ছিল। প্যারীচরণের সেই পাঠমন্দিরের এখনো অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাঁহার সাধনার উপকরণ—গ্রন্থরাশি তদীয় জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিসর্জ্জিত হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্বভাব সুষমায়।

প্যারীচরণের মত অমায়িক ও মধুরস্বভাববিশিষ্ট লোক সহজে দেখা যায় না। তাঁহার বিনয়নম্র ব্যবহার, তাঁহার সদাশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি সকলেরই প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। তাঁহার আত্মীয় বন্ধু, পরিচিত, ছাত্র, কর্ম্মচারী, পরিচারক, যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সকলেই একবাক্যে বলেন "অমন লোক আর হবে না।"

নিরহংকার

প্যারীবাবুর শরীরে অহংজ্ঞানের কণামাত্র ছিল না। তিনি যে অত পণ্ডিত ও প্রবুদ্ধ ছিলেন,—সেজন্য কখন আত্মগরিমা প্রকাশ করিতেন না, কখনও অযাচিত ভাবে নিজ জ্ঞান-সম্পদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতেন না। নিজের কোন ভ্রম হইলে তিনি ছাত্রদের নিকট তাহা গোপন করিতে কখনও প্রয়াস পাইতেন না। এমন কি ইংরাজি সাহিত্য প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও গবেষণা অনন্যসাধারণ ছিল, সে সকল বিষয়েও কোন

রূপ সন্দেহ হইলে, তিনি সেকথা ছাত্রবর্গের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ক্রোধ শূন্যতা

প্যারীচরণের ক্রোধ একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। যদি কখন কোনও বিশেষ কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন, তাহা হইলে তিনি গম্ভীর হইয়া থাকিতেন, কিন্তু কখনও উচ্চ বা রূঢ় বাক্যে সে ক্রোধের বাহ্যিক পরিচয় দিতেন না। তিনি কলহ বিবাদ একেবারে সহ্য করিতে পারিতেন না। নিজ পরিবারবর্গের মধ্যে যদি কদাচিৎ কোনরূপ কলহ বা মনোমালিন্য দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ সন্তপ্ত ও মনোক্ষুণ্ণ হইতেন যে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করা ভার হইয়া উঠিত। কিন্তু তাঁহার এই চিত্তচাঞ্চল্য বা মনোদুঃখও কেবলমাত্র বহির্বাটীতে নীরবে ও নিভৃতবাসেই প্রকাশ পাইত। যে সকল কারণে অধিকাংশ লোকের মনে রোষের উদ্রেক হইয়া থাকে, সেই সকল কারণ প্যারীচরণের মনে দুঃখ ও বিমর্ষভাব উৎপাদন করিত মাত্র। প্যারীচরণ সকল লোকের কাছে সুমিষ্ট বাক্যে কাজ লইতেন কখনও কাহাকেও কর্কশ বচনে অসন্তুষ্ট করিতেন না। প্যারীবাবু নিজে বচসা বিবাদের একান্ত বিরোধীছিলেন, কিন্তু তিনি অপরের বিবাদ-ভঞ্জনে সুপটু ছিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধুদ্বয় নবীনকৃষ্ণবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তেজস্বী, সেইজন্য কিঞ্চিৎ উগ্র প্রকৃতির লোক-ছিলেন ; তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে প্রায়ই বচসা হইত, উভয়েই এক কথায় রোষতপ্ত হইতেন। প্যারীবাবু বন্ধুদ্বয়ের মধ্যস্থ হইয়া উভয়কে শান্ত করিতেন। এইরূপ শান্তিবিধানের সময় তিনি কখন কখন উভয়ের নিকটেই তিরস্কৃত হইতেন, কিন্তু প্যারীবাবু প্রিয়জনের সে তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ ও করিতেন না ; তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপন করিতে পারিলেই তিনি যেন কৃতার্থ হইতেন। এবং তাঁহার

উদারচেতা বন্ধুদ্বয়েরও অন্তর হইতে যখন শরতের মেঘের মত সেই ক্ষণস্থায়ী রোষাবরণ অপসারিত হইত, তখন তাঁহারা প্যারীবাবুকে দ্বিগুণ আদরে হৃদয়ে টানিতেন।

প্যারীবাবুর দেহত্যাগের পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রবৃন্দ যে স্মরণার্থ সভা আহ্বান করেন, সেই সভাস্থলে জনৈক ছাত্র বলিয়াছিলেন 'আমরা প্যারীবাবুকে বিরক্ত করিবার শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে পারি নাই।'

বিনয় ও সহিষ্ণুতা

প্যারীচরণের বিনয় ও সহিষ্ণুতার সীমা ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ সংস্কার প্রবর্ত্তনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ঋণগ্রস্ত হইলে, প্যারীচরণ তদীয় বন্ধুবরকে সেই অর্থদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য কত সচেষ্ট হইয়াছিলেন সেকথা অন্যত্র উত্থাপন করিয়াছি। সেই সময়ে তিনি একদিন চাঁদার বহি হস্তে ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গমন করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়, প্যারীচরণের পাঠ্যাবস্থায় তৎকালীন কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের সদস্য এবং হিন্দুকলেজের পরিচালকগণের অন্যতম ছিলেন, তিনি সর্ব্বদা হিন্দুকলেজ পরিদর্শনার্থে গমন করিতেন, বালক-দিগের পরীক্ষা করিতেন, অধিকন্তু তাঁহার পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্যারীচরণের সহাধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন, এই সকল কারণে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের সহিত প্যারীচরণের বাল্যাবস্থা হইতে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয় এবং সেই সময় হইতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় প্যারীচরণকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। সেইজন্য প্যারীচরণ আশা করিয়াছিলেন যে প্রসন্নবাবু তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন। কিন্তু প্যারীচরণ অবগত ছিলেন না যে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্তরিক মনোমালিন্য ছিল। প্রসন্নবাবু প্যারীচরণের চাঁদার

বহিতে সহি করিলেন না, উপরন্তু প্যারীবাবুকে ধর্ম্মবিরোধী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিয়া বিদায় দিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণে এই কথা পঁহুছিলে তিনি এই ঘটনায় দারুণ অবমানিত বোধ করিলেন, এবং প্যারীবাবুকেই তাঁহার এই অপদস্থ হইবার মূল কারণ বিবেচনা করিয়া জনৈক ভদ্রলোককে দিয়া তাঁহারা অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতে পাঠাইলেন। ভদ্রলোকটী প্যারীবাবুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েরই বন্ধু। তিনি প্যারীবাবুর বাটীতে আসিয়া অনেক লোকের সমক্ষে প্যারীবাবুকে 'বিদ্যাসাগরকে তোমার এরকম অপমান করান ভারি অন্যায়' ইত্যাদি যদৃচ্ছা ভর্ৎসনা করিলেন। প্যারীবাবু প্রথমে কিরূপে তিনি প্রিয়বন্ধুর অবমান করাইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না, কারণ টাকা চাহিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়া নূতন ঘটনা নহে, আর প্রসন্নবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাদের কথাও তিনি জানিতেন না। কিন্তু ভদ্রলোকটী প্যারীবাবুর বিস্ময়প্রদর্শনকে ভান বিবেচনা করিয়া যখন অধিকতর উত্তপ্তভাবে তাঁহার বক্তব্য সবিশেষ প্রকটিত করিলেন তখন প্যারীবাবু বুঝিতে পারিলেন যে তদীয় বন্ধুবরের উপকার করিতে যাইয়াই তিনি ঘটনাচক্রে তাঁহার বিরাগের কারণ হইয়াছেন। ভদ্রলোকটীর উদ্ধত বাক্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁহার উপর নিরতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্যারীবাবুর মুখে বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই, তিনি অতি বিনীতভাবে ও স্বাভাবিক বিনম্রস্বরে ভদ্রলোকটীকে বলিয়াছিলেন "আমি না জেনে, অন্যায় কাজ করেছি, এজন্য যারপরনাই দুঃখিত হয়েছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলবেন তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।"

অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় প্যারীবাবুর ধন মান বা সামাজিক সম্ভ্রমের নিরভিমান জন্য গর্ব্বের লেশমাত্র ছিল না। প্যারীবাবুর অর্থসাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তাঁহারই অন্নে বহুদিন প্রতিপালিত প্যারীবাবুর জনৈক স্নেহাস্পদ ব্যক্তি একবার নিজ কর্ম্মস্থান লাহোর হইতে দুই মাসের অবকাশ লইয়া কলিকাতায় নিজ কন্যার বিবাহ দিবার মানসে আইসেন। কিন্তু অবকাশের সময় শেষ হইয়া আসিলেও তিনি বিবাহের কোন সম্বন্ধ স্থির করিতে না পারিয়া একদিন প্যারীবাবুকে বলিলেন 'মহাশয় আপনার একটী ছেলের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে হবে।' প্যারীচরণ তৎকালে মাসিক ২৩ সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিতে ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্রেরাও তখন কৃতবিদ্য, অপর কেহ হইলে উক্ত প্রস্তাবকে ধৃষ্টতা মনে করিতেন কিন্তু প্যারীবাবু উক্ত ভদ্রলোকটীর কন্যাদায়ের কথা স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরে ভিন্নতর বাধা থাকাতে ঐ পরিণয় সংঘটন হয় নাই।

প্যারীচরণের সততা সম্বন্ধে দুইএকটী পারিবারিক ঘটনা সততা উল্লেখযোগ্য। প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠ সহোদর পার্ব্বতীচরণ তিন সহস্র টাকা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পার্ব্বতীবাবুর পত্নীও অচিরে স্বামীর অনুগামিনী হওয়াতে তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রদ্বয় গোপাল বাবু ও ভুবনবাবু ঐ টাকার বিষয় অবগত ছিলেন না। প্যারীবাবু তাঁহাদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদানকার্য্যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, প্যারীবাবুকে চাকুরীর প্রথমাবস্থায় কয়েক বৎসর অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হয়, তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের শিক্ষাদানাদি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঐ গচ্ছিত অর্থ তৎকালে অকুণ্ঠিত-চিত্তে ব্যয় করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি ঐ অর্থে হস্তক্ষেপ করেন নাই, ভ্রাতুষ্পুত্রগণ সাবালক হইলে, ঐ অর্থের কথা অবগত করাইয়া, তাঁহাদের হস্তে উহা অর্পণ করেন।

প্যারীবাবুর জননীর জীবিতাবস্থায়, তাঁহার অগ্রজ পার্ব্বতীবাবু ও অনুজ রামচন্দ্রবাবু লোকান্তরিত হওয়াতে তাঁহাদের পুত্রগণের, আইনানুসারে, প্যারীবাবুর মাতামহের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পাছে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ঐ সম্পত্তির অংশলাভ হইতে বঞ্চিত হয়েন, তাহার প্রতিবিধানের জন্য তিনি এক দানপত্র প্রস্তুত করিয়া নিজের অংশ হইতে ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রাপ্য অংশ দান করেন, ও তাঁহার অপর ভ্রাতা প্রসন্নবাবুকে দিয়াও সেইরূপ দানপত্র লিখাইয়া লয়েন।

প্যারীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রগণ (গোপালবাবু ও ভুবনবাবু) উপার্জ্জনক্ষম হইলে, সাংসারিক আনুকূল্যার্থে প্যারীবাবুকে যাহা কিছু অর্থ সমর্পণ করিতেন, প্যারীবাবু সেই অর্থে তাঁহাদেরই নামে কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া, অথবা তাঁহাদের পত্নীর অঙ্গাভরণ প্রস্তুত করাইয়া প্রকারান্তরে ঐ অর্থ তাঁহাদেরই প্রত্যর্পণ করিতেন।

প্যারীবাবুর সত্যের প্রতি অনুরাগ এত অধিক ছিল যে অতি সামান্য সত্যপ্রিয়তা। বিষয়েও তিনি সত্যের অপলাপ বা ব্যতিক্রম ভাল বাসিতেন না। তিনি মাদকনিবারিণী সভার কার্য্যবিবরণে বক্তাগণের বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়া, তাহার সারাংশ লিপিবদ্ধ করিতেন। কিন্তু উহারও পাণ্ডুলিপি বক্তাগণের নিকট প্রেরণ করিয়া সংশোধন করিয়া লইতেন। তাঁহার যেরূপ অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, তাহাতে ভ্রম প্রমাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তত্রাপি বক্তা নিজে উহা ঠিক্ হইয়াছে না বলিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার বন্ধু স্বর্গীয় জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়কে উক্ত মর্ম্মে লিখিত একখানি পত্র ও তাহার উত্তর উদ্ধৃত

হইল। * তিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, এবং ছাত্র ও পরিবারস্থ বালকবালিকাগণের মনে সত্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিতে সতত চেষ্টা করিতেন—সত্যবাদিতার পুরস্কার দিতেন। প্যারীবাবুর স্বহস্তেলিখিত একখানি পারিতোষিক পত্রের প্রতিকৃতি পরপৃষ্ঠায় এবং উহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"শ্রীমান যোগেন্দ্র নাথ সরকারকে একখানি শতকরা ৫ টাকা সুদের পাঁচশত টাকার কোম্পানির কাগজ, তাহার সত্যবাদিতার পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হইল। আশা রহিল ইহা তাহার ঐশ্বর্য্যের ভিত্তিস্বরূপ হইবে।

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।

২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।"

এই পারিতোষিক দানের ঘটনা এইরূপ : সেই বৎসর ভারতের তৎকালীন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট সার্ ষ্টাফড নর্থকোট্ (Sir Stafford Northcote) যে বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইবে তাহাকে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর পুত্র উক্ত যোগেন্দ্রবাবু সেই বৎসর হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন এবং ঐ বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরণ করিবার উপযোগী ছাত্র নিরূপণের পরীক্ষায় (Test Examination) সর্ব্বপ্রথম হয়েন। হেয়ার স্কুলের ছাত্রই তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিত, সুতরাং ঐ বিদ্যালয়ের

* "My dear Shumbhoo Nath,

"Please look into the accompanying draft of the proceedings of last meeting. Have I given a correct and full summary of your speech?

Yours Sincerely
Peary Churn Sircar."

28-5-65

To Hon'ble Shumbhoo Nath Pundit

"More than correct. Omit only few lines marked.

S. N. B."

To Jogendra Nath
Sircar

A Govt Promy note
5 percent for Rs 500/-
as a reward for his
truthfulness —
It is hoped this will be
the corner stone of
his fortune —

Peary Chand Sen
25 Septr 1869

প্যারীচরণের ইংরাজি হস্তাক্ষর

সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক যোগেন্দ্রবাবুর উক্ত ষ্টাফর্ড-পারিতোষিক লাভের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী নিয়ম ছিল যে, ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক ছাত্রকে এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষা দানের অধিকার দেওয়া হইবে না। যোগেন্দ্র বাবু পরীক্ষার্থীগণের আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করিতে গিয়া দেখেন যে উহাতে সহি করিলে তাঁহার স্বীকার করা হইবে যে পরবর্ত্তী ৩১শে মার্চ তারিখে তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়স সম্পূর্ণ হইবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আরও প্রায় তিন মাস গত হইলে তিনি ঐ বয়স প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং সেই আবেদন পত্রে সহি করিলে অসত্য কথা বলা হইবে বিবেচনা করিয়া যোগেন্দ্রবাবু হেয়ারস্কুলের তদানীন্তন হেডমাষ্টার গিরিশচন্দ্র দেব ও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাটক্লিফ্ সাহেবের বহু অনুরোধ এবং আপনার জীবনের অনেক আশা ভঙ্গ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উহাতে সহি করিলেন না। প্যারীবাবু উক্ত ঘটনা সবিশেষ অবগত হইয়া পুত্রের সত্যনিষ্ঠার সেই কঠোর পরীক্ষার পারিতোষিক স্বরূপ এবং তাঁহার দারুণ নৈরাশ্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিবার আশায় তাঁহাকে ঐ পাঁচশত টাকা অর্পণ করেন।

করুণা

প্যারীচরণ নিরতিশয় করুণহৃদয় ছিলেন, একথা একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তিকে তিনি সমাজের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিতেন, যাহাদের কোনরূপ প্রশ্রয় দান করা নীতি বিগর্হিত বলিয়া তিনি উপদেশ দিতেন, তাহারাও প্যারী-চরণের নিকট করুণা ভিক্ষা করিলে বঞ্চিত হইত না। প্যারীচরণের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনমোহন বাবু মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি আরম্ভ করিলে, একদিন একটী পীড়িতা পতিতা স্ত্রীলোকের চিকিৎসার জন্য তিনি আহূত হয়েন। বারবণিতাদয়ের

সংস্পর্শমাত্র দূষণীয়, খুল্লতাতের এই শিক্ষা ভুবন বাবুর হৃদয়ে বাল্যকাল হইতে বদ্ধমূল ছিল, সুতরাং তিনি এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিবার পূর্ব্বে একবার খুল্লতাতের আদেশ প্রার্থনা করিতে যাইলেন। প্যারীবাবু ক্ষণেকের জন্য বিমনা হইয়া তরুণবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন "যখন ও ব্যক্তি পীড়িত হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য তোমার শরণ নিয়েছে তখন তোমায় যেতে হবে।"

পরিজন সেবা।

পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের উপর প্যারীবাবুর অশেষ স্নেহ ও যত্ন অহরহঃ প্রকাশ পাইত। তিনি প্রাতে ও বৈকালে বাটীর যত শিশুগুলিকে লইয়া বহির্বাটীতে বসিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন অথচ নিজে লেখা পড়া বা শিক্ষাদান কার্য্য করিতেন। ঐ শিশুগুলির কেহবা তাঁহার পৃষ্ঠে কেহবা ক্রোড়ে আশ্রয় পাইত কেহবা নিকটে ক্রীড়া করিত। তাঁহার কোনও স্নেহভাজন সুহৃদ তাঁহাকে শিশুগুলি বিরক্ত করিতেছে এইরূপ বোধে চোরবাগানের বাটীতে অবস্থান কালে তাহাদের অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিবার কথা বলিলে, তিনি বলেন—যে বাটীর বধূ ও কন্যাগণকে একটু নিস্কৃতি দিবার জন্যই ঐশিশুগুলিকে লইয়া তিনি বাহিরে বসেন ও যতক্ষণ পারেন তাহাদের বাহিরে রাখেন। প্যারীবাবু শিশু ও বালকগণের সাহচর্য্য বড়ই ভাল বাসিতেন।

পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে, যতক্ষণ না পীড়িত ব্যক্তি নিরাময় হইত ততক্ষণ তিনি যেন অস্থির হইয়া থাকিতেন, সতত পীড়িতের তত্ত্বাবধান করিতেন। কোন দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্বের পীড়ার কথা শুনিলে, তিনি নিজ অর্থে তাহার চিকিৎসা ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং প্রত্যহ তাহার তত্ত্ব লইতেন, এবং অনুচর বর্গেরা পীড়িত হইলে, তিনি পুত্রকন্যার মত তাহাদের যত্ন চিকিৎসা ও শুশ্রূষার

উপায় বিধান করিতেন। পরিচারক পরিচারিকাগণের প্রতি তিনি কিরূপ সযত্ন ব্যবহার করিতেন সে কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি তিনিই প্যারীবাবুর যত্নের সুখ্যাতি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না। তাঁহার যুবাবয়সের পরিচারকগণের মুখেও যে কথা আর শেষাবস্থায় অনুচর বর্গের মুখেও সেই একই কথা 'অমন মনিব আর হবে না।' তাঁহার জনৈক প্রাচীনবয়স্ক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্যারীবাবু তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন একথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার কণ্ঠ ভক্তিগদগদ হইয়া আসিল, তিনি অতিমাত্র বিচলিত হইয়া বলিলেন 'সে কথা আর কি বলব মশায়! বাবু মারা যাওয়া অবধি আর কোথাও কর্ম্ম করিতে পারলুম না, সে রকম মনিব আর জন্মাবে না!' প্যারীবাবুর বাড়িতে অনেক চাকর কর্ম্ম করিয়া বৃদ্ধবয়স প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অনুচরবর্গের প্রতি বিশ্বাস

অনুচরবর্গের উপর প্যারীবাবুর বাল্যসরল বিশ্বাস ছিল। বার টাকা বেতনের সরকার, পুস্তকবিক্রেতা পদ্মনাথের দোকান, স্কুলবুক সোসাইটী প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁহার জন্য এককালীন তিন চারি সহস্র টাকা লইয়া আসিত। সংসার ঠিক তাঁহার মত সরল পথে চলে না, সেইজন্য তিনি মধ্যে মধ্যে এই বিশ্বাসের বিনিময়ে প্রবঞ্চনা ও অকৃতজ্ঞতা পাইতেন। কালীচরণ সরকার নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয় কর্ম্মচারী ও বিশেষ স্নেহপাত্র এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র হইতে তাঁহারই ফার্ষ্ট বুকাদি পুস্তক ছাপাইয়া গোপনে বিক্রয় করিয়া বহুসহস্র টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিল, আর একজন নীচপ্রবৃত্তি ব্রাহ্মণকর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষপীড়িত অভাগাগণের জন্য সংগৃহীত বা ভিক্ষালব্ধ চাঁদার পয়সা হইতে প্রত্যহ

৪।৫ টাকা অপহরণ করিয়া প্যারীবাবুর বিশ্বাস-প্রবণতায় দারুণ আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তত্রাচ প্যারীবাবু, দুই একজনের দোষের জন্য, তাঁহার হৃদয়ের সেই দেবভাবকে আবিল হইতে দেন নাই, তিনি আজীবন ভৃত্যবর্গকে অনন্ত বিশ্বাস করিতেন।

মাতৃভক্তি

প্যারীচরণ জননীকে প্রত্যক্ষদেবতা জ্ঞান করিতেন এবং তাঁহার মাতৃপূজা কথার কথা নহে, উহা প্রকৃতই জীবনব্যাপী প্রেমভক্তিপূর্ণ ঐকান্তিক সাধনা। জননীর প্রতি ভালবাসা শৈশব হইতে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমান আবেগে প্যারীচরণের হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ ভক্তিভরে জননীর পাদোদক পান করিতেন। মাতৃপূজার এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে প্যারীচরণ বলিতেন যে, দিবসের মধ্যে বারেকও জননীকে স্মরণ করা উচিত, এবং আহ্নিক পূজা বা ঈশ্বরোপাসনার ন্যায় জননীকে স্মরণ করিবার একটী নির্দ্ধারিত সময় না থাকিলে সংসারের নানাকাজে কোন কোন দিন জননীর কথা মনে না পড়িতেও পারে। কিন্তু এরূপ বিস্মৃতিকে প্যারীচরণ দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন, সেইজন্য তাঁহার অনুরোধে তাঁহার প্রসূতি একটী ক্ষুদ্র বাটীতে চরণাঙ্গুষ্ঠ স্পৃষ্ট করিয়া একটু জল রাখিতেন এবং প্রত্যহ প্রাতরাশের পূর্ব্বে তিনি উহা পান করিতেন। প্যারীবাবুর জননী আরাধ্যা হইবার মতনই স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার মত রূপগুণবতী, সুবুদ্ধিমতী, ধীরা ও স্নেহশীলা রমণী সচরাচর দেখা যায় না একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কেবল সাংসারিক বিষয়ে নহে, জীবনের অনেক গুরুতর সমস্যাস্থলে প্যারীচরণ জননীর চরণপ্রান্তে আসিয়া সুপরামর্শ ও উপদেশ প্রার্থনা করিতেন। যখন ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজকে সুরাস্বৈরিণীর মোহজালে নিরয় গমনোন্মুখ দেখিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্যারীবাবু অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত ও ব্যাকুল

হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন সর্ব্বদাই জননীর নিকট আসিয়া তিনি সংশয়-কাতর হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেন,—তৎকালে জননীর সহানুভূতি ও উৎসাহপূর্ণ বাক্যেই তিনি মদ্যপান-বিরোধী সময়ের প্রথম বাধা অতিক্রম করেন। ভাগ্যদোষে প্যারীবাবুর জননী উপযুক্ত পুত্র ও কন্যার অকাল-বিয়োগ-শোক ক্রমান্বয়ে ভোগ করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি প্যারীবাবুর স্নেহ ও যত্ন যেন বয়সের সহিত উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মাতার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য প্যারীবাবু সতত সচেষ্ট থাকিতেন, এবং মাতৃসেবাকে তিনি ইহজীবনের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

অমায়িকতা ও চরিত্রগৌরব

প্যারীচরণের সকল গুণই তাঁহার স্বভাবসুন্দর অমায়িক ব্যবহারে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তাঁহার করুণ-দৃষ্টি-পূর্ণ সৌম্য-মূর্ত্তির কেমন একটু আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁহার শৈশব-সরল ব্যবহারে কেমন একটু বশীকরণ মন্ত্র ছিল, তাঁহার সহাস্য-বদন-নিঃসৃত মধুভাষিতায় কি এক প্রীতিময় মোহ ছিল যাহা নীরসতম হৃদয়কেও দ্রব করিত, যাহা স্বতঃই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার উদ্রেক করিত। তাঁহার স্বভাবের এই জাজ্জ্বল্যমান সৌন্দর্য্য কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় কি বয়োজ্যেষ্ঠ কি বয়ঃকনিষ্ঠ সকল লোককেই মোহিত করিত। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ফিয়ার সাহেব প্যারীবাবুকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন :—

প্যারীবাবুর চোরবাগানের বাটীর পার্শ্বের বাটীতে অন্নদাপ্রসাদ বসু নামক একজন নিরীহ বাতুল বাস করিতেন। ঐ বাতুলের কিছু বিষয়সম্পত্তি ছিল, উহা অপহরণ করিবার মানসে ঐ সম্পত্তির অপরাপর অংশীদারগণ, তাহাকে দিয়া একখানি দলিল লিখাইয়া লয়। ঐ বাতু-

লের স্বপক্ষ আত্মীয়েরা উক্ত প্রতারণার কথা অবগত হইয়া হাইকোর্টে এক মকর্দ্দমা উপস্থিত করেন, এবং প্যারীবাবু ঐ বাতুলের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনবাবুর সমভিব্যাহারে স্বেচ্ছায় ঐ মকর্দ্দমায় সাক্ষ্যদান করিতে গমন করেন। জজ ফিয়ার সাহেবের নিকট বিচার হয়, বিপক্ষপক্ষে সে সময়ের সুপ্রথিত নামা ব্যারিষ্টার উড্‌সাহেব নিযুক্ত ছিলেন। উড্‌সাহেব প্যারীবাবু ও ভুবনবাবুকে দিয়া বলাইতে চেষ্টা করেন যে বাদী বাতুল হইলেও মধ্যে মধ্যে তাহার মানসিক বিকার একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং ঐরূপ কোনও এক সজ্ঞান মুহূর্ত্তে, সে দলিল লিখিয়া দিয়াছে। কিন্তু জেরাতেও প্যারীবাবু বা ভুবনবাবু ব্যারিষ্টার মহাশয়ের ঐ অনুমান সম্ভব বলিয়া স্বীকার না করাতে, উড্‌সাহেব জজকে এইভাবে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, যে তাঁহারা বাদীর প্রতিবাসী এবং বিনা সপিনায় সাক্ষ্য দিতে আসাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে তাঁহারা নিরপেক্ষ নহেন, বাদীর মকর্দ্দমায় তাঁহাদের স্বার্থ আছে, অতএব তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু শেষোক্ত কথা উড্‌সাহেবের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতে না হইতে, ফিয়ার সাহেব বিচারাসন হইতে তীব্রকণ্ঠে উড্‌সাহেবের বক্তৃতায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "I wish you to understand Mr. Wood, that I do not know two more honourable gentlemen in Calcutta." "মিষ্টার উড্, আপনি জানিবেন যে আমি এই সাক্ষীদ্বয়ের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানার্হ ভদ্রলোক কলিকাতায় আর কাহাকেও জানি না।"

প্যারীবাবু সুন্দর স্বভাব এবং চরিত্র-গৌরবের জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ দেশের শিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আদর ও পূজা পাইতেন। পরলোকগত ডেপুটী বাবু কালীচরণ ঘোষ

তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত রচনায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট দেশহিতৈষিগণের প্রসঙ্গে প্যারীবাবুর নামোল্লেখ হইলে রামতনুবাবু বলিয়াছিলেন "Babu Peary Churn Sircar led an exemplary life, did immense good to his country and died venerated by *all.*" "প্যারীচরণ সরকার আদর্শ জীবনযাপন করিয়াছিলেন, দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন, এবং সকল লোকেরই ভক্তিঅর্জ্জন করিয়া লোকান্তরিত হয়েন।"

বয়ঃকনিষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাবান পরলোকগত জজ দ্বারকানাথ মিত্র প্রায়ই প্যারীবাবুর বাটীতে আসিয়া তাঁহার সাহচর্য্য প্রার্থনা করিতেন, বাগ্মীবর ৺ কৃষ্ণদাস পালের প্যারী বাবুর উপর ভক্তির অবধি ছিল না। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্যারী বাবুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন এবং নানা বিষয়ে প্যারীবাবুর নিকট উৎসাহ পাইতেন।

প্যারীবাবুর বাল্যকাল হইতে যৌবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত এক বাটীতে বসবাস করিয়া তাঁহার স্বভাবচরিত্র অতি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এমন একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া মহিলা বলেন যে প্যারীবাবুর চরিত্রে কোনরূপ ইন্দ্রিয়বিকার বা কলঙ্কের সংস্পর্শমাত্র কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই। কোনরূপ অপবাদ কখনও তাঁহার পবিত্র নামের শুভ্রসৌন্দর্য্য ম্লান করিবার সুযোগ পায় নাই। প্যারী-বাবুর চরিত্র বাল্যকৈশোরযৌবনে শৈশবসুলভ বিমল সুষমায় বিভূষিত ছিল, এবং পরবর্ত্তী বয়সে দেবতার সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে,—মলিন মৃত্তিকার সামান্যতম আবিলতা প্যারীচরণের

পবিত্রতা

চরিত্রে বিন্দুমাত্র লক্ষিত হইত না। বিধাতা যে স্বর্গীয় উপাদানে গঠন করিয়া, যে বৈকুণ্ঠস্মৃতিতে হৃদয় পরিপূরিত করিয়া, প্যারীচরণকে কঠোর জগতে প্রেরণ করিয়াছিলেন মর্ত্তাবাস শেষ হইলে, ঠিক সেই পূত-অবস্থাতেই তাঁহাকে ক্রোড়ে ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃভাষা সেবায়।

প্যারীচরণ পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও ইংরাজি রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেও, দেশীয় দীনসাহিত্যের উন্নতিসাধনে অমনোযোগী ছিলেন না, প্রত্যুত তিনি যে পরিমাণে মাতৃভাষা সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমসাময়িক ইংরাজি শিক্ষিতগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সেরূপ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষায় কোন পুস্তক প্রণয়ন করিয়া যান নাই কিন্তু তিনি বঙ্গীয় পত্রসমূহে বহুতর সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ রচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সে রচনাবলী এক্ষণে অতীতের অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে এ কথা সত্য, কিন্তু সেগুলি যে নিষ্ফল হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না।

যে সময়ে সাধারণতঃ ইংরাজি-শিক্ষিতগণের দীন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপাদৃষ্টি ছিল না বলিলেই হয়, যখন শিক্ষিতসমাজে বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী-ধারণ পণ্ডশ্রম বা লজ্জাকর বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই নবীন জাতীয় সাহিত্যের দুর্দ্দিনে প্যারীচরণ ইংরাজি-শিক্ষিত সমাজের শীর্ষস্থানে থাকিয়া বঙ্গভাষার সৌষ্ঠবসাধনে, ও জাতীয়সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক উদ্যমে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় ১২৭২

সালের শেষভাগে প্যারীবাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা রচনায় তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ও সুলেখকের ঐ অভ্যাস আয়ত্ত করিতে বিলম্ব হয় নাই। আর প্যারীবাবুর মনে ঐ সময়ে একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদিত হয় যে তাঁহাকে বাঙ্গালাভাষায় লিখিতেই হইবে; দেশের ও সমাজের বিবিধ দুরবস্থা তাঁহাকে সেই পথে প্রধাবিত করিয়াছিল। সেই কর্ত্তব্যের প্রেরণায়, সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং পরে কেবল মাত্র ঐ পত্রের সম্পাদকতায় সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ একখানি অল্পমূল্যের মাসিকসাহিত্য প্রকাশিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। এবং ঐ উদ্দেশ্যে প্যারীবাবু সন ১২৭৪ সালে "হিতসাধক" হস্তে বঙ্গীয় মাসিকসাহিত্য-আসরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হিত-সাধকের পূর্ব্বে যে কয়খানি ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্পাদিত পাঠযোগ্য সাহিত্য ও সমাজ বিষয়িণী বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা সংখ্যাসাপেক্ষ—জ্ঞানান্বেষণ, তত্ত্ব-বোধিনী ও বামাবোধিনী তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। চিরস্মরণীয় বঙ্গদর্শনের তখনও আবির্ভাব হয় নাই।

হিতসাধক পত্রের সমাজসংস্কার ও শিক্ষাবিষয়ক বিস্তৃত প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই প্যারীচরণের লেখনীপ্রসূত। বারাসতের মহামনস্বী ৺ কালীকৃষ্ণ মিত্র ও অপর কয়েকটী বন্ধুমাত্র প্যারীচরণের উল্লেখযোগ্য সহযোগী ছিলেন।

হিতসাধক "সাধারণ পাঠোপযোগী প্রবন্ধপ্রকাশক মাসিকপত্র" ছিল, এবং ইহাতে সমাজের হিতকর ও শিক্ষাপ্রদ যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার মধ্যে মাদকসেবন-নিবারণ একটী প্রধান বিষয় বলিয়া

পরিগণিত হইলেও, হিতসাধকে, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য শিল্পাদি আলোচনার আদর ন্যূনতর ছিল না। হিতসাধকে যে সকল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘপরিসর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হইতে কয়েকটীর নামোল্লেখ করিলাম, ইহা হইতে পাঠক উক্ত বিষয় বুঝিতে পারিবেন :—'আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা' (সমাজতত্ত্ব), 'দেশভ্রমণ', 'আসুর বিবাহ—কন্যাবিক্রয়' (সমাজ সংস্কার), 'দৃষ্টান্তের ফল', 'আকবর ও তৎসময়ের ভারতবর্ষের অবস্থা' (ইতিহাস), 'বাঙ্গালাকাব্য—মহাভারত' (কবিজীবনী ও সমালোচনা), 'বিজ্ঞ ও অনুতাপ' (শাস্ত্রীয় পুরাতত্ত্ব) 'জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা,' (নীতি), 'কৃষিবিদ্যা,' 'জন মরে' (জীবনী), 'অন্নদা মঙ্গল' (কাব্য সমালোচনা), 'মাদক সেবন,' 'বিদ্যাশিক্ষা প্রণালী,'—'সুতিকাগার' (চিকিৎসা)। ইহাভিন্ন কবিতা—বিশেষতঃ রমণীগণের রচিত কবিতা—হিতসাধকে অতি যত্নের সহিত স্থান পাইত।

এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকত্ব গ্রহণের কাল হইতে প্যারীচরণের মাতৃভাষায় রচনা আরম্ভ হয় এবং জীবনাবসান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বঙ্গভাষায় রচনার প্রতি অনুরাগ অপ্রতিহত ছিল। তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়া কত যত্ন, দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত ঐ পত্র দুই বৎসরাধিককাল সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং কি কারণে তিনি ঐ পত্রের সম্পাদকপদ ত্যাগ করেন তাহা অন্য পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। তিনি এডুকেশন গেজেট ও হিতসাধক এই উভয় পত্রেই বামাগণের রচনা আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বাগ্দেবীসেবায় উদ্দীপিত করিতেন। এবং তিনি এডুকেশন গেজেটে দেশীয় পুস্তকাবলীর উৎসাহপ্রদ ও সহৃদয়পূর্ণ সমালোচনা দ্বারা নবীন সাহিত্যব্রতীগণের মাতৃভাষাসেবায় আগ্রহ পরিবর্দ্ধিত করিতেন।

তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প সকল বিষয়েই পণ্ডিত ছিলেন সুতরাং তাঁহার সমালোচনা সকল যে অতি মূল্যবান হইত সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নবীন লেখকগণের ভ্রম প্রদর্শন করিতেন এবং সংশোধনের উপদেশ দিতেন, কিন্তু তাঁহার সমালোচনায় তীব্রতার লেশমাত্র থাকিত না, সর্ব্বত্রই সহৃদয়তা ফুটিয়া উঠিত। সাহিত্যের মধ্যে আবর্জ্জনা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তিনি নবীন সাহিত্যের শৈশবকালে নির্দ্দয়হস্তে সম্মার্জ্জনী চালনা, সমীচান বলিয়া বোধ করিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক অমায়িকতা ও দয়া তাঁহার সমালোচনায় স্বতঃই প্রকাশিত হইত। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু ও শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন প্যারীচরণ হিতসাধক পত্রের প্রচার বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—এবং এই কারণের সহিত যে হিতসাধকের অকালমৃত্যুর আর একটী কারণ বিদ্যমান ছিল তাহারও আভাস পাওয়া যায়—যে কারণে "অবোধবন্ধু" ও "বঙ্গদর্শন" হইতে আরম্ভ করিয়া গণনাতীত পরবর্ত্তী বঙ্গীয় মাসিক, পাক্ষিকও সাপ্তাহিক পত্র সমূহ লোকচক্ষুর অন্তরালে গমন করিয়াছিল, ইহাও সেই কারণ—বঙ্গীয় পাঠকের অভাব ও অনাদর। প্যারীচরণের নিজের কথায় তখন—

"সুশিক্ষিতেরা সহস্র সহস্র ইংরাজি পুস্তক পাঠ করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় একখানি পত্র পড়িতে হইলে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি কেবল দোকানদার এবং স্ত্রীলোকদিগেরই পাঠ্য বিবেচনা করা হয়, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য মহাশয়দিগের উহা অস্পর্শীয়।'

কিন্তু নিজ সুদৃষ্টান্তে বয়ঃকনিষ্ঠ ইংরাজিনবিশদিগের মানসে

---

* হিতসাধক, ১২৭৪, চৈত্র সংখ্যায় "আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা" শীর্ষক প্রবন্ধ।

মাতৃভাষাসেবার চিকীর্ষা জাগরিত করিবার চেষ্টা প্যারীচরণ জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে পরিপোষণ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ছয়মাস পূর্ব্বে বঙ্গীয় ১২৮২ সালের বৈশাখ মাসে প্যারীচরণের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন সরকার "বঙ্গমহিলা" নামক একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। প্যারীচরণ ঐ পত্রিকার একজন প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন, এবং তাঁহার জীবন-প্রদোষের রচনা-নিচয় ঐ পত্রিকারই গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল।

প্যারীচরণের বঙ্গভাষা সরল মধুর ও সুমার্জ্জিত ছিল এবং সর্ব্বত্র গম্ভীর সংযত ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাবসম্পদে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিত। প্যারীচরণের রচনা তাঁহার প্রকৃতির ছায়া স্বরূপ, উহা ধীরচরণে বিনাড়ম্বরে, পরহিত সাধনে ও অজ্ঞান তিমিরাপসারণে নিয়ত উন্মুখ। তাঁহার লেখনী প্রসূত কোনও প্রবন্ধ পূর্ণ কলেবরে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, কেবল তদীয় ভাষার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিপূর্ব্বে এডুকেশন গেজেট হইতে রেলওয়ে দুর্ঘটনা বিষয়ক একটী বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছি এস্থলে "হিতসাধক" ও "বঙ্গমহিলা" হইতে দুইটী প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিলাম :—

"দেশ ভ্রমণ।

"দেশভ্রমণে যে মনুষ্যেরা স্বাভাবিক অনুরক্তএবং উহাদ্বারা যে মনুষ্যের অশেষ উপকার দর্শে, বোধ হয় তৎপক্ষে প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। নূতন নূতন দ্রব্য দেখিতে, এবং নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জন করিতে, মনুষ্য স্বভাবতঃ অত্যন্ত ইচ্ছুক। স্ত্রী ও পুরুষ, বালক যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই নূতন নূতন স্থানে যাইতে ও নূতন বস্তু দর্শন করিতে অত্যন্ত উৎসুক, এবং এই ইচ্ছা সফল করিতে পারিলে আন্তরিক আনন্দ অনুভব করে। আনন্দ ব্যতীত, দেশভ্রমণে আরও অনেকানেক

ইষ্ট সাধিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধির ইহা একটী প্রধান উপায়। স্বভাবের বা শিল্পনৈপুণ্যের অত্যল্প অংশমাত্র এক দেশে অবলোকন করা যায়। এক স্থানে পর্ব্বতশ্রেণীর গম্ভীর মূর্ত্তি অপর স্থানে বেগবতী নদীর তর্জ্জনগর্জ্জন, কোন প্রদেশে বিস্তৃত তৃণাবৃত মাঠের নয়নতৃপ্তিকর শোভা, অপর প্রদেশে মনোহর উদ্যানের ফলফুলের চমৎকার রূপ ইত্যাদি মনোরম এক এক প্রকার দৃশ্য এক এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন দিকে অপার মহাসাগরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য অপরদিকে বিস্ময়জনক মহাবিস্তীর্ণ মরুভূমি, কোন দেশে বৃহদাকার ও নানাপ্রকার ভয়ানক হিংস্রজন্তু, অপর দেশে নানা রঙ্গে চিত্রিত শিল্পনৈপুণ্যের ভূরি ভূরি অত্যাশ্চর্য্য বস্তু, অপর রাজ্যে শাস্ত্রালোচনা এবং জ্ঞানোপার্জ্জনের অসাধারণ ফল ইত্যাদি স্বাভাবিক ও কৃত্রিম ভিন্ন ভিন্ন চমৎকার বিষয় দেখিলে ও শুনিলে যে কত পরিমাণে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা বলা যায় না। অন্যান্য জাতির আচারব্যবহার রাজনীতি, ধর্ম্মাচরণ, শিল্পনৈপুণ্য, সামাজিক নিয়ম, বৈষয়িক প্রথা দেখিয়া ঐ সকলের সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভ্রান্তি দূর ও নূতন বোধের উদয় অনায়াসেই হয়। কোন প্রকার বস্তু একভাবে একস্থল হইতে বহুকাল দর্শন করিলে তদ্বিষয়ে আমাদের একপ্রকার সংস্কার জন্মে, কিন্তু সেই বস্তু অন্যান্য স্থল হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখিতে পাইলে উহার প্রকৃত অবস্থা নয়নগোচর হয় এবং তৎসম্বন্ধে কোন কুসংস্কার থাকিতে পারে না। অপরাপর জাতির দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা অনেকানেক মহৎকার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে দীক্ষিত হইতে পারি। চরিত্র সংশোধনের ও সমাজ সংস্করণের অনেক উপায় লক্ষ্য করিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির বাণিজ্য নিয়ম, ও নানাবিধ দ্রব্যের উৎপাদনকৌশল অবগত হইয়া আমরা অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি। বহুবিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া আমরা আপনাদের এবং দেশের অবস্থাকে উন্নত ও সুখজনক করিতে সমর্থ হই, এবং জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি।

"দেশভ্রমণে দেহের ও মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে, উভয়ের জড়তার নাশ এবং নূতন শক্তির আবির্ভাব ও পুরাতনের মার্জ্জনা হয়। ইহাদ্বারা মনুষ্যকীর্ত্তির প্রকৃত পরিচয় এবং ঈশ্বরের গৌরবের উপযুক্ত চিহ্ন লাভ হয়। বহুকাল নানা প্রকার পুস্তক পাঠ করিয়া জগতের সাংসারিক বিষয়ের জ্ঞান যে পরিমাণে লাভ করা যায় তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান অত্যল্পকাল মধ্যে দেশভ্রমণ দ্বারা উপার্জ্জিত হয়। নানা দেশীয় নানা জাতীয় ব্যক্তির

সহিত আলাপ ও প্রণয় করিয়া মানবজাতির প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হয়। স্বার্থপরতা খর্ব্ব হইয়া আইসে এবং মনের ঔদার্য্য হয়।" হিতসাধক, ভাদ্র, ১২৭৫ সাল।

"স্ত্রী শিক্ষা।

"স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রীগণের অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন ও পুরুষদিগের সমাজে উপস্থিত থাকা, এবম্প্রকার প্রথা যে পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ না থাকিলেও, স্বভাবের অকৃত্রিম ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলে এমন কথনই বিশ্বাস হয় না যে, কোন অনৈসর্গিক কারণ ব্যতীত, বামাগণকে পিঞ্জরের পক্ষীর ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে বদ্ধ রাখা এবং তাহাদিগকে জ্ঞানালোক হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করা কুপ্রথাদ্বয়, কখন কোন দেশে অবলম্বিত হইতে পারিত। কন্যা ও পুত্র উভয়ের প্রতি পিতা মাতার সমান স্নেহ থাকা স্বভাবসিদ্ধ; এবং পুত্রের প্রতি তাঁহাদিগের যে যে স্নেহকার্য্য কর্ত্তব্য, কন্যার প্রতিও তদ্রূপ আচরণ সমতুল্য রূপে যুক্তিযুক্ত। এইমাত্র বিভিন্নতা সম্ভব যে, সন্তান লালন পালন, পরিজনের সুখ সচ্ছন্দ বর্দ্ধন প্রভৃতি যে সমুদায় কোমলতা ও স্নেহের কার্য্য স্ত্রীজাতির বিশেষ কর্ত্তব্য, এবং বলবীর্য্য ও কঠিন শ্রমসাধ্য যে সমস্ত কর্ম্ম পুরুষজাতির বিশেষরূপে করণীয় তদ্বিষয়ে বালক ও বালিকাগণের শিক্ষার বিভিন্নতা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস মনোবৃত্তির উৎকর্ষণ; প্রবৃত্তি সমূহের সংস্করণ, ধর্ম্মানুরাগ সংস্থাপন, রিপুদলের শাসন, এবং অবস্থান্তর্গত সম্যক ব্যাপারের যথোচিত অনুধাবন, মীমাংসা, ও সম্পন্নকরণ ক্ষমতার্জ্জন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য উভয়জাতির পক্ষে সমতুল্যরূপে কর্ত্তব্য এবং এই সমস্ত বিষয়ের চর্চ্চা উভয় জাতির শিক্ষাপ্রণালীর সমান উদ্দেশ্য। কথিত সকল বিষয়েই পুত্র ও কন্যা উভয়বিধ সন্তানকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাপ্রদান করা যে পিতামাতার প্রধান সঙ্কল্প, তাহা স্বভাবের নিয়ম অথবা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। * * * * ফলতঃ, বামাগণের সুশিক্ষার উপর পুরুষদিগের উন্নতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। মাতার কোমল হৃদয় হইতে এবং স্নেহপূর্ণ মধুর বচন দ্বারা পুত্রের সুশিক্ষা যতদূর সম্পাদিত হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। মাতা সুশীলা ধার্ম্মিকা ও জ্ঞানযুক্তা হইলে, পুত্র কন্যার সচ্চরিত্রতার পক্ষে যেমন

সুবিধা হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। স্বামীর চরিত্রদোষ সংশোধনার্থ প্রিয়ংভাষিণী ও কোমলস্বভাবা স্ত্রীর যত্ন যেরূপ সফল হইবার সম্ভবনা এমন আর কিছুই হইতে পারে না। * * * স্ত্রীজাতি দ্বারা যে পুরুষ সমাজ সংস্কৃত হয়, তাহা সকল সভ্যদেশের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে এবং এদেশেও যে স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা হইলে পুরুষদিগের চরিত্র সংশোধিত হইবে তৎপ্রতি বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অতএব স্ত্রীশিক্ষা সুপ্রণালী মতে সম্পন্ন করিতে পারিলে কেবল বামাগণের নহে পুরুদিগেরও মহোপকার সাধিত হইবে।" বঙ্গমহিলা, ভাদ্র, ১২৮২।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মবিশ্বাসে।

প্যারীচরণ একজন একান্ত ঈশ্বরপরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। জগদীশ্বরের অনন্ত করুণায়, সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও সর্ব্বমঙ্গলময়তায় তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। এ সকল কথা তাঁহার রচনা নিচয়ে, ও মৌখিক উক্তিতে নিয়ত প্রকাশ পাইত, এবং তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য এই বিশ্বাসের সপক্ষে সাক্ষ্যদান করে। কিন্তু প্যারীবাবুর ধর্ম্মার্চ্চনার জন্য কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। তিনি আহ্নিক পূজা বা প্রার্থনা অপেক্ষা পরহিতসাধনাকে ঈশ্বর সেবার প্রকৃষ্টতর উপায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। "তস্মিন প্রীতি স্তৎপ্রিয় কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসন মেব" (পরমেশ্বরে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা), এই বাক্যের সার্থকতা তিনি বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেন। একদিন প্রাতে প্যারীবাবু তদীয় দ্বারদেশে আগত কতকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ ও আতুরগণকে নিত্য প্রথামত অর্থ দানের সময় নিকটে কোন বালককে না দেখিয়া (বাটীর কোন বালকের দ্বারাই

তিনি সাধারণতঃ ঐ অর্থ দান করিতেন) তৎকালে প্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুষ্পুত্র ভুবনবাবুর হস্তে তাহাদের দেয় অর্থ প্রেরণ করিবার সময় তাঁহাকে উপদেশ দেন "প্রেয়ার ট্রেয়ার যাই কর, যদি এই করতে পার তবেই প্রেয়ার ঠিক্ হবে।" কিন্তু প্যারীচরণ যে প্রার্থনা করিতেন না, বা উহার সার্থকতা মানিতেন না এরূপ নহে। উপসনায় মনে শান্তি, বল, আনন্দ ও পবিত্রভাব আনয়ন করে ইহা তিনি স্বীকার করিতেন, এবং যোগবল ও প্রার্থনা পার্থিব মঙ্গল বিধান কার্য্যেও উপকারী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল; প্যারীবাবুর থিয়জফীতে আস্থা ছিল, তিনি কামনার ক্ষমতা (Will Force) মানিতেন, এবং নিভৃতে উপাসনার আশ্রয় লইতেন। শেষ জীবনে একদিন, তদীয় পরমবন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের পীড়াকাতর অবস্থায় প্যারীবাবু তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন "তোমার আরোগ্যের জন্য আমরা এত প্রার্থনা কর্‌ছি এর কি কোন ফল হবে না?"

প্যারীচরণের অবিচল ও গভীর ঈশ্বর নিষ্ঠা স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িত, স্নেহাস্পদগণের মনে যাহাতে করুণাময় পরমেশ্বরই সকল মঙ্গলের নিদান এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিতেন। একদা কোন কথা প্রসঙ্গে তিনি ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে ভুবন বাবুকে নিম্নোক্ত উপদেশ বাক্যটী সতত স্মরণ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন— "Whatever good comes to you, think that it comes from Him."—সংসারে যাহা কিছু সুখ শান্তি পাইবে, মনে রাখিও জগদীশ্বরই তোমাকে উহা দিয়াছেন।

প্যারীবাবু একেশ্বরবাদী হিন্দু ছিলেন। তিনি কোনও নবধর্ম্ম সম্প্রদায়ে যোগদান করিতেন না। তিনি সেকালের প্রাচীন ব্যক্তি-গণের অচল ও একান্ত ভগবৎপ্রেম ও হিন্দুধর্ম্মে চিরন্তন অন্ধবিশ্বাস

হইতে এ কালের নবধর্ম্মসম্প্রদায়িক গণের যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রকৃত ঈশ্বর-নিষ্ঠা হিসাবে উন্নতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তিনি প্রবীণ হিন্দুগণের পুণ্যার্জ্জনবাসনাসম্পৃক্ত ঈশ্বর-ভীরুতায় যে ধর্ম্মপ্রাণ সরলতা, আন্তরিকতা ও তন্ময়তা দেখিতেন, এ কালের বাক্যকুশল নবধর্ম্মপ্রচারকগণের আচরণে তাহা দেখিতে পাইতেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন। তিনি ভগবৎপ্রেম-মূলক নিষ্কাম কর্ত্তব্যনীতিকে উচ্চতর জ্ঞান করিলেও, পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পরমেশ্বরে প্রেমস্থাপনা এবং তাঁহার অপ্রীতিতে পারত্রিক শাস্তি-ভয় শিক্ষা একান্ত আবশ্যক ও সমাজের পরম মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অন্তরে অপবিত্রতা ও অধার্ম্মিকতা পোষণ করিয়া বাহিরে ধর্ম্মের ভাণকে প্যারীচরণ নাস্তিকতা অপেক্ষা দূষণীয় জ্ঞান করিতেন। প্যারীবাবুর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে পাঠক উপরোক্ত অভিমতগুলির আভাষ পাইবেন :—

"It is deeply to be regretted that the want of this most proper feeling (fear of God) is the characteristic of our age. We have now, it is true, religionists in numbers, and zealous too in the profession of their creeds ; but *religiousness*, in the proper acceptation of the word, characterises a few. One thing we owe to our education—the power of making a splendid demonstration ; but the really valuable quality of *sincere* devotion, the essence of true religiousness, is sadly wanting. Hinduism with all its shortcomings counted millions sincerely attached to it. They had neither the desire of prying into the philosophy of their faith, nor the talent of declaring their opinions in eloquent language. They believed to be true what they had been taught to be so ; and most devotedly adhered to it in private, as well as in public life. Numerous social institutions, based on religion, or supported by its terrors, most effectively controlled their public life, while the morals impressed on their hearts by the precepts of

religious teachers and the practices of their simple fore-fathers, guided them in their private conduct. We do not here mean to imply that the doctrines of Hinduism are all sound, or its institutions all salutary; but this much we are prepared to assert, that the Hindus of earlier times, as many of the aged among them even in the present day are observed to do, felt in their hearts the necessity of acting up to what they professed. But the imperfect education that we have been receiving, has yet but done little to teach us sincerity in our religious professions and to implant in our minds the love of God, and the fear of His disapprobation. We have learnt well enough to talk of these feelings on fitting occasions, but we scarcely own them entwined with our hearts. Various creeds and tenets of religion are now-a-days enunciated in pompous language, argued with philosophical acumen, maintained on specious principles, and broached with the dogmatism of inspiration. Some of them have, indeed, many features of excellence, and if practised with half the earnestness with which they are professed, would no doubt rectify the morals, and ennoble the feelings of their advocates; but unfortunately, their zeal for religion evaporates in the airing of its doctrines, and many of the warm advocates are contented to think they have done enough in the way of religiousness by their bold bearing as religionists. * * *

"We trust our young friends who are storing their minds with knowledge, and cultivating their intellects, with the study of arts and sciences, will learn to love God, and to fear His displeasure. We shall be extremely sorry to see them swell the ranks of hollow religionists. We earnestly hope, *true* religiousness will grow in their hearts, and teach them to walk in the ways of righteousness as humbly and silently as befits the character of sincere worshippers. Godlessness with a show of religion is worse than atheism. Calling on the name of God without feeling His presence in the heart, is worse than blasphemy. It is a mockery of religion, an insult to God!" The Tree of Intemperance, By Prof P. C. Sircar.

প্যারীবাবুর উপরোক্ত ধর্ম্মবিষয়ে অভিমতটী সবিস্তারে উদ্ধৃত করিবার কারণ এই যে, প্যারীবাবু ধর্ম্মবিষয়ে আপনার মতামত ক্বচিৎ প্রকাশ করিতেন। তিনি ওয়েল উইশার পত্রের মুখবন্ধে লিখিয়াছিলেন "Religion is too high for us"—বাস্তবিকই তিনি ধর্ম্মালোচনা বড়ই গুরুতর বিবেচনা করিতেন এবং ধর্ম্মবিষয়ে মতামত সহজে ব্যক্ত করিতেন না। কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রাক্কালে পাঞ্জাব হইতে একজন কৃতবিদ্য ধর্ম্মপ্রচারক ঐ সমাজে যোগদান করিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যে বাটীতে এক্ষণে অ্যালবার্ট হল আছে পটলডাঙ্গায় ঐ বাটীতে একদিন ঘটনাক্রমে তাঁহার প্যারীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকটী সেই নবধর্ম্মের সহিত প্যারীবাবুর সহানুভূতি আছে কি না, এবং ধর্ম্মবিষয়ে আন্দোলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, প্যারীবাবু অনেকক্ষণ ঐ প্রশ্ন এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হওয়াতে তিনি যেন নিষ্কৃতি পাইয়া উক্ত পাঞ্জাবী মহাশয়কে—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া—বলিলেন "ইনি একজন পণ্ডিত লোক, আমার অপেক্ষা ইনি আপনার প্রশ্নের ভালরূপ উত্তর দিতে পারিবেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌতুকচ্ছলে যমালয়ে যাইয়া নিজের ভ্রমের জন্য বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হওয়া উপরন্তু অপর ব্যক্তিগণকে ভ্রমে পাতিত করিবার দায়ী হইয়া তাহাদেরও জন্য বেত্রাঘাত ভোগ করিবার রূপক উপকথাটী বর্ণন করিয়া উক্ত পাঞ্জাবী মহাশয়ের কৌতুহল উপশম করেন।

প্যারীচরণ নিজে একেশ্বরবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মবিশ্বাসের ঘোষণা করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকবর্গের প্রতিমাপূজা নিষ্ঠায় দ্বিধা উৎপাদন করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার বাটীতে

জননী, ভগিনী প্রভৃতি কর্ত্তৃক বহুবিধ পূজা পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হইত। প্যারী-বাবু এই সকল পূজার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন ও উহা যাহাতে যথাবিহিতভাবে নির্ব্বাহ হয় তাহার সুবন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান করিতেন। জননীকে কেবল একটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন, বাটীতে পশু বলিদান হইবে না। প্যারীবাবু যুবাবয়সে আমিষভক্ষণ ত্যাগ করেন তদবধি আমরণ নিরামিষ ভোজী ছিলেন, এবং তাঁহার পশু হত্যার উপর দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল। * এই সকল পূজানুষ্ঠানে মুখ্যভাবে যোগদান না করিলেও জননীর প্রীতির জন্য পরোক্ষভাবে উহাতে যোগ দিতে তাঁহার কোনও আপত্তি ছিল না। প্যারীবাবু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, সেই সময়ে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন তিনি চোরবাগানের বাটীর বাহিরের ঘরে বসিয়া ওয়েল উইশার পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছেন, বাহিরে অনেক লোক বসিয়া আছেন। এমন সময়ে প্যারীবাবুর বাটীর একজন পুরাতন ভৃত্য—পবন—আসিয়া তাঁহাকে বলিল "মা হাতে মাথায় ধূনা পোড়াবেন, তোমাকে কোলে নেবার জন্য ডাক্‌ছেন।" প্যারীবাবু তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে যাইয়া মাতার আদেশ পালন করিলেন। এইরূপ ঘটনা প্যারীবাবুর জীবনাবসান কাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই ঘটিত।

দয়া তিতিক্ষা ক্ষমা বদান্যতাদি যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে আমাদের দেশে লোকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, প্যারীচরণে সেই সকল সদ্‌গুণনিচয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল, প্যারীচরণ লোকান্তর গমন করিলে হিন্দুপেট্রিয়টে লিখিয়া-ছিলেন :—

---

* এই বিষয়ে প্যারীবাবুর হিতসাধক পত্রে ১২৭৪ সালের চৈত্রসংখ্যায় 'জন্তুগণের প্রতি নিষ্ঠুরতা' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

"Those who are in the habit of denouncing the so called Godless system of state of education, will do well to study the moral of the life of this excellent Bengali." *

"যাঁহারা ইংরাজি বিদ্যাশিক্ষা প্রণালীকে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই উৎকৃষ্ট বঙ্গসন্তানের জীবনের নীতি পর্য্যালোচনা করা উচিত।'

* Hindu Patriot, 4th October, 1875.

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বদান্যতায়।

প্যারীচরণের মরলোকবাস এক অবিরত পরদুঃখ মোচনের—দানের কাহিনী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল যে প্যারীবাবুকে "a man of unbounded benevolence" * বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই যথার্থ—প্যারীচরণের দয়া ও বদান্যতার সীমা ছিল না। প্যারীবাবু বলিতেন সকল লোকেরই আপনার উপার্জ্জিত অর্থের ন্যূনকল্পে একপঞ্চমাংশ দান করা উচিত। তিনি নিজে এই অনুপাতের অপেক্ষা অনেক অধিক অর্থ পরার্থে নিয়োজিত করিতেন। এবং এই দানকার্য্য তাঁহার অবস্থার সচ্ছলতা বা অসচ্ছলতার উপর নির্ভর করিত না। যখন তিনি সামান্য বেতন পাইতেন—পারিবারিক ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া অর্থ উদ্বৃত্ত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে নিজে নানারূপ অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইত, তখন হইতেই তিনি দীন ও অক্ষমগণকে নিয়মিতরূপে মাসিক অর্থদান আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারাসতে কর্ম্মকালে এই মাসিকদান আরম্ভ হয়, তৎকালে

* Hindu Patriot, 4th October. 1875.

তিনি মাসিক বেতন পাইলেই অনেকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু ও বৃদ্ধ তাঁহার বাসাবাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং তাহারা সকলেই অর্থ ও পরিধেয় বসন ও শীতকালে গাত্রবস্ত্র প্রাপ্ত হইত। তিনি যেন এই দীন ও আতুরগণের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে নিজ পরিবারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কারণ বারাসত হইতে চলিয়া আসিলেও ইহাদের সহিত প্যারীবাবুর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই দরিদ্র আতুরগণ তাঁহার চোরবাগানের বাটীতে মাসে মাসে আসিত এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে একাদিক্রমে অন্যূন পঞ্চবিংশতি বর্ষ কাল তাঁহার নিকট মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্যারীবাবুর বারাসতের এই ক্ষুদ্র দীনপরিবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উত্তরকালে একটী সুবৃহৎ পরিবারে পরিণত হয়। চোরবাগানের বাটীতে প্রতিদিন প্রাতে একটী ছোট থলিয়া করিয়া টাকা সিকি, দুয়ানী ও পয়সা এবং অন্ততঃ দুইখানি বস্ত্র লইয়া বাহিরে আসিতেন এবং ছেলেদের পাঠশিক্ষা দিতেন ও নিজে লিখিতে বসিতেন। বাহিরে দুইএকটী করিয়া প্রার্থী উপস্থিত হইলেই, তিনি কোনও একটী বালককে দিয়া, অপরাপর বালকের পাঠের কিছুমাত্র ব্যাঘাত না করিয়া, সেই ভিক্ষুকগণের প্রাপ্য অর্থ প্রেরণ করিতেন। হরিতকী বাগানের বাটীতেও ইহারা গমন করিত, তখন ইহাদের সংখ্যা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই মাসিক-দানপ্রাপ্ত দরিদ্রগণ ব্যতীত প্রতি রবিবারে অগণ্য ভিক্ষাজীবী তাঁহার বাটীতে চাউল ও পয়সা প্রাপ্ত হইত।

কিন্তু ভদ্র পরিবারের মধ্যে দানেই প্যারীবাবুর অধিকতর অর্থ ব্যয় হইত। যাঁহারা দ্বারে দ্বারে প্রকাশ্যভাবে ভিক্ষা করিতে অসমর্থ, যাঁহাদের দৈন্য-যাতনা অসহনীয় হইলেও লজ্জা ও মানের খাতিরে নীরবে সহ্য করিতে হয়, তাঁহাদের দুঃখ বিমোচনেই প্যারীবাবুর অর্থ প্রধানতঃ

নিয়োজিত হইত। অনেক নিরুপায় ভদ্র ব্যক্তি, দীন ছাত্র, ও অনাথা ভদ্রবংশীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার অর্থে জীবন যাপন করিত। এতদর্থে তিনি মাসে মাসে নিয়মিত রূপে তিন চারিশত টাকা ব্যয় করিতেন।

আত্মীয় বন্ধু ও পরিচিত ভদ্রবংশীয় অনেক গৃহস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে প্রতিমাসে ৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত বৃত্তি পাইত। কিরূপ স্থলে ঐ বৃত্তি প্রদত্ত হইত তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলাম। রামনারায়ণ কর নামক জনৈক ভদ্রব্যক্তি প্যারীবাবুর অনুজ রামচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে স্থাপনের সময় ঐ কোম্পানির অধীনে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেন। কোন দুষ্ট লোকের ষড়যন্ত্রে তিনি কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হয়েন এবং আজীবন বাতুল অবস্থাতেই তাঁহাকে কালাতিপাত করিতে হয়। প্যারীবাবু তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থার কথা, এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্র ও অপরাপর পোষ্যবর্গের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর নাই শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা দানের ব্যবস্থা করেন, এবং প্রায় বিংশতি বর্ষ কাল নিয়মিতরূপে ঐ অর্থ প্রদান করেন।

তাঁহার বাটীতে সকল সময়েই দুই চারিটী দরিদ্র বালক প্রতিপালিত হইত তিনি তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় বহন করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্যারীবাবু বহুসংখ্যক ছাত্রের বিদ্যালয়ের বেতন, পুস্তকের মূল্য নিয়মিত রূপে প্রদান করিতেন। দুরবস্থ ছাত্রগণের পীড়ার কথা শুনিলে প্যারীবাবু তাহাদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, নিজ অর্থে ডাক্তার লইয়া যাইতেন, ঔষধ ক্রয় করিয়া দিতেন এবং সতত তাহাদের তত্ত্ব লইতেন। যৌবনকালে, যখন তিনি অল্প বেতন পাইতেন

তখন হইতে প্যারীবাবু নিজ করুণহৃদয়ের বশবর্ত্তী হইয়া ছাত্রগণের প্রতি এইরূপ দয়া ও মমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বারাসতে অবস্থান কালে অতি ঘনিষ্ঠসংসর্গে প্যারীবাবুর অন্তরের এই দেবভাবের কথা সুবিদিত হইয়াই স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ বাবু একদিন অন্তরের আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বন্ধুত্বের অন্তরায় অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্য রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন "আমি ইঁহার (প্যারীবাবুর) অপেক্ষা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের কচিৎ পরিচয় পাইয়াছি, কিন্তু ইঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হৃদয়বান ব্যক্তি কখন দেখি নাই।" * প্যারীবাবুর অর্থে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ভদ্রসন্তান উত্তরকালে বিদ্যাগুণে সংসারে গণ্যমান্য হইয়াছেন ও উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্যারীবাবুর ন্যায় মহাপুরুষের আশ্রয় ও স্নেহ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনাদের ভাগ্যবান বোধ করেন এবং শ্লাঘার কথা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্যারীবাবুর গুণকীর্ত্তন করেন। ইহা ভিন্ন অনেকগুলি ভদ্রবংশীয়া বিধবা প্যারীবাবুর নিকট হইতে ১৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা মাসিক অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। ছাত্রগণ ও অপরাপর অর্থপ্রার্থিগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া নিজ নিজ প্রাপ্য অর্থ লইয়া যাইতেন কিন্তু বিধবাদিগকে প্রায়শঃ তিনি নিজের সরকার বা অন্য কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ অর্থ প্রেরণ করিতেন। উক্তরূপ নিয়মিত মাসিক অর্থদান ব্যতীত, প্যারীবাবুর অন্যরূপ দানেরও অভাব ছিল না। কোনও ভদ্রবংশীয় নিঃসম্বল ব্যক্তি কন্যারবিবাহ উপলক্ষে বা মাতৃপিতৃদায়গ্রস্ত হইয়া প্যারীবাবুর করুণা ভিক্ষা করিতে আসিলে কখন রিক্ত হস্তে ফিরিতেন না, এমন কি দুই তিন শত টাকা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত

* Eighth Annual Report of the Baraset School, April 1853. ১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হইতেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে যখন প্যারীবাবু বহুবিধ কারণে ঋণগ্রস্ত হয়েন, তখনও অনাথ আতুর ও বিধবাগণকে তাঁহার মাসিক নিয়মিত অর্থদান দুইশত টাকার উপর, এই সংবাদ অবগত হইয়া প্যারীবাবুর কোন সুহৃদ ৺শামাচরণ দে (বিশ্বাস) তাঁহাকে ঐ ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পরামর্শ দিলে প্যারীবাবু নিম্নলিখিত মর্ম্মে উত্তর দিয়াছিলেন—'আমার নিজের যদি কোন ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উপায় আছে এরূপ বোধ কর, তাহা হইলে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আমি এখনি প্রস্তুত আছি, কিন্তু তুমি যে ব্যয়ের কথা বলিতেছ উহা কমাইবার কোনও উপায় নাই। আমি একটী বিধবাকে হয়ত মাসে দুই তিন টাকা দিই, উহাতে বহুবর্ষ ধরিয়া তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, আমি না দিলে হয়ত তাহার অন্য উপায় হইতে পারিত কিন্তু আমি দেওয়াতে সে অপর চেষ্টা করে নাই, এক্ষণে আমি যদি ঐ টাকা বন্ধ করি তাহা হইলে সে কিরূপ বিপদে পড়িবে তাহা ভাবিয়া দেখ দেখি! ঐ ব্যয় আমি প্রাণ থাকিতে বন্ধ করিতে পারিব না।'

প্যারীবাবুর দানের আর একটী বিশেষত্ব ছিল যে তিনি যত গোপনে পারিতেন ঐ কার্য্য সমাধা করিতেন; বাহিরের লোকের ত দূরের কথা, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুবর্গ এমন কি পরিবারস্থ ব্যক্তিগণও প্যারীবাবুর দানের অধিকাংশ কথা জানিতে পারিতেন না। অনেকে দান গোপন করিবার জন্য এরূপ আড়ম্বর করেন যে তাহাতে ঠিক বিপরীত ফলই হইয়া থাকে। প্যারীবাবুর চরিত্রে সেরূপ বিসদৃশ ব্যবহার কখনও দৃষ্ট হইত না। তিনি দান করিয়া ভ্রমেও কখন আত্মসম্প্রীতি প্রকাশ করিতেন না, কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন মাত্র এইরূপ বোধ করিতেন। নামের বা লোকখ্যাতির আশায় দান তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণিত দানে প্যারীচরণের পরহিতময় জীবন চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দয়া ও বদান্যতা পূর্ণাবয়বে তাঁহার অন্তরে সতত বিরাজ করিত। যাঁহারা নিদারুণ দারিদ্রের জীবন্তছবি গৃহদ্বারে প্রতিনিয়ত দেখিয়াও কখন এক কপর্দ্দক ও দান করেন না, অথচ কোন অলক্ষ্যস্থলে দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপনার জন্য লক্ষ টাকা দান করেন তাঁহারা প্যারীবাবুর দানের মহত্ত্ব বুঝিবেন না। যাঁহারা ভাগ্যবলে বিনাশ্রমে ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া, বা চিরজীবন দাতার বিপরীত পথে বিচরণ করিয়া, মরণকালে বা কোন এক দৈবমুহূর্ত্তে, সঞ্চিত অর্থ হইতে এমন এক প্রকাণ্ড দান করিয়া ফেলেন, যে রাজ সম্মানে ও লোকখ্যাতিতে তাঁহাদের নামে রাজ্যময় দুন্দুভিনিনাদিত হইয়া উঠে, তাঁহারা বুঝিবেন না যে তাঁহাদের ঐ প্রকাণ্ড দানে ও প্যারীবাবুর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তব্যাপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সমষ্টিতে দুইটী মানব-মনের কি স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধান ব্যক্ত করে। প্যারীবাবুর মত লোক কখন অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন না; দুঃখ দেখিলেই যাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, কিছু না দিয়া থাকিতে পারেন না, অর্থনীতির যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিবার শক্তি বা অবসর থাকে না, তিনি কিরূপে এই অবিশ্রান্ত হাহারবময় সংসারে অর্থসঞ্চয় করিবেন? সুতরাং প্রকাণ্ডদান প্যারীবাবুর মত প্রকৃতির লোকের পক্ষে অসম্ভব। আর রাজসম্মান ও লোকখ্যাতি! একটী দরিদ্রের আশীর্ব্বচন যাঁহার হৃদয়ে শত উপাধি বা সহস্র সংবাদ পত্রের স্তুতিবাদের কার্য্য করিত, তাঁহার ঐ সকলের প্রয়োজন? পশ্চাত্যভাবাক্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্যগরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও, এই মুষ্টিভিক্ষাপ্লাবিত হিন্দুদেশে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, প্যারীবাবুর দান কত মহৎ এবং কত দয়া ও করুণাব্যঞ্জক।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবনসায়াহ্নে ও অন্তিমে।

হরিতকী বাগানের নূতন বাটীতে বাস আরম্ভ করিবার বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে প্যারীচরণ একটী দারুণ শোক প্রাপ্ত হয়েন ; তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র মহেন্দ্রনাথ কালকবলিত হয়েন। সেই সময় হইতে প্যারীবাবুর মনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির অবসান হয় এবং তাঁহার শরীরও ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হয়। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুও বড়ই শোকাবহ ঘটনাপূর্ণ। তিনি তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং পিতার অনেকগুলি সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথের ভৌতিক বিদ্যা (Spiritualism), মুগ্ধবিদ্যা (Mesmerism) প্রভৃতিতে অতিশয় অনুরাগ ছিল, এবং কয়েকটী সমবয়স্ক যুবকের সহিত মিলিত হইয়া তিনি ঐ বিষয়ের অনুশীলন করিতেন। প্রতিবাসী গুরুপ্রসাদ ঘোষের বৈটকখানাগৃহে যথাবিধি টেবিল পাতিয়া প্রহরেক রাত্রের পর যুবকগণের ঐ ভৌতিক বিষয়ের পরীক্ষা হইত ; মহেন্দ্রনাথকে অনুকূল মনোবৃত্তি সম্পন্ন বিবেচনা করিয়া মিডিয়ম করা হইত। শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপ এক অধিবেশনে মহেন্দ্রনাথ মিডিয়ম অবস্থায় অনেকক্ষণ

সংজ্ঞা শূন্য থাকিয়া দারুণ উত্তেজনা ও শারীরিক ক্লেশ অনুভব করেন, এবং ইহার কয়েক দিন পরেই তাঁহাকে বাটীতেও একদিন অচৈতন্য হইয়া শারীরিক কষ্ট ভোগ করিতে দেখা যায় এবং সেই উপলক্ষে তাঁহার যে পীড়া উপস্থিত হয় উহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। মহেন্দ্রনাথ বৎসরেককাল ঐ পীড়া ভোগ করিয়াছিলেন, শেষাবস্থায় উহা জ্বর ও ক্ষয় রোগের আকার ধারণ করে। প্যারীবাবু প্রিয়পুত্রকে রোগমুক্ত করিবার আশায় প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতার চিকিৎসায় ফলোদয় না হওয়াতে, তিনি পীড়িত পুত্রকে লইয়া কয়েক মাস ফরাসডাঙ্গায় গঙ্গাতীরে বাস করেন। পরে রোগ কঠিনতর হইয়া আসিলে তিনি প্রিয়পুত্রকে পুনরায় কলিকাতায় আনয়ন করিয়া ডাক্তার বেরিণীর চিকিৎসাধীন করেন। কিন্তু প্যারীবাবুর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; কলিকাতায় অল্পদিন মাত্র ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মহেন্দ্রনাথ, যে অশরীরীগণের সাহচর্য্য সাধনা করিতেন, তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

এই শোচনীয় ঘটনার পর প্যারীবাবুর বাটীতে ভৌতিকবিদ্যার সম্বন্ধে কথা মাত্র নিষিদ্ধ হইয়া যায়। তৎপূর্ব্বে প্যারীবাবুর ঐ বিষয়ে নিজেরও অনুরাগ ও আস্থা ছিল। তিনি ঐ বিষয়ক বহুবিধ পুস্তক আমেরিকা ও ইংলণ্ড হইতে আনাইয়া ছিলেন, মহেন্দ্রনাথ ঐ সকল পুস্তক আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। প্যারীবাবুর বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্রের ঐ সকল বিষয়ে অনন্যসাধারণ গবেষণা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং তাঁহার অপর বন্ধু ডাক্তার বেরিণী সাহেবও মেস্‌মেরিজ্‌মের চর্চ্চা করিতেন,—মহেন্দ্রনাথেরই চিকিৎসার সময় তিনি ঐ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে প্যারীবাবুও ক্রমশঃ ঐ চর্চ্চার পক্ষপাতী হয়েন এবং তাঁহার,

অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে। মহেন্দ্রনাথের যে রজনীতে জীবনালোক নিভিয়া যায়, সেই রাত্রে যখন মহেন্দ্রনাথের মুমূর্ষু অবস্থা, প্রতিপলকে শুশ্রূষাকারিগণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে রোগীর শয্যার নিকট হইতে উঠিয়া প্যারীবাবু একবার গৃহের বাহিরে গমন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি যেমন ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিবেন, এমন সময়ে তিনি বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহেন্দ্রের আত্মা (Spirit) চলে গেল যে!" ডাক্তার ভুবনবাবু রোগীর শিয়রে বসিয়াছিলেন, প্যারীবাবু ঐ কথা বলিবা মাত্র মহেন্দ্রনাথের শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাঁহার দেহ প্রাণশূন্য হইয়াছে, ঠিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব মিনিটেও তিনি মহেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন, তিনি জীবিত। প্যারীবাবুর ঐ ভয়ানক মানসিক উত্তেজনার অবস্থায় মহেন্দ্রনাথের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন মস্তিষ্কবিকার-প্রসূত, কি উহার অনৈসর্গিক অপর কোন রহস্য আছে তাহা যাঁহারা ঐ গূঢ় বিষয়ের আলোচনা করেন তাঁহারা বলিতে পারেন।

প্যারীচরণের হৃদয় বড়ই স্নেহপ্রবণ ছিল, উপযুক্ত পুত্রের অকাল-মরণে তিনি অন্তরে যে দারুণ ব্যথা পাইয়াছিলেন, তাহা বাহিরে অপ্রকাশ রাখিয়া, তিনি নীরবে থাকিতেন। কিন্তু সেই প্রবল ঝঞ্ঝা হৃদয়াভ্যন্তরে নিরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার দেহটী ভগ্ন হইয়া গেল—তাঁহার নিরাময় শরীরে ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিল। প্রথমে অল্প অল্প জ্বর হইত, ঐ জ্বর ক্রমে দিন হইতে মাস এবং মাস হইতে বর্ষব্যাপী হইয়া পুরাতন ও দুরারোগ্য আকার ধারণ করিল। চিকিৎসার ক্রটী হইত না, ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনবাবু অ্যালোপ্যাথী মতে, এবং তদীয় বন্ধুবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় হোমিওপ্যাথীতে বহুদিন চিকিৎসা করিয়াছিলেন, পরে অপরাপর ডাক্তার

কবিরাজেরও তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন কিন্তু কিছুতেই ঐ পুরাতন জ্বর হইতে প্যারীবাবু নিষ্কৃতি লাভ করিলেন না। কলেজে যাইতেন, কিছুদিন ভাল থাকিতেন, আবার জ্বর হইত। এইরূপে প্রায় দুইবর্ষ কাল পীড়া ভোগ করিয়া তিনি কয়েক মাসের ছুটী লইয়া ৺গোবিন্দ দত্ত মহাশয়ের কামারহাটীর বাগানবাটীতে যাইয়া বাস করেন এবং সৌভাগ্যক্রমে এই স্থানপরিবর্ত্তনে এবং নদীসৈকতের বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে তিনি এই সুদীর্ঘকালব্যাপী পীড়া হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। প্যারীচরণ এই ম্যালেরিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুরাতন স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। সুযোগ বুঝিয়া কাল বহুমূত্র রোগ ধীরে ধীরে তাঁহার দেহে প্রবেশ লাভ করিল।

এই সময়ে প্যারীবাবু হরিতকী বাগানস্থ তাঁহার নূতন বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। ঐ বাটীতে মুদ্রাযন্ত্র পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল, এখানেও বাটীর বালক বালিকাগণের সাহচর্য্যে, দীনসেবায় ও নিজের রচনা কার্য্যে তাঁহার কালাতিপাত হইত। উপরন্তু এই নবভবন-প্রাঙ্গণে উদ্যান প্রস্তুত করাতে উহার পরিচর্য্যায় তাঁহার প্রাতঃকালের একটী নূতন আনন্দ-বিধায়ক কার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছিল।

পরে খৃষ্টীয় ১৮৭২ অব্দে প্যারীবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সরকার বিদ্যালাভার্থ ইংলণ্ডগমন করেন। যোগেন্দ্রবাবু তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয়বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠ করিতেন, এবং তিনি সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারাইয়া, প্যারীবাবুর হৃদয়ের প্রবল পুত্রস্নেহ যেন প্রবলতর আবেগে যোগেন্দ্র বাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। প্রিয়পুত্রের সহিত সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ অসহনীয় বোধ করিয়া

তিনি প্রথমে পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, কিন্তু পরে পুত্রের আগ্রহ অদমনীয় দেখিয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন।

যেদিন যোগেন্দ্রবাবু সুদূর প্রবাস যাত্রা করেন, সেদিন প্যারীচরণের জীবনের একটী বড়ই বিষাদের দিন। তিনি অর্ণবপোতে আরূঢ় প্রিয়পুত্রকে বিদায় সম্ভাষণ করিয়া যখন গঙ্গাতীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন হৃদয়ের আবেগে তাঁহার দুনয়নে দরদরিত ধারে অশ্রু ঝরিতেছিল। যতক্ষণ সেই জাহাজখানি দেখা গিয়াছিল ততক্ষণ নদীর তটদেশ দিয়া তিনি সাশ্রুনয়নে উহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এবং উহা যখন তাঁহার নেত্রপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল এবং সমভিব্যাহারী আত্মীয়গণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে শকটে আরোহণ করাইলেন, তখন তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ছিলেন—প্রিয়জনগণ তাঁহাকে সহজে শান্ত করিতে পারেন নাই।

প্যারীচরণের ৬টী কন্যা ও ৭টী পুত্র সন্তান হইয়াছিল। কন্যাগণের মধ্যে ১ম ও ৩য়টী শৈশবে, ৫মটী সুতিকাগারে এ জগত হইতে অপসৃত হয়েন, ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ কন্যাত্রয় প্যারীবাবুর মৃত্যুকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহারা তিনজনেই আয়তী-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন—কনিষ্ঠা তৎকালে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা। পুত্র সন্তানগণের মধ্যে ১মটী নবীনযৌবনে—কুমারাবস্থায় এবং ৪র্থটী শৈশবেই লোকান্তরিত হয়েন, অবশিষ্ট ৫টী পুত্রকে জীবিতাবস্থায় রাখিয়া প্যারীবাবু গতাসু হয়েন। ইঁহাদের চারিজন তৎকালে পঠদশায়—জ্যেষ্ঠ বিলাতপ্রবাসী যোগেন্দ্রবাবু একবিংশতি বর্ষবয়স্ক, এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার সে সময়ে তিনবর্ষীয় শিশুমাত্র।

মহেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্যারীবাবুর যে বহুমূত্র পীড়ার

সূত্রপাত হয়, উহাই পরিশেষে তাঁহার কালস্বরূপ হয়। ঐ পীড়া নিবন্ধন একটী বিস্ফোটক একবার তাঁহাকে শয্যাশায়ী করে, এবং অস্ত্র চিকিৎসায় যদিও উহা হইতে তিনি সেবার নিষ্কৃতি লাভ করেন, কিন্তু তদবধি তাঁহার দেহে ঐ ব্যাধিবিষ মজ্জাগতভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বল ও জীবনীশক্তির ক্ষয় করিতে থাকে। যোগেন্দ্র বাবুর বিলাত গমনের তিন বর্ষ পরে, একদিন প্রাতে উদ্যান পরিচর্য্যা করিবার সময়, প্যারীবাবু বামহস্তের একটী অঙ্গুলীতে সামান্যরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয়েন। ঐ ক্ষত স্থানে প্রথমে একটী ক্ষুদ্র ব্রণ হয়; প্যারীবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার ভুবনবাবু উহা কষ্টিক দিয়া দগ্ধ করিয়া দেন এবং বিবেচনা করেন উহাতেই ঐ ব্রণটী সারিয়া যাইবে। প্যারীবাবু সেই অবস্থায় দুই তিন দিন কলেজে গমন করেন, কিন্তু উহার যন্ত্রণা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ও ৪র্থ দিবসে ঐ অঙ্গুলী ও ক্রমে করদেশ সমস্তই বিবর্ণ ও মসীমলিন হইয়া যায়। প্রথমাবস্থায় প্যারীবাবু তদীয় স্নেহভাজন সুহৃদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের হোমিওপ্যাথীক ঔষধ সেবন করেন, কিন্তু উহাতে কোনও ফলোদয় হইল না, ৪।৫ দিবসের মধ্যেই ঐ ক্ষত স্থানে পচিবার লক্ষণ (gangrene) দেখা দিয়া প্যারীবাবুকে চিরতরে শয্যাশায়ী করে। অতঃপর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক পারট্রিজ্ সাহেবের হস্তে চিকিৎসা ভার অর্পণ করা হয়, তিনি একাধিকবার অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া রোগীর যাতনা বৃদ্ধি করেন, পরে হস্তের কিয়দংশ ছেদ করিয়া দিবার মনস্থ করেন, কিন্তু তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসায় কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ব্যাধিযাতনার সময় একটী দুঃসম্বাদ আসিয়া প্যারীবাবুর মানসিক অবস্থাও অধিকতর শোচনীয় করিল। তিনি ঐ সময়ে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রিয়পুত্র যোগেন্দ্রবাবু সিবিলসার্ভিস

পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। পরে বাটীর সন্নিকটে একটী বজ্রপাতের ভীষণশব্দে প্যারীচরণের মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং তাঁহার পীড়া সংঘাতিক অবস্থায় পরিণত হয়। পীড়িতাবস্থার শেষ অবধি প্যারীবাবু সজ্ঞান ছিলেন এবং সেই দুঃসহ পীড়াযন্ত্রণাও তাঁহার চিরাভ্যস্ত শারীরিক সহিষ্ণুতা বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তিনটী চিন্তায় তাঁহার ইহজীবনের শেষ মুহূর্ত্তগুলি বিষাদময় করিয়াছিল। তাঁহার অশীতিপরা স্নেহময়ী জননী তখনও জীবিতা, প্রিয়পুত্র সুদূর প্রবাসে তখন সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষায় ভগ্নমনোরথ, এবং স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গকে তিনি ঋণভারগ্রস্ত রাখিয়া যাইতেছেন। তিনি আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটীপুত্র অদূরভবিষ্যতে কৃতবিদ্য ও কৃতী হইবেন, এবং তাঁহার নিজের যে আয় ছিল তাহা দ্বারাই তিনি অচিরে ঋণমুক্ত হইবেন। ত্রিংশৎ বর্ষাধিক কাল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া প্যারীচরণ সসম্মানে পূর্ণ পেন্সনের অধিকারী হইয়াছিলেন; তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন বিলাতপ্রবাসীপুত্র দেশে প্রত্যাগত হইলেই তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন। কিন্তু হায়! সর্ব্বগ্রাসী কাল তাঁহার সকল আশা ও চিন্তার আশু শান্তি বিধান করিল। অন্তিম শয্যায় শয়ান থাকিয়া তিনি প্রবাসীপুত্রের ফটোখানি সদাই দেখিতেন, বক্ষে স্থাপন করিতেন ও হা যোগেন্দ্র! হা যোগেন্দ্র! বলিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেন।

উক্ত দারুণ মনক্ষোভ ও আভ্যন্তরীণ অশান্তির সময়ও কিন্তু প্যারীচরণের বাহ্যিক সহিষ্ণুতা দেখিয়া দর্শক মাত্রেই চমৎকৃত হইতেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে অপরাহ্নে পারট্রিজ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি শান্ত স্বরে উত্তর দিলেন 'ভাল আছি' "(Better, thank you)। সেইদিন

দুর্গোৎসবের বোধন আরম্ভ হইবে। প্যারীচরণের চোরবাগানের বাটীতে, প্রথামত দেবীপ্রতিমা আনয়ন করা হইয়াছিল, কেবল তাঁহার পীড়ার জন্য পূজার আয়োজন স্থগিত ছিল। প্যারীবাবু ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় জননী ও ভগ্নীকে পুরাতন বাটীতে যাইয়া বোধন আরম্ভ করিতে বলিলেন, ও তাঁহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু রাত্র দ্বিপ্রহরের সময় প্যারীচরণের জীবনদীপ সহসা স্তিমিত হইয়া আসিল—শান্তি যেন অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল—তিনি কীর্তিমানের পুণ্যলোকে আরোহণ করিলেন!

উপসংহার।

প্যারীবাবুর পরলোকগমনে দেশমধ্যে যে শোকধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, তাহা পরিশিষ্টে উদ্ধৃত সংবাদপত্রাংশ গুলি পাঠ করিলে কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি হইবে। প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল টনি (Mr. C. H. Tawney) সাহেব ঐ শোচনীয় সংবাদ শ্রবণমাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুল বন্ধ করেন। প্যারীচরণের শিষ্যমণ্ডলী তদীয় পবিত্র নাম স্মরণার্থে প্রেসিডেন্সী কলেজে একটী সভা আহ্বান করেন। ঐ সভায় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ একাত্মায় যোগদান করেন এবং সভাস্থলে ছয়শতটাকা স্বাক্ষরিত এবং অচিরে ঐ অর্থ সংগৃহীত হয়। ঐ অর্থে প্যারীবাবুর একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রস্তুত হয়। ঐ প্রতিকৃতি এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগারে বিলম্বিত আছে।

ছাত্রগণের শোকসভার কয়েকদিন পরেই বঙ্গীয় মাদক নিবারিণী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্যারীচরণের স্মরণচিহ্নস্থাপন কামনায় একটী মহতী সভায় আহূত হয়েন। ইং ১৮৭৫ সালের ২৭শে নবেম্বর সায়াহ্ন ৭৷৷০ ঘটিকার সময় কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থিয়েটারগৃহে ঐ সভার অধিবেশন হয়। ঐ

সভাস্থলে প্যারীচরণের প্রিয় ছাত্রবৃন্দ ও গুণগ্রাহিবর্গের জনতায় তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না, এবং সমাজের সকল স্তরের লোকই উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বর্গগত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের অসুস্থতা নিবন্ধন, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এবং ঐ সভায় রেভারেণ্ড কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড, রাজেন্দ্র নাথ মিত্র, দুর্গামোহন দাস, নবীনচাঁদ বড়াল, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, নবগোপাল মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দত্ত, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা এচ্ উড্রো এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বলেন প্যারীচরণের মৃত্যুতে শুদ্ধ বঙ্গ সমাজের নহে সমগ্র দেশের ক্ষতি হইয়াছে। দুর্গামোহন দাস বলেন যে প্যারীবাবুর নিকট বঙ্গসমাজ নানাবিষয়ে গভীরভাবে ঋণী, এবং সেই লোকান্তরিত মহাত্মার কোন প্রকৃষ্ট উপায়ে স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ সকলের উদ্যোগী হওয়া কর্ত্তব্য। উড্রো সাহেব বলেন প্যারীচরণের মৃত্যুতে শিক্ষাবিভাগ ও দেশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। কেশবচন্দ্র সেন বলেন যে প্যারীবাবু মাদকনিবারিণী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতে ঐ সমাজ যে দারুণ আঘাত পাইয়াছে, তাহা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া সুকঠিন। ঐ সভাস্থলে প্যারীচরণের স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থ উদ্যোগ, অর্থ সংগ্রহ, ও কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একটী সমিতি গঠিত হয়। তাহাতে প্যারীচরণের গুণগ্রাহী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হয়েন :—

সভাপতি—রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর।

সদস্যগণ—রাজা রাজেন্দ্রমল্লিক, রাজা দিগম্বর মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হোমিওপ্যাথ্ রাজেন্দ্র দত্ত,

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্যামাচরণ দে, জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, রেভারেণ্ড কে, এস, ম্যাকডোনাল্ড, এচ্ উডরো, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, রাজনারায়ণ বসু, কালীচরণ ঘোষ, প্রসাদদাস মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, নবীনচাঁদ বড়াল, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, এবং কুমার আনন্দকৃষ্ণ দেব। সম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার।

সভাস্থলে ২০৮৲ টাকা এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সহস্রাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ টাকা সংগৃহীত হয় নাই, এবং এদেশস্থ অপরাপর পরলোকগত স্মরণীয় ব্যক্তির স্মারকচিহ্ন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের ন্যায় উক্ত উদ্যোগও বাক্যমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৮৭৫ অব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের ইংলিসম্যান পত্রে উক্ত সভার যে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সারাংশ পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল। এবং শারীরিক অসুস্থতা ও অপরাপর কারণে ঐ সভাস্থলে অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ জ্ঞাপক যে সকল পত্র সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তাহার যে কয়খানি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাও পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

প্যারীচরণের নশ্বর দেহ বর্জ্জনের প্রায় দশ বৎসর পরে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য তদীয় গুণগ্রাহী ও ভক্তগণ আর একটী উদ্যম করেন এবং শুভাদৃষ্টবশতঃ সেবার পূর্ণমনস্কাম হয়েন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ নূতন পথের প্যারীচরণের নামে নামকরণ এই উদ্যমের ফল।

মিউনিসিপ্যালিটীর তৎকালীন সভাপতি হ্যারিসন সাহেব ঐ পথের নামকরণার্থ আহূত সভাস্থলে প্যারীচরণ সরকারের নামে ঐ পথের নামকরণ হউক এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবামাত্র, সমবেত কমিশনর-

গণ একবাক্যে উহার সমর্থন করেন। তৎপূর্ব্বে ঐ রাস্তার 'ইউনিভার্সিটী রোড' ও অপরাপর কয়েকটী নাম হইবার কথা প্রস্তাবিত হইয়াছিল। যে রাজ মার্গের এক প্রান্তে প্যারীচরণের শিক্ষাবিস্তারের কর্ম্মক্ষেত্র হেয়ারস্কুল এবং অপর প্রান্তে প্যারীচরণের কীর্ত্তিনিকেতন হিন্দু ছাত্রাবাস (Hindu Hostel) অবস্থিত, যে পথের দ্বারদেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্যারীচরণের জীবনের মহাব্রত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন রাখিয়াছে, সে পথের নাম "প্যারীচরণ সরকারের ষ্ট্রীট" হইয়া ভালই হইয়াছে।

প্যারীচরণের স্মরণচিহ্ন প্রতিষ্ঠার জন্য তদীয় ভক্তবৃন্দ যে কয়টী সফল ও বিফল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু প্যারীচরণের অবিনশ্বর স্মৃতিমন্দির অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যখনই অনাথ আতুরের সহায়, নিঃসম্বল ছাত্রের আশ্রয়, দুঃখিনী ভদ্রবিধবার অন্নদাতার কথা উঠিবে, যখনই মন্দভাগিনী বাল্যবিধবার বিষাদমলিন মুখ দেখিয়া সহৃদয় বঙ্গবাসীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, যখনই এদেশে প্রতীচ্য শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, কৃষিবিদ্যা, ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক রচনার, প্রাচীন ইতিহাসের কথার অবতারণা হইবে, এবং যখনই কোন মদ্যপায়ীকে ভীষণ পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য আত্মীয় স্বজনের মন ব্যাকুল হইবে, তখনই প্যারীচরণ সরকারের মর্ত্ত্যবাসকাহিনী দেশীয় জনগণের মনে সমুদিত হইবে এবং তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরনবীন ভাবে লোকহৃদয়ে বিরাজ করিতে থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

(ক)

(বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য)

"*Chinsurah, November 17th*, 1875.

"My dear Sir,

I write simply to ask whether any one is writing or is intending to write a biography of your late lamented uncle Babu Peary Churn Sircar. I think as a typical educated Bengali and as one who has done so much good to his countrymen, he deserves a biography ; and I shall feel satisfied if a competent person intends undertaking the task. But if no one to your knowledge, has any such intention, I should like to undertake the task myself provided you kindly supply me with materials especially of a domestic nature. I do not think it would be difficult to get up a book of about 200 or more octavo pages ; and I am sure, if well written it will be appreciated by all educated Bengali gentlemen. I knew your uncle when we were both boys, and when I lived at Chorebagan, though I had little or no communication with him in after-years. I think I could make his biography interesting to the public. If I wrote his life I should like with your assistance to get hold of the letters he wrote to his friends. A man's correspondence always makes a valuable part of a biography. I shall thank you for sending me an answer at your earliest convenience.

Yours truly Lal Behari Day.

To Babu Bhooban Mohan Sircar, L. M. S."

"*Chinsurah, November 22nd*, 1875.

"My dear Sir,

"Many thanks for your letter just received, and for the help you promise to give me in the supply of materials. I should like to be in immediate communication with Babu Kali Krishna Mitter of Barasat to whom I shall thank you for communicating my wish to write a Life of your uncle. I hope he will agree to give me either the originals or copies of the letters in his possession for publication. He is also, I suppose, the best person for giving me a full account of your uncle's career at Barasat. Does Kali Babu usually reside at Barasat? Kindly send me his address.

I have seen the notice in the *Banga Mahila.* I have also looked up into the Education Reports containing your uncle's answers to questions in the Senior Scholarship Examination as well as his Essays. Those must be incorporated into the Memoir.

I must go down to Calcutta early next month and see you and have a long chat with you and glean information. I must also see Kali Babu and, if possible, visit Barasat the scene of your uncle's labours for so many years, that I may have a proper idea of the place. In the meantime, as I must immediately begin to write the Life, I shall thank you for sending me replies to the questions I have put in the accompanying paper. I have many more questions to ask; please do not be displeased at these questions. Kindly also get from your uncle's mother some anecdotes of his boyhood. I hope also you will kindly give me afterwards a copy of every book he wrote and an entire series of the periodicals he edited. These must be reviewed or at least noticed in the life. Kindly tell me also to what other persons I should refer for information besides Kali Babu. Who were his most intimate friends when he was a student in the Hindu College?

Yours faithfully Lal Behari Day."

(খ)

(দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

PRIZE ESSAYS.

I

On the advantages and disadvantages of a life spent mainly in speculation or in action.

The man who spends his life mainly in speculation, acquires a good stock of useful knowledge, observes the connection between the causes and effects, perceives the hinges on which they turn, and knows the means which are to be made use of to arrive at certain ends. He is acquainted with the movements in nature and the principle by which everything is conducted, and enriches his mind with useful knowledge. But his knowledge is more like riches in the coffers of a miser, than in the hands of a charitable man, who spends them for the good of his fellow creatures. He can trace the causes of events, but he knows not how to ward them off, to take precautions against them, or to turn them to his use. He knows the means by which we can arrive at certain ends, but he cannot adapt, modify or suit them to his purpose practically. He is a philosopher in theory, but a novice in practice. He is ignorant of the shifts, and evasions, and the arts and cunning of the world. He is fitted

to dictate counsels but not to execute them. He can very well preside over great actions, and direct but cannot take a part in their execution. He moves in a higher sphere than the common herd. He may form mighty schemes, incomprehensible to the generality of mankind ; but he is ignorant of the petty contrivances and small incidents that often conduce to the success of an enterprise. His mind may be filled with projects of the greatest utility, and he may be very well acquainted with the means of putting them into execution : but there are several trifling circumstances (which he is ignorant of) intervening between the project and its accomplishment, that, notwithstanding the most certain calculations which he can make of the success of the undertaking, he may very miserably fail. There are certain shifts and artifices, which the speculative man rejects with disdain, a kind of promptness and alacrity which he cannot attain, and a degree of boldness, which he is ready to call rashness, that often contribute to the success of enterprises of great pith and importance.

Besides these advantages, attendant on a life mainly spent in speculation, his store of knowledge may rust, like iron long kept without being used, or rot and get damp like bales of goods long unopened to the sun.

His profound knowledge, his extensive observation, his vast store of useful informations, and his sound and penetrating judgment, may give him the appellation of a wise, but not of an able man, who is of more use in the daily affairs of the world. By this, I do not at all mean to depreciate the merits of those truly great and illustrious philosophers, who have adorned the annals of nations, immortalized their names, and conferred innumerable benefits on mankind by their discoveries ; who have with indefatigable labor and noble efforts in the field of science, unfolded the mysteries of nature, and opened to the view of man ampler worlds—whose speculations have entitled man, "the frail child of dust," to the lordship of the creation, and enabled him to ransack the bowels of the earth, to search the contents of the ocean, and to regulate the movements of the farthest planets of the universe. Who can behold the majesty of man, the seas studded with his ships, the barren deserts converted to smiling gardens, and palaces erected where wild beasts raged, without expressing the highest sense of gratitude to those persons, to whose exertions he is indebted for his aggrandizement ?

But no less do men of actions claim our attention. The philosopher draws out the plan, but the practical man performs it. He is a lower element, but not less important.

The man who spends his life mainly in actions, very often falls into unforeseen dangers, and fails of success in his undertakings through want of foresight ; but experience makes him sage. He acquires a degree of expertness, promptitude and skilfulness, which

is of the greatest advantage to him in the execution of good and mighty projects. How many times do we see the philosopher miscarry in his projects for want of practical knowledge, while the practical man clears himself from difficulties, by expedients which experience alone can teach.

The philosopher is the greater man, but the man of action a better citizen of the world. The good we derive from the speculations of the former, are more valuable but rarer; while those derived from the latter are of less importance, but they come upon us so thickly that they more than compensate for the greater benefits derived from the other. The man who spends his life in actions is more fitted for the world. He has more opportunities of benefiting mankind, but he is liable to many errors; is often guilty of great crimes; whereas the speculative man, who has fewer opportunities of doing good to man, is at the same time more innocent.

The speculative man is generally more pious and religious, for his frequent meditations on nature, and her works impress upon his mind the power and providence of the Almighty Creator; whereas the other, too busily engaged in worldly affairs, thinks little of religion and God.

The person who devotes his time to speculations, enjoys more peaceful conscience and tranquillity of mind, for he does not often meet with violent shocks so as "to shake his disposition."

Whereas the man of action is surrounded with cares and anxieties, and sometimes with dangers of a very frightful nature. Different actions and occurrences affect him differently, and his mind is thus perturbed by violent agitations.

The speculative man is more admired, but the man of actions is more loved; and as the first is more likely to be overlooked, so is the other more liable to be hated; for as in the one, his superior merit is not often comprehended by the generality of mankind, so in the other the love of one party often makes him the subject of the hatred of another.

The first is more honored after death, for some time must elapse before the merit of his speculations is understood, and the other more caressed while living for the benefits of his actions are then enjoyed. But the memory of the former is generally long preserved, while that of the latter is transient. I am speaking of this generally. There have been many eminent persons whose actions have preserved their names from the hands of all-destroying time.

Peary Churn Sircar.

Hindu College, 1st Class, 1841-42.

II.

The effect upon India of the new communication with Europe by means of Steam.

The application of Steam in carrying on the communication with Europe, has been the source of innumerable advantages to India. By means of this powerful agent, Europe, ere long regarded as a remote quarter of the globe, has lost that character. The appalling distance between these two portions of the world has been diminished, though not in a scientific sense. The connection between them has been strengthened by the communication being rendered more easy, and voyages to Europe have lost that forbidding aspect, which had so long dissuaded the unenterprising sons of India from leaving her shores.

The introduction of this great improvement in guiding the ships, has facilitated Indian commerce to a great degree. Voyages at present are performed within less than fourth part of the time occupied a few years ago. Vessels are no longer subject to wind and sail, and the lengths of voyages are made subjects of mathematical calculation. Merchants are enabled to transport goods much oftener in the course of a year, and receiving their returns much sooner, have found means to carry on trade on very extensive scales. Capitals are speedily set free, so as to be invested in fresh merchandise, and the prices of articles are lowered by the rapid import of large quantities of them. The application of machinery to manual labour, as existing in Europe, is daily coming into use here also. Thus the commerce of India, one of the principal sources of her civilization and aggrandizement, is indebted to the agency of steam for much of its present flourishing state.

As the enlightenment of India is, owing in a great measure, to her intercourse with Europe, the object that has been instrumental in bringing her close to the focus of illumination, must be regarded as having been highly beneficial to her. The arts and science of Europe, the many valuable inventions and discoveries that have been made in that continent, the useful instruments and utensils that are there used, and the innumerable improvements that the people in that quarter have made, both in practical and intellectual knowledge, have all been rendered easily accessible to her ignorant. children.

Another source of the advantages derived from Steam Communication, is the quickness with which intelligence is conveyed from one place to another. The Overland Mail has been of great utility to every class of men, any way connected with Europe; but particularly to Government; for owing to this rapid vehicle of intelligence its measures are no longer clogged with unnecessary delays, and business is conducted with a degree of expedition, the want of which is sometimes productive of very evil conse-

quences. By means of the Overland Mail, a speedy communication is kept up with the Court of Directors and thus the Government here is soon relieved from suspense, and the consequent inaction in executing measures of importance. In the case of a war breaking out the intelligence may be rapidly communicated to any place, and the preparations commenced with the greatest expedition.

Besides these, the Government is, in several other ways, benefited by steam communication. By means of the Overland Mail, the state of the whole Europe is brought under the cognizance of the inhabitants of India within a very short time; and thus these two parts of the world, distant as they are, are made to communicate with each other in civil, political and literary matters, with the greatest ease. So we see that by means of a certain quantity of steam the distance of several thousands of miles is made to be regarded as comparatively nothing. Such is the triumph of science.

The advantages, derived from the use of steam in navigation, are too numerous to admit of being described within the short compass of an essay of this nature, in the limited time that is allowed to write it. Suffice it to say, that by means of steam communication, India is daily rising higher and higher in the scale of civilization, and that the treasures of Europe, in the most extensive sense of the word, are poured upon her lap in profusion, taking into consideration not the riches of the soil only, which are very poor indeed, when compared with the inestimable boon of intellectual improvement, which it has been the lot of her sons to receive at the hands of enlightened strangers.

Peary Churn Sircar.
Hindoo College, 1843-44.

(গ)

(নবম পরিচ্ছেদ—১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

To the Hon'ble A. Eden Esqr. c. s.,
Secretary to the Govt. of Bengal.
Dated the 9th March, 1866.

Sir, I have the honor to intimate that I have looked into the terms on which Mr O'Brien Smith is conducting the *Education Gazette*, and that I am willing to accept the Editorship on the same terms, if it pleases His Honor the Lieutenant Governor to confer it on me. I have etc. (Sd.) Peary Churn Sircar.
Offg. Asst. Prof. of English Literature, Presidency College.

No. 1620.

To Babu Peary Churn Sircar.

Dated, Fort William, the 19th March 1866.

Sir,

I am desired to acknowledge the receipt of your letter dated 9th instant, and in reply to state that the Lieutenant Governor accepts your offer to undertake the management of the *Education Gazette* on the terms on which Mr. Smith held it. Further instructions on the subject will be issued hereafter. I have etc.

(Sd.) A Eden.

Secretary to the Govt. of Bengal.

Darjeeling, June 26, 1866.

My dear Baboo

I am glad to find you have already succeeded in increasing the circulation of the Education Gazette to such a considerable extent, and hope the increase will steadily continue. You are quite right to knock off all defaulters from the list and will probably find that such a course will not permanently reduce your numbers. *As to the free list you had better ask Mr. Comes to show you the official communications on the subject with Mr. Smith, of which he ought to have supplied you with copies. If you have not yet done so, I think you should see Mr. Eden while he is in Calcutta and take his advice and orders.

Sincerely yours (Sd.) W. S. Atkinson.

(Director of Public Instruction.)

To Baboo Peary Churn Sircar.

No. 2700.

To Babu Peary Churn Sircar, Editor, *Education Gazette*.

Dated, Fort William, the 2nd June, 1868.

Sir, The Lieutenant Governor has read with great regret the article which appeared in the Education Gazette of the 22nd May 1868, on the subject of the late accident on the E. B. Railway.

2. The article is calculated, from the false account which it gives of the occurrence, to mislead and to alarm the Native public, and the admission of such an article without first taking some steps to inquire into the truth of the statements it contained, seems to the Lieutenant Governor to be entirely opposed to the spirit of the conditions on which the Education Gazette is supported by Govt., the chief of those conditions, it may be said being that the paper shall be a vehicle for furnishing the people

with the means of forming a sound opinion on passing events *by supplying them with accurate information.*

3. There is the less excuse for the appearance of the article in question, that it was published some days after the official account of the accident had been furnished to the Calcutta daily papers. I have etc. (Sd.) H. L. Harrison.

Junior Secretary to the Govt. of Bengal.

No. 24.

To H. L. Harrison Esqr. Junior Secretary to the Govt. of Bengal.
Dated, Education Gazette Office, the 16th June 1868.

Sir, I deeply regret to find from your letter No. 2700, dated the 2nd instant, received on the 13th, that my article in the *Education Gazette*, on the subject of the late accident on the Eastern Bengal Railway has met with the disapprobation of His Honour the Lieutenant Governor.

2. Though no explanation has been called for, I deem it necessary in justice to myself to submit the following for the information of His Honour.

3. When I indited the article in question, I did so under the conviction that the accounts which had appeared in the *Hindu Patriot*, the *National Paper*, the *Indian Mirror*, the *Some-prokash*, the *Prabhakar*, and the *Chandrika*, and upon which the article was based were in the main correct; and the enquiries which I had personally made from different reliable sources had tended to produce that conviction.

4. I never for a moment thought, that I was misleading or alarming the native public, for much more than what appeared in the *Education Gazette*, had already been circulating about the country from mouth to mouth, and through the medium of news-papers conducted by Native gentlemen enjoying the confidence of the people.

5. On reference to the conditions on which the Education Gazette is supported by Government, I find nothing, I beg to submit, which to my understanding, prevents me from giving expression to my impressions and convictions on passing events. And the one alluded to in your letter, as being the chief of those conditions, has not, I may be permitted to add, been infringed in the article under notice, in as much as it was not admitted without enquiries.

6. When the article was penned, it was known to many, that a commission to enquire into the real facts in connection with the accident was about to be appointed. I was thus naturally led to believe, that the Government did not consider the official report to be quite complete, or perfectly satisfactory.

7. It was never my intention to admit, nor have I ever admitted, into the *Education Gazette* any article which would be inconsistent with the objects of Government in supporting the paper. I regret, however, to find that my proceeding in the present instance has been deemed censurable on that score. I feel that in conducting a public journal, it will be difficult for me always to avoid giving, however unintentionally, some cause of disapprobation or other of a similar character, I therefore respectfully beg that His Honour the Lieutenant Governor will be pleased to relieve me from the management of the *Education Gazette.*

I have etc. (Sd.) Peary Churn Sircar.

June 25, 1868.

My dear Babu

I have been thinking over the Education Gazette business, and wish to propose to you a course which could enable Government to request you to withdraw your resignation. If I had seen you before your reply to Government went in, I should have advised you either not to tender your resignation at all, or if you were bent on tendering it, to have put the offer in a way which could not justly be considered offensive or disrespectful. Supposing you had adopted the latter course I feel confident the Lieutenant Governor would at once have said that he hoped you would retain the Editorship. As I am sure his only object was to caution you against the dissemination of erroneous statements which were likely to cause alarm and do mischief. But as things now are it would be hardly possible for Mr. Grey to make such a request, because your letter is certainly not written in a respectful tone considering that it is addressed to the Head of the Government, who is the representative of the Queen in this part of India. What I think you might only fairly and properly do is to write another letter to Government saying that you are sorry to learn that it has been thought In some quarters that your letter was wanting in respect and that you therefore take the first opportunity of expressing a hope that it would not be so regarded by the Lieutenant Governor, as it was certainly not your intention to say a word that could be thought in any way offensive or unbecoming. If I am expressing your own sentiments in this respect, as from what you said to me two days ago I believe I am, it seems to me that it would be only fitting that you should make such an explanation and in that case, I should expect, as I should certainly advise, that the Lieutenant Governor would request you to withdraw your resignation and to retain the Editorship. I shall be glad to hear that you agree to adopt this course.

Sincerely yours (Sd.) W. S. Atkinson.

To Babu Peary Churn Sircar. (D. P. I.)

No. 26.

To H. L. Harrison Esqr. c. s., Junior Secretary to the Government of Bengal.

Dated, Education Gazette Office, the 29th June, 1868.

Sir, It has been pointed out to me by a gentleman who takes a kind interest in my affairs that the tone of my letter No. 24 dated the 16th instant, in reply to your letter on the subject of the late accident on the Eastern Bengal Railway, may be considered wanting in respect to His Honour the Lieutenant Governor. I regret deeply that any part of my letter was so worded, as to be likely to produce such an impression. Nothing was further from my thoughts. I beg, therefore, to take the earliest opportunity to assure you, and to solicit the favour of your intimating to His Honour, that it was never my intention to make use of any expression that could be deemed disrespectful or unbecoming in any other way.

I have etc. Peary Churn Sircar.
Editor, Education Gazette.

No. 3402.

To Babu Peary Churn Sircar, Editor of the Education Gazette.

Dated, Fort William, the 10th July, 1868.

Sir, I am directed to acknowledge the receipt of your letters noted on the margin, and in reply to say that the Lieutenant Governor regrets that you should have any reason for tendering the resignation of your post as Editor of the *Education Gazette*, in the letter written to you on the 2nd ultimo (No. 2700). He does not think that the letter really afforded good ground for your doing so.

(Margin: No. 24 D. 16th June 1868; No. 26 D. 29th June 1868)

2. The Lieutenant Governor finds nothing in your letter of the 16th June, which enables him to retract or to modify anything that was said in the letter of the 2nd idem, and therefore it must remain with yourself to decide whether the letter must lead to the resignation of your office or not.

3. The letter of the 2nd June was to the effect that the Lieutenant Governor had read with great regret an article in the *Education Gazette*, on the subject of the late accident on the Eastern Bengal Railway, because the article was calculated to mislead and alarm the Native Public, and because the admission of such an article, without first taking steps to inquire into the truth of the statements it contained, seemed to the Lieutenant Governor to be opposed to the spirit of the conditions on which the Gazette is supported by Government, the chief of which was that the paper should be a vehicle for "furnishing the people with the means of forming a sound opinion on passing events by supplying them

with accurate information." These words were taken from the Government Resolution of 31st December, 1863, which provided for increasing the Government contribution in aid of the Gazette to Rupees 300 a month.

4. In reply to this letter, you have answered that the above mentioned condition was not infringed, in as much as the article was not admitted without inquiry, and that, moreover, when the article was penned, it was known that a commission to enquire into the real facts in connexion with the accident, was about to be appointed, so that you were thus naturally led to believe that the Government did not consider the official report to be perfectly satisfactory.

5. With reference to this explanation, the Lieutenant Governor desires me to remark that it seems impossible that any proper and sufficient inquiry could have been made; and that there was certainly no foundation whatever for a belief that the Government was not entirely satisfied with the official report, so far as it related to the number of persons who had been killed, and it was mainly with respect to the ridiculous exaggeration on that point, that the Lieutenant Governor saw with regret the article in question introduced into a paper which is supported by the Government for the express purpose of supplying the people with accurate information.

I have etc. (Sd.) H. L. Harrison.
Jr. Secretary to the Government of Bengal.

No. 29.

To H. L. Harrison Esqr. C. S.
Jr. Secretary to the Government of Bengal.
Dated, Education Gazette Office, the 31st July 1868.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter No. 3402 dated the 10th instant, and in reply, beg to offer my most respectful thanks to His Honour the Lieutenant Governor, for his having kindly given me an opportunity of reconsidering the subject of my letter of the 16th ultimo.

2. I have given the subject my serious consideration and find that with various calls upon my time and the difficulties that attend the management of the Gazette, I can hardly trust myself to continue in the post of its responsible Editor. I therefore respectfully beg that His Honour the Lieutenant Governor will be pleased to permit me to retire from its management.

I have etc. (Sd.) Peary Churn Sircar.

June 29, 1868.

My dear Babu

With the Lieutenant Governor's consent I have arranged with Babu Bhudeb Mukhopadhyay to undertake the Editorship of the Education Gazette, as you have made up your mind to retire from it, and I shall be obliged to you to make it over to him with all the necessary papers and records, as soon as he is able to take charge of it. I have informed him accordingly.

Sincerely yours (Sd.) W. S. Atkinson.

To Babu Peary Churn Sircar.

No. 3934.

To Babu Peary Churn Sircar, Editor Education Gazette.

Dated, Fort William, the 8th August, 1868.

Sir,

I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 29 dated the 31st July last and in reply to inform you, that the Lieutenant Governor is pleased to accept your resignation of the editorial management of the *Education Gazette*.

2. You will be so good as to make over charge of the office to Babu Bhudeb Mookerjee, who has been appointed to succeed you.

I have etc (Sd.) H. L. Harrison.

Junior Secretary to the Government of Bengal.

(ঘ)

(উপসংহার দ্রষ্টব্য)

"*The Late Babu Peary Churn Sircar.*—We have to record the death of Babu Peary Churn Sircar, Assistant Professor of English Literature, Presidency College, which took place at about midnight on the 30th September last. He lately suffered from diabetes, and was carried off by a severe attack of erysipelas. A native friend writes to us, he was a man of deep erudition, of vast and unbounded information, and of consummate abilities. Himself a man of strictly sober habits, he was a staunch advocate of temperance, and was, in fact, the founder of the Bengal Temperance Society. Female education always found in him a steady and zealous friend, and he worked assiduously, though unostentatiously, with Pandit Iswara Chandra Vidyasagara and the late Babu Ram Gopal Ghosh for the elevation of the minds of Hindu females. His purse was always open to the suffering poor, but his left hand never knew what his

right hand gave. He was a kind teacher, a loving father, a dutiful son and a devoted friend. His death is lamented as a national calamity, and the Europeans do not feel the less for his loss. His books alone will remain an everlasting monument to his memory, and we hear that the Presidency College Students have set a subscription on foot, in which, we are told, the Principal and Professors may join to have a life size portrait of the lamented deceased to be suspended in the Hall of the Presidency College Library." *The Englishman, 4th Octr. 1875.*

——o——

"Yesterday morning one of the best known and most widely respected of the inhabitants of this city passed away from our midst. Baboo Peary Churn Sircar, Professor in the Presidency College, a graded officer in the Educational Department for the last eight years, was best known as the author of a large number of educational works in the English language, and as the life and soul for many years of the Bengal Temperance Society. He was largely interested in female education and social reform, but opposed to all radical and sudden changes in Hindoo Society."

The Statesman, 2nd Octr. 1875,

——o——

We regret to have to announce the death of another worthy member of the Hindoo community, Babu Peary Churn Sircar. This is an event that was scarcely looked for so suddenly, though the Baboo had been suffering from fever for some time. The worthy Baboo had held for many years a professorship in the Presidency College; and we have reason to believe that he was much liked by the students. Indeed their promptness to respond to a movement already made to commemorate his services is a sufficient indication of this feeling. The Baboo was also highly respected by the European staff of the College. Mr. Tawney, the present head of the College, in compliance with the request of the students, called a meeting to consider what steps should be taken to commemorate the labors and services of their late friend. It was resolved immediately to enter into a subscription for the purpose, and the Librarian was requested to act as Secretary and Treasurer of the Fund. We understand that the College, the Hindu School and the Hare School, of which latter he was formerly a master, have closed in token of respect to the deceased who was fiftytwo years of age. *The Indian Daily News*, 2*nd Octr*., 1875.

——o——

"Babu Peary Churn Sircar has left this mundane sphere. As an educated man, an industrious, painstaking and successful Government servant and a member of society, there are not many like him to be found amongst us. But he was emphatically a good

man, a man who had no enemy, whom most people loved, and all admired and respected. Strictly conscientious, extremely pious extravagantly generous, kind to a fault, charitable, sincere, noble, affectionate in his private, and dutiful in his public life, it is difficult to find one like him and impossible to find a better. His loss will be felt by the nation, and we dare say the nation will do him honour by a permanent memorial."

The Amrita Basar Patrika, 7th Octr. 1875.

———o———

"Bengal has lost a worthy son. Baboo Peary Churn Sircar is no more. He had been suffering for some time past, from Diabetes and its sequelæ; and yesterday morning he breathed his last, mourned by a large circle of friends. His death will be felt as a personal loss by many of our countrymen. A distinguished student of the old Hindoo College, he entered the Education Department, where his industry and scholarship soon placed him in front rank of successful teachers. He was for several years the Head Master of the Hare School, which became the best English school during his incumbency. His success led the Director of Public Instruction to choose him as one of the first Bengalee Officers, who were taken into the ranks of the graded Education Service, and his reputation as a Professor in the Calcutta Presidency College proved the soundness of the choice. By his writings Baboo Peary Churn did much to facilitate the study of English in our country. But he will be better remembered, we believe as the chief promoter of the Bengal Temperance Movement. His exertions have done much to arrest the growth of intemperance among our educated youth."

The Bengalee, 2nd. October, 1875.

———o———

"We have to convey to our readers the melancholy intelligence this week of the death of Baboo Peary Churn Sircar, Assistant Professor of the Presidency College. He was a veteran school-master, and a kind-hearted gentleman, and a sincere benefactor of Society. Charity was a distinguishing feature of his character. He suffered persecution in the cause of Female Education and that of Widow-marriage. He initiated the Temperance movement in Bengal and laboured strenuously to promote its cause. He will be ever remembered by his country-men for this act. We know not how by a singular fatality the male parents of many of the candidates for the Civil Service had died before the return of their sons from Europe. We learn that Rs 500 have been already raised for a testimonial to the memory of the lamented deceased."

The National Paper, 6th October, 1875.

———

"* * Much as Babu Peary Churn was valued for his literary acquirements and educational labours his name will always be cherished in fond recollection by his countrymen for his sterling moral worth. He was absolutely guileless—we may say that he carried his heart on his sleeve. Modest and unobtrusive, honest and thoroughly conscientious, charitable but without ostentation, he was one of the best fruits of English Education, and those who are in the habit of denouncing the so called godless system of state education will do well to study the moral of the life of this excellent Bengali. In the family circle, in the educational circle, as well as in the wider circle of Society he has left a void which cannot be easily filled up."

The late Babu Kristo Das Pal—in the
Hindu Patriot, 4th October 1875.

"At a Special Meeting of the Bethune School Committee held on the 5th October, 1875, it was resolved.—

"That the melancholy event of the death of the late Baboo Peary Churn Sircar, a member of this Committee, be recorded in the minutes, with an expression of the Committee's deep sorrow at the serious loss which it has caused to this Institution. Baboo Peary Churn Sircar was not the least distinguished of the eminent band of men, who owed their early training to the late Hindu-College. Throughout life his labours were earnest and unceasing in the work of education. With his pen and by his teaching alike, he was ever active in endeavouring to secure a sound and pure basis of instruction for his countrymen : and he especially directed his attention to furthering the intellectual culture of the female sex. The Bethune School will long feel the absence of his careful judgment and guidance."

The Bengali, October, 1875.

"THE LATE PEARY CHURN SIRCAR.—At a special meeting of the Chorebagan Female School Committee held on the 13th November 1875, it was resolved :—That the serious loss which the school has sustained at the mournful, death of the late Babu Peary Churn Sircar, patron of this Institution, be recorded in the minutes, with expression of the Committee's deep and heartfelt sorrow. Endowed with a naturally gifted mind, Babu Peary Churn Sircar was one of the best fruits of English education. His high moral character, childlike simplicity, and gentleness, combined with profound education, commanded universal love and esteem. He devoted his life to the cause of education and endeavoured, by his writings as well as teaching, to further the

intellectual and moral culture of his countrymen. He was a sincere friend of female education and earnestly endeavoured to ameliorate their social condition. Babu Peary Churn was a staunch advocate of Temperance, strictly conscientious, pious and extremely charitable. The Committee will long feel the absence of his sound judgment and guidance."

The Indian Daily News, November, 1878.

"PRESIDENCY COLLEGE, Mr. Sutcliffe (Principal) writes thus :—

"* * This year I have to report the loss of three of our professors by death, two of them Mr. Scott and Mr. Wilson, in the prime of life, while the third Babu Peary Chnrn Sircar after a long and honourable career in the various grades of the department extending over more than 30 years, was looking forward to an early retirement on a well earned pension."

Report of the Director of Public Instruction Bengal, for 1875-76, page, 65.

"স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার—

গত ১৫ই আশ্বিন প্যারীবাবু মর্ত্তালোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। প্যারীবাবুর বিয়োগে সমস্ত কৃতবিদ্য বঙ্গসমাজ দারুণ আন্তরিক শোক অনুভব করিতেছেন। বঙ্গমাতা সর্ব্বগুণান্বিত একটী পুত্ররত্ন হারাইয়াছেন। যেমন বিদ্যা, তেমনি সচ্চরিত্র; যেমন কার্য্যদক্ষতা, তেমনি ঈশ্বরনিষ্ঠা; যেমন প্রাচীন সদাচারের প্রতি অনুরাগ, তেমনি সমাজ সংস্কারের জন্য উৎসাহ ও দৃঢ়তা; যেমন গৃহে তেমনি বাহিরে সমান সরলতা ভদ্রতা ও সহৃদয়তা, এতগুলি গুণ একাধারে বঙ্গমাতার কয়টী সন্তানের আছে? এমন লোক কি আর হইবে?

"প্যারীবাবু কেবল আপনার অধীনস্থ ছাত্রগণের শিক্ষক ছিলেন না, তিনি অনেক কাল ইংরাজী শিক্ষার্থী সমুদায় বঙ্গীয় ছাত্রগণের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক সকল সাধারণ শিক্ষার অনেক অভাব মোচন করিয়াছে এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে। তিনি ওয়েল উইসার নামক ইংরাজী এবং হিতসাধক নামক বাঙ্গালাপত্র বহুদিন অতি প্রশংসিতরূপে সম্পাদন করেন এবং তদ্দ্বারা সুরাপান নিবারণ, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহের যথেষ্ট সপক্ষতা করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার হস্তে এডুকেশন গেজেটের ভার সমর্পণ করিলে তিনি তাহারও

অনেক উন্নতি প্রদর্শন করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট যখন তাহার স্বাধীনতা লোপের চেষ্টা করিলেন, তিনি ধর্ম্মবীরের ন্যায় উক্ত পত্রের লাভকর স্বত্ব তৃণবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

"প্যারী বাবু অনেক গুলি সদনুষ্ঠানের মূল। হিন্দু হষ্টেল তাঁহার যত্নে স্থাপিত হয়। বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত, ইহাদ্বারা তিনি সুরাপান নিবারণের যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, বঙ্গদেশে সেরূপ আর কেহ কখন করে নাই। চোরবাগানে একটী স্কুল ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিধবা বিবাহের ফণ্ড করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে প্রতিদিন তিনি আপনার বাটীতে আহার দেন, এবং স্বহস্তে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন করেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে অনেকে সাধুতা শিক্ষা পায়। বিদ্যার্থী অনাথ, দীনদুঃখী বিধবা কত ব্যক্তিকে যে তিনি অর্থ সাহায্য দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের অনেকের বাহিরে সুযশ, পরিবার আত্মীয়দিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ভাব। গৃহ ও আত্মীয়দিগের মধ্যে প্যারীবাবুর মহত্ত্ব উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত। তাঁহার বাৎসল্য, প্রণয়, ভক্তি ও ত্যাগস্বীকার অসাধারণ। তিনি এরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন যে আমৃত্যু মাতার পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। * * *

"স্বর্গীয় প্যারীচরণের বন্ধু ও অনুরাগীগণ ইহলোকে তাঁহার স্মরণার্থ কিছু করুন না করুন, স্বর্গলোকে তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবগণ তাঁহার যশোগান করিতেছেন।" ভারত সংস্কারক, ৬ই কার্ত্তিক, ১২৮২।

"৺প্যারীচরণ সরকার। আমরা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, প্রেসিডেন্সি কালেজের সহকারী অধ্যাপক সুবিখ্যাত নামা বাবু প্যারীচরণ সরকার বহুমূত্র রোগ নিবন্ধন হস্তের অঙ্গুলিতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ায় গত ১৫ই আশ্বিন ৫০ বৎসর বয়ক্রম কালে দেহযাত্রা সম্বরণ করিয়াছেন।

"প্যারীবাবু ইংরাজীভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। মাতৃভাষাতেও তাঁহার অধিকার ছিল। কতিপয় বৎসর তিনি এই এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন অধ্যাপকতা কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ নিপুণতা ছিল। তিনি

অতিশয় দয়ালু ও স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। দীনদরিদ্র ব্যক্তিরা তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইত। প্যারীবাবু স্বকীয় আয়ের অনেকাংশ দরিদ্র, অনাথ ও নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে দান করিতেন। প্যারীবাবু অতি অমায়িক লোক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অস্মদ্দেশে মদ্যপান নিবারণার্থ ইনি যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। শুনিতেছি মৃত প্যারীচরণ বাবুর স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপন করিবার নিমিত্ত ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার কোনরূপ স্মরণ চিহ্ন স্থাপিত হয়, ইহা একান্ত অভিলষনীয়। এতাদৃশ লোকের মৃত্যু দেশের দুর্ভাগ্যসূচক, তাহার সন্দেহ নাই।" এডুকেশন গেজেটে ৺ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কার্ত্তিক ১২৮২।

"মৃত অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার—গত বৃহস্পতিবার বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোক কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। * * * প্যারীচরণ সরকার একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। ১৮৪০ (?) অব্দে তিনি বারাসাতের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া গমন করেন। বোধ হয় তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বারাসাতে থাকিবে। তখন সি বি ট্রেবর সাহেব (যিনি অতঃপর প্রধানতম বিচারালয়ের একজন বিখ্যাত জজ হন) বারাসাতের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ট্রেবর সাহেব তাঁহার অসাধারণ গুণ দর্শন করিয়া এত মোহিত হন যে তাঁহাকে এতদ্দেশীয় ও অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া ব্যবহার করিতেন না। বারাসাতে তখন নবীনকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ মিত্র নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন। নবীনকৃষ্ণ চিকিৎসা এবং কালীকৃষ্ণ সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের সহিত তাঁহাদিগের অতিশয় বন্ধুতা জন্মে। বস্তুতঃ যদি পৃথিবীতে বন্ধুতা থাকে তাহা হইলে এই তিন জনের মধ্যে তাহা হয়। বিদ্যাসাগরও এই দলভুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত এতদূর সৌহার্দ্দ হয় নাই। কালীকৃষ্ণ মিত্র উদ্ভিজ্জবিদ্যার একজন গোঁড়া; প্যারীবাবু তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে বারাসাতের বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটী আদর্শ-উদ্যান স্থাপিত করিয়া ছাত্রদিগকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। বারাসাতের যাবতীয় লোকে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন।

"কেবল পাণ্ডিত্যনিবন্ধন আমরা প্যারীচরণ সরকারের নিমিত্ত অশ্রুপাত করিতেছি না। সামান্য মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিলে তাঁহাকে ভক্তি না করিবেন এমন লোকে পৃথিবীতে নাই। এমন উদারস্বভাব লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। এমন লোক কেবল ভট্টাচার্য্য শ্রেণীমধ্যে দর্শন করা যায়। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। দরিদ্র, দুঃখিগণ সাহায্য চাহিলে তিনি কখন "না" বলিতে জানিতেন না। পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা তাঁহার যথেষ্ট আয় হয়, কিন্তু ইহার অধিকাংশ তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। * * *

"প্যারীবাবুর স্মরণার্থ প্রেসিডেন্সী কালেজে এক দিবস বন্ধ হয়। প্রেসিডেন্সী কালেজের ছাত্রগণ তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন স্থাপিত করিতেছেন। বারাসাতের লোকেরা কি চুপ করিয়া থাকিবেন? নবীনকৃষ্ণ মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে; প্যারীচরণও পরলোক গমন করিলেন। বিখ্যাত তিন বন্ধুর মধ্যে কালীকৃষ্ণ মিত্র জীবিত আছেন। কালীকৃষ্ণ বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বারাসাতের লোকেরা একটী চিহ্ন স্থাপিত করিলে উত্তম কাজ করিবেন।" সহচর, ১৯ শে আশ্বিন, ১২৮২।

"৺প্যারীচরণ সরকার।

"আজি সোমপ্রকাশ একটী দারুণ শোকসংবাদ লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপনীত হইতেছে। বাবু প্যারীচরণ সরকার ১৬ই আশ্বিন দেহত্যাগ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ আর একটী রত্নহারা হইলেন। বঙ্গভূমির কেমন গর্ভদোষ আছে বলিতে পারি না, সারবান লোক অতি অল্প জন্মেন, তাঁহারাও একে একে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। দয়া, ভদ্রতা, সচ্চরিত্রতা, উপচিকীর্ষাদি সদ্‌গুণগুলি উত্তম আধার পাইয়া তাঁহাকে আসিয়া আশ্রয় করিয়াছিল। দেশহিতৈষী যাহাকে বলে, প্যারীবাবু তাহা ছিলেন। দেশের কোনপ্রকার হিতানুষ্ঠানের প্রস্তাব হইলে তিনি সোল্লাস-চিত্তে তাহাতে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার দয়া ও দেশহিতৈষিতার অপর প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই, এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, সুরা প্রবেশ করিয়া বঙ্গদেশকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছে, ইহা দেখিয়া তিনি সতত সাতিশয় খিদ্যমান ছিলেন। উহার নিবারণার্থ যতদূর চেষ্টা পাইতে হয়, তিনি প্রাণপণে সে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।" * * * সোমপ্রকাশ, ১৯ আশ্বিন ১২৮২।

"গত ১০ই আশ্বিন নিষ্ঠুর কৃতান্ত বঙ্গ-মাতার আর একটী পুত্ররত্ন উদরসাৎ করিয়াছে। ঐদিন প্রেসিডেন্সি কালেজের ইংরাজি সাহিত্য-শাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক বাবু প্যারীচরণ সরকার গতাসু হইয়াছেন। প্যারীবাবুর মৃত্যুতে বিষাদ প্রকাশ করিবেন না এ দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ে এরূপ লোক নাই। তিনি বিদ্বান, অধ্যাপনাপটু, সচ্চরিত্র, প্রশস্তমনা ও স্বদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার আয় যখন তাদৃশ অধিক ছিল না, এমনকি মাসিক দুইশত টাকা বেতন লইয়া বহু-পরিবার প্রতিপালনে বিব্রত ছিলেন, তখনও তিনি দাতৃত্ব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা সেই সময় তাঁহাকে হেয়ারস্কুলের দরিদ্র বালকগণকে নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করাইয়া রোগমুক্ত করাইতে দেখিয়াছি। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ সময়ে তিনি অন্নছত্র করিয়া যেরূপ অকাতরে অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন, কত লক্ষপতি সেরূপ বদান্যতা দেখাইতে পারেন নাই। সমাজ সংস্করণে তাঁহার অনুরাগ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংকল্পিত বিধবা বিবাহ প্রচলনে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইদানীন্তন যুবক সম্প্রদায়কে সুরাপানের গর্হিতত্ব বুঝাইয়া দিয়া যাহাতে তাঁহারা সুরাপানে ক্ষান্ত থাকেন তজ্জন্য তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলনে তাঁহার বিলক্ষণ যত্ন ছিল এবং তিনি কিছুকাল সুপ্রতিষ্ঠার সহিত এডুকেশন গেজেট-পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার ভালবাসা ছিল, এবং স্বজাতীয় সমস্ত আচারব্যবহার মন্দ এই বোধে তিনি ইদানীন্তন ভণ্ডসমাজ-সংস্কারকগণের ন্যায় হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কার্য্য করিতে চাহিতেন না। হিন্দুরা ক্রমশঃ কুসংস্কার বিহীন হইয়া উন্নত হন এই তাঁহার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। * * * * * *

শুনিতে পাই প্যারীবাবুর স্মরণচিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যোগ হইতেছে। এরূপ উদ্যোগে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

সাপ্তাহিক সমাচার, ১০ই কার্ত্তিক, ১২৮২।

"চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক। বিগত ৭ই এপ্রেল বেলা ৫।০ ঘটিকার সময় উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক কার্য্য সমারোহের সহিত

নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। মান্যবর বিচারপতি ফিয়ার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। * * * মান্যবর ফিয়ার সাহেব একটী সংক্ষেপ বক্তৃতা দ্বারা স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, তিনি একজন অতি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভূমি একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন। * * বঙ্গমহিলা, ১২৮২, চৈত্র।

"স্বর্গীয় বাবু প্যারীচরণ সরকার। ছয় মাস না যাইতে যাইতেই বঙ্গ-মহিলা পিতৃহীন হইল। যিনি বঙ্গ-মহিলার প্রধান প্রতিপোষক ছিলেন, যাঁহার উৎসাহে ও যত্নে আমরা বঙ্গমহিলাকে সাধারণ সমক্ষে উপনীত করিলাম, তিনি দুঃখিনীকে অনাথিনী করিয়া গেলেন। বঙ্গদেশের একটী অমূল্য রত্ন অপহৃত হইল। বঙ্গসমাজ প্যারীচরণের শোকে আকুল। দীনদরিদ্র তাঁহার অপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে কাঁদিতেছে। তাঁহার আত্মীয় বন্ধু স্বজনবর্গে তাহার উদার স্বভাব, অমায়িকতা, উপচিকীর্ষাদি সদ্গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ তাহাদিগের পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ও প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু হারাইয়া কাঁদিতেছে! বঙ্গমহিলাগণ! তোমাদিগের একটী প্রধান সহায় ও প্রকৃত মিত্র হারাইলে। যাঁহার শোকে আজ বঙ্গীয়সমাজ অধীর হইয়াছে, যিনি আমাদিগের একজন প্রধান সংস্কারক ছিলেন, এবং স্ত্রীলোকের উন্নতি ও শিক্ষা-সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক সত্বেও যিনি স্বকীয় সংকল্প সাধনে কদাচ পরাঙ্মুখ হইতেন না, তিনি আমাদিগকে নিরুপায় করিয়া অল্পদিনের মধ্যে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। * * * *

"বাস্তবিক প্যারীবাবু আমাদিগের সমাজের একটী অসামান্য লোক ছিলেন। লোক মাত্রেই কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার কোন দোষ ছিল না—তিনি সর্ব্বগুণান্বিত ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অসাধারণ বুদ্ধি ও বাক্যাতীত স্মরণশক্তি মনে হইলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। তাদৃশ মহোদয়ের বালবৎ সরলতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। প্রকৃত দেশহিতৈষিতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-পরায়ণতা অসীম দয়া ও লোকোত্তর বদান্যতা, মনীষিতা, অলৌকিক মাতৃভক্তি, যথোচিত সন্তান-বাৎসল্য, অকৃত্রিম দাম্পত্য-প্রণয়, স্থির-সৌহার্দ্দ, প্রিয়-ভাষিতা,

প্রভৃতি নানাবিধ সদ্‌গুণ-বিভূষিত হইয়া প্যারীবাবু বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বোধ হয় বিধাতা সকল গুণ দেখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে সৃজন করিয়াছিলেন। অনন্তধামে তিনি অনন্তকাল সুখভোগ করেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।" বঙ্গমহিলা, কার্ত্তিক, ১২৮২।

---

(৬)

(উপসংহার—২৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

"THE BENGAL TEMPERANCE SOCIETY.

"A special general meeting of the above Society was held in the Medical College Theatre on Saturday, the 27th November 1875, at 7-30 p. m., for the purpose of recording the death of the late Babu Peary Churn Sircar, Founder and Secretary of the Society, perpetuating his memory by a fitting memorial, electing office-bearers of the Society, and raising a fund for the furtherance of the temperance cause in a more practical way. The meeting was well represented, and the hall was densely crowded with the students, friends, and the admirers of the lamented deceased.

Raja Kamal Krishna Bahadur having intimated his inability, from ill health, to attend the meeting, Babu Keshab Chandra Sen was voted to the chair. At the desire of the president, Babu Bhuban Mohan Sarkar read and announced the receipt of communications from Raja Kamal Krishna Bahadur, Pundit Ishwar Chandra Vidyasagara, Babus Anand Mohan Bose, M. A., Rajendra Dutt, and others, regretting their inability, from ill health and other unavoidable circumstances, to attend the meeting, but expressing their warm sympathy with its object.

The president then expressed in a few feeling terms the object of the meeting, and asked the Revd Mr. K. S. Macdonald to move the first resolution, which was as follows :—

That the melancholy event of the death of the late Babu Peary Churn Sircar, Founder and Secretary of the Society, be recorded in the minutes, with an expression of the committee's deep sorrow at the serious loss which it has caused to this society. Babu Peary Churn Sircar was a man of deep erudition, of vast and unbounded information, and of consummate abilities. His high moral character, child-like simplicity, and single-minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance, his earnest and unceasing labour in the cause of education, his untiring endeavours to further the intellectual culture of the female sex and to ameliorate their social condition, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by every well-wisher of this country. His death is lamented as a national calamity and cannot be soon forgotten.

The Revd. gentleman, in moving the resolution, expressed at some length his deep regret at the loss which this society in particular, as well as the country at large, has suffered in the death of Babu Peary Churn Sircar. He then expatiated on the evils of intemperance, and said that the best way in which they could do honour to his memory was to imitate him in his sobriety, and cherish in their minds the wise precepts which he used to inculcate with regard to temperance.

The resolution, being seconded by Babu Rajendra Nath Mittra, was carried unanimously.

Babu Durga Mohan Das moved the 2nd Resolution; That inorder to commemorate the valuable and unremitting services rendered to this country by the late Babu Peary Churn Sircar, as an educationist, moralist, and a social reformer, a committee be formed to found a fitting memorial in honour of the deceased, and that subscriptions be raised amongst his friends and admirers to carry the purpose into immediate execution.

In moving the Resolution, the Babu said that it was needless for him to impress on the minds of his countrymen the immense debt which they owed to the lamented deceased, and the only way in which they could do justice to his memory was to devise the best means of handing down to future generations some memorial of that worth which has passed away from them.

The Resolution being seconded by Babu Prem Chand Boral was carried with acclamation.

Babu Nobin Chand Boral moved the 3rd Resolution: That the following gentlemen be requested to form a committee (with power to add to their number), inorder to collect subscriptions for this purpose, and to decide upon the best form of the memorial:—

Raja Kamal Krisnna Bahadur, Chairman.

Members—Rai Rajendra Mallik Bahadur, Babus Digamber Mittra, Dijendra Nath Tagore, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagara, Babu Rajendra Dutt, Rajendra Lal Mittra, Shama Charan De, Jaikissen Mukarji, Keshab Chandra Sen, Revd. K. S. Macdonald, Mr. H. Woodrow, Babus Prosonno Kumar Sarbadhikari, Rajnarain Bose, Kalli Charn Ghose, Prosad Dass Mallik, Anund Mohan Bose, M. A., Nobin Chand Boral, Boikant Nath Sen, and Kumar Anund Krishna Deb.

Secretary and Treasurer—Babu Bhuban Mohan Sircar.

The resolution being seconded by Babu Boikant Nath Sen, was carried unanimously.

Babu Nobogopal Mittra moved the 4th Resolution and Babu Surendra Nath Banarjee the last Resolution. (Re-election of office-bearers and raising of funds for the Temperance Society).

At the proposition of Babu Nobin Chand Boral, the subscription book was circulated among some of the visitors and Rs. ২০৪ were

subscribed on the spot. It being not very convenient to take down at the time the names of all the visitors, who were willing to subscribe, they were requested to send in their subscriptions to the Asst. Secy. Babu Bhuban Mohan Sircar.

Mr. Woodrow then addressed the meeting in a few words, expressing his deep regret at the loss which he had personally suffered in the death of the late Babu Peary Churn Sircar. He had known the Babu for a long time, and held him in high estimation for his many rare qualities. In Peary Churn he had not only lost a sincere friend, but a judicious counceller. Whenever he met with any difficulty in educational matters, he always sought his advice, and was sure to get it solved to his satisfaction. He regretted that his loss to the Education Department, as well as to this country was quite irreparable. He then warmly sympathised with the object of the Temperance Society and wished that he could as a Director of Public Instruction at once sign the temperance pledge, as an example to the students before him.

The president then addressed the meeting to the following effect. That Babu Peary Churn Sircar had been the heart and soul of the Temperance Society and in his death the cause of temperance has met with a shock the effects of which cannot easily be repaired."

The Englishman, 1 *Decr*. 1875.

Letters Addressed to Babu Bhuban Mohan Sircar, L.M.S.

From the late Pandit Iswara Chandra Vidyasagara.

My dear Bhooban Mohan,

I regret exceedingly that in the present state of my health of which you are aware, I am unable to attend this evening's meeting of the Bengal Temperance Society. None knows better than yourself the profound grief with which the lamented death of my beloved friend Babu Peary Churn Sircar has filled me. We knew each other from early youth, and we were so closely attached that in him I have lost a dear and affectionate brother. To the public the loss cannot be easily replaced. His great ability, high character and single minded zeal in works of humanity rendered him highly useful to society at large, while his devotedness to the cause of temperance which was manifested in the foundation of the Bengal Temperance Society, in the publication of many valuable tracts in English and Bengali, and in other acts, will doubtless be long cherished in grateful remembrance by all lovers, and promoters of temperance in this country.

I remain Yours affectionately

(Sd). Iswara Chandra Sarma.

27th. November 1875.

From the Late Maharaja Kamal Krishna

Sobha Bazar.
The 27th. November, 1875.

Dear Sir,

I beg to acknowledge the receipt of your Circular letter dated the 25th instant. In reply I am extremely sorry to say that the state of my health will not permit me to attend the meeting. I do however assure you that I have hearty sympathy with the chief object of the meeting, namely to record the death of Babu Peary Churn Sircar for whom I entertained the highest esteem.

It is needless to say that the Bengal Temperance Society or any such movement shall ever command my sincere co-operation.

Wishing every success to the meeting,

I remain

Yours obtly. (Sd.) Kamul Krishna.

From the late Babu Rajendra Dutt, the Veteran Homeopath.

My dear Bhuban

I deeply regret my inability to attend the meeting to be convened this evening to record the untimely death of my beloved and esteemed friend and your worthy uncle Babu Peary Churn Sircar.

I wish the Hon'ble President will propose some sort of fitting memorial to perpetuate the memory of our departed friend whose character and conduct throughout his career as a man were exemplary.

I cannot too strongly urge the necessity for such a measure being adopted by all friends to [illegible] and humanity to commemorate the action and [illegible] he had rendered for the regeneration of our [illegible] his death a national calamity greatly to be [illegible]ed.

Yours sincerely (Sd.) Rajendra Dutt.
27-11-75.
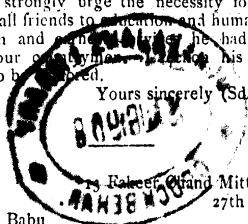
[illegible] Fakeer Chand Mitter's Street.
27th November, 1875.

My dear Bhooban Babu

I exceedingly regret to inform you that I will not be able to attend today's meeting. Owing to an aggravation of my complaint, I was lately confined to bed for a month. I can now sit up but cannot do so for a considerable length of time and am therefore unable to attend meetings. I need not dwell in this letter on my regard and affection towards the late lamented Babu Peary Churn

Sircar and my sympathy with the Temperance movement as they are particularly known to you.

Believe me
Yours sincerely
(Sd.) Rajnarain Bose.

Uttarpara.
9th December 75.

My dear Bhuban Mohan

I have much pleasure to acknowledge the receipt of your letter of the 4th Instant.

As a friend of your family I cannot refuse to become a member of the Committee organised to do honour to the memory of your late lamented uncle Babu Pyari Charan Sarkar although I am ill suited from loss of sight to take an active part in the matter. I very well remember the time when the lamented deceased was one of the teachers of the Branch School at Hugli. At that early stage of his life we marked token of his future greatness.

Be good enough to include my name as one of the members of the Committee and put me down for Rs. 100.

Yours very truly (Sd.) Joy Kissen Mukerjee.
(Zamindar)